CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-264 ■ 25 June, 2026 ■ আগরতলা ২৫ জুন, ২০২৬ ইং ■ ১০ আষাঢ়, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

CMYK

লকআপে নির্যাতন মামলায় শহরের দুই থানার ওসি সহ ৮ পুলিশকর্মী সাসপেন্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুন ।। আগরতলা পুরনিগম (এএমসি)-সংক্রান্ত কথিত হেফাজতে নির্যাতন ও ঘুষ দাবির মামলায় বড় পদক্ষেপ নিল ত্রিপুরা সরকার। ত্রিপুরা হাইকোর্টের কড়া পর্যবেক্ষণের পর পূর্ব আগরতলা থানার ওসি এবং পূর্ব আগরতলা মহিলা থানার ওসিসহ মোট আটজন পুলিশকর্মীকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।

বনমালিপুরের একটি পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। অভিযোগ, নির্মাণকাজ সংক্রান্ত একটি বিরোধের জেরে পরিবারের সদস্যদের উপর হামলা, হয়রানি এবং পুলিশ হেফাজতে নির্যাতন চালানো হয়েছিল। অভিযোগে আরও বলা হয়, ঘটনাটির সঙ্গে জড়িতরা ২ লক্ষ টাকা ঘুষ দাবি করেছিল এবং সেই দাবি মানতে অস্বীকার করায় নির্যাতনের ঘটনা ঘটে।

ভুক্তভোগী পরিবারের পক্ষে আদালতে সওয়ালকারী প্রবীণ আইনজীবী পুরুষোত্তম রায় বর্মণ জানান, স্বরাষ্ট্রসচিব অভিষেক সিং (আইএএস) হাইকোর্টে একটি নতুন হলফনামা জমা দিয়েছেন, যেখানে অভিযুক্ত পুলিশকর্মীদের বিরুদ্ধে গৃহীত শাস্তিমূলক ব্যবস্থার বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে।

সাসপেন্ড হওয়া পুলিশকর্মীদের মধ্যে রয়েছেন পূর্ব আগরতলা থানার ওসি সুব্রত দেবনাথ, পূর্ব আগরতলা মহিলা থানার ওসি শকুন্তলা দেবনাথ, এসআই সৈকত দে, এএসআই আনন্দ দেববর্মা, কনস্টেবল সুমন আচার্য ও মিঠুন রুদ্রপাল এবং এসপিও রিপুল দেবনাথ ও শুভঙ্কর ধর।

অন্যদিকে, গ্রেফতার হওয়া এসপিও জয় দেবনাথ এবং আগরতলা পুরনিগমের অস্থায়ী টাস্ক ফোর্স কর্মী রবীন্দ্র নারায়ণ ঘোষকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে। বর্তমানে দু'জনই বিচারবিভাগীয় হেফাজতে রয়েছেন।

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

টিআরএলএম কর্মীর বিরুদ্ধে ২০ কোটির আর্থিক প্রতারণার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৪ জুন।। তেলিয়ামুড়া মহকুমার মহারানীপুর এলাকায় প্রায় ২০ কোটি টাকার আর্থিক প্রতারণা ও অনিয়মের অভিযোগকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। অভিযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন টি.আর.এল.এম.-এর সঙ্গে যুক্ত এক মাস্টার বুক কিপার, ঝুমা চৌধুরী। তাঁর বিরুদ্ধে উচ্চ সুদের প্রলোভন দেখিয়ে সাধারণ মানুষ ও স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ সংগ্রহের অভিযোগ উঠেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ১০ থেকে ১৫ শতাংশ পর্যন্ত মাসিক লাভের প্রতিশ্রুতি দিয়ে দীর্ঘদিন

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

জিবির চিকিৎসকের প্রাইভেট প্র্যাকটিসে নিষেধাজ্ঞা, পুনর্বিবেচনার দাবি সুদীপের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুন ।। আগরতলা সরকারি মেডিকেল কলেজ (এজিএমসি) ও জিবি হাসপাতালে কর্মরত চিকিৎসকদের প্রাইভেট চেম্বারে রোগী দেখার উপর রাজ্য সরকারের আরোপিত নিষেধাজ্ঞা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন বিধায়ক। বুধবার সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি সরকারের এই সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার দাবি জানান।

বিধায়ক বলেন, সরকারের এই সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা তিনি খুঁজে পাচ্ছেন না। চিকিৎসকদের প্রাইভেট প্র্যাকটিস বন্ধ করে দিলেই স্বাস্থ্য পরিষেবার মান বৃদ্ধি পাবে বা রোগীরা বাড়তি সুবিধা পাবেন এমন ধারণার সঙ্গে তিনি একমত নন।

তার বক্তব্য, সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসক ও ফ্যাকাল্টিরা নির্ধারিত দায়িত্ব পালন করার পর অবশিষ্ট সময়ে কী করবেন, সে বিষয়েও সরকারকে ভাবতে হবে। তিনি জানান, দেশের বিভিন্ন রাজ্যে সরকারি হাসপাতালেই পেইড ক্লিনিক বা বিশেষ চেম্বারের ব্যবস্থা রয়েছে, যেখানে সামর্থ্যবান রোগীরা নির্দিষ্ট ফি দিয়ে চিকিৎসকদের পরামর্শ নিতে পারেন। ত্রিপুরাতেও এমন ব্যবস্থা চালু করা যেত বলে মত প্রকাশ করেন তিনি।

সুদীপ রায় বর্মন প্রশ্ন তোলেন, শুধুমাত্র জিবি হাসপাতাল ও এজিএমসির চিকিৎসকদের ক্ষেত্রেই কেন এই নিয়ম কার্যকর করা হলো। যদি এই সিদ্ধান্ত জনস্বার্থে নেওয়া হয়ে থাকে, তাহলে, কিংবা জেলা হাসপাতালগুলোর চিকিৎসকদের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য করা হয়নি কেন সেই প্রশ্নও তোলেন তিনি।

রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার বর্তমান পরিস্থিতি নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি বলেন, স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়নে সরকারের আরও বেশি নজর দেওয়া প্রয়োজন। তার অভিযোগ, রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিকাঠামো দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং পর্যাপ্ত নজরদারির অভাব রয়েছে। তিনি দাবি করেন, ক্যান্সার হাসপাতালে গুরুত্বপূর্ণ তিনটি মেশিন দীর্ঘ কয়েক মাস ধরে বিকল অবস্থায় পড়ে রয়েছে,

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

ওষুধের দোকানে অগ্নিকাণ্ড ক্ষতি ২০ লাখের বেশি

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাব্রুম, ২৪ জুন।। দক্ষিণ ত্রিপুরার সাব্রুম মহকুমার কলাছড়া হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকায় এক ওষুধের দোকানে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। মঙ্গলবার গভীর রাতে ঘটে যাওয়া এই ঘটনায় মুহূর্তের মধ্যে দোকানঘরটি পুড়ে ছাই হয়ে যায়। আগুনে দোকানের সমস্ত মালপত্র ভস্মীভূত হওয়ায় সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েছেন দোকান মালিক নির্মল সেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রাত আনুমানিক ১টা নাগাদ এলাকার বাসিন্দারা নির্মল সেনের ওষুধের দোকান থেকে আগুনের শিখা বের হতে দেখতে পান। সঙ্গে সঙ্গে তারা দোকান মালিককে খবর দেওয়ার পাশাপাশি মনুবাজার অগ্নিনির্বাপক দপ্তরেও বিষয়টি জানান।

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতির বিরুদ্ধে চড়িলামে প্রতিবাদ সভা কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৪ জুন ।। নিট ও নেট -সহ বিভিন্ন সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অনিয়ম, প্রশ্নপত্র ফাঁস এবং শিক্ষাব্যবস্থার ক্রমবর্ধমান সংকটের প্রতিবাদে মঙ্গলবার চড়িলাম দলীয় কার্যালয়ের সামনে এক প্রতিবাদী পথসভার আয়োজন করে জাতীয় কংগ্রেস। বিশালগড় জেলা কংগ্রেসের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এই পথসভায় কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিসহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দাবি তুলে ধরা হয়।

পথসভায় বক্তারা অভিযোগ করেন, দেশের লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যৎ আজ অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে। বিশেষ করে নিট ও নেটের মতো গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় শিক্ষার্থীদের কঠোর পরিশ্রম ও মেধার অবমূল্যায়ন হয়েছে। তারা বলেন, বারবার পরীক্ষায় অনিয়মের ঘটনা প্রমাণ করে যে কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষাক্ষেত্রে সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ পরিবেশ নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়েছে।

বক্তারা আরও বলেন, শিক্ষা কখনোই শোষণের হাতিয়ার হতে পারে না। শিক্ষা হতে হবে মানুষের মুক্তির পথ এবং একটি প্রগতিশীল, বিজ্ঞানমনস্ক ও মেধাভিত্তিক সমাজ গঠনের প্রধান মাধ্যম। সেই লক্ষ্যেই জাতীয় কংগ্রেস দেশজুড়ে ছাত্র-যুব সমাজের ন্যায্য দাবি ও অধিকার রক্ষার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। পথসভা থেকে কেন্দ্র সরকারের উদ্দেশ্যে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলা হয়, ছাত্রছাত্রীদের সমস্যা ও দাবিদাওয়া উপেক্ষা করা হলে আগামী দিনে বৃহত্তর গণআন্দোলনের পথে হাঁটতে বাধ্য হবে বিরোধী দল ও ছাত্রসমাজ।

সভায় উপস্থিত নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করেন, বর্তমান সময়ে শিক্ষা ব্যবস্থাকে বাণিজ্যিকীকরণের দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে, যার ফলে সাধারণ ও মধ্যবিত্ত পরিবারের শিক্ষার্থীরা নানা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। পরীক্ষায় স্বচ্ছতা, নিয়োগে দুর্নীতিমুক্ত পরিবেশ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা এবং শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষার দাবিও উত্থাপন করা হয়।

পথসভায় উপস্থিত ছিলেন বিশালগড় ব্লক কংগ্রেস সভাপতি গুপিনাথ সাহা, বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা তারা মিয়া-সহ দলের অন্যান্য নেতৃত্ব, কর্মী ও সমর্থকরা। সভা শেষে কেন্দ্র সরকারের শিক্ষানীতি এবং পরীক্ষায় অনিয়মের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে স্লোগান দেওয়া হয়।

কংগ্রেস নেতৃত্বের দাবি, দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থে শিক্ষাব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। অন্যথায় ছাত্র-যুব সমাজের ক্ষোভ আরও তীব্র আকার ধারণ করবে এবং তার দায়ভার কেন্দ্র সরকারকেই বহন করতে হবে। পথসভায় অংশগ্রহণকারী নেতৃবৃন্দ শিক্ষার মর্যাদা রক্ষা এবং মেধার যথাযথ মূল্যায়নের লক্ষ্যে বৃহত্তর জনমত গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

দীর্ঘমেয়াদি ও টেকসই জলসম্পদ ব্যবস্থাপনার উপর জোর মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুন ।। গোমতী নদীর জল ব্যবহার করে আগরতলায় প্রস্তাবিত জল সরবরাহ ব্যবস্থা সংক্রান্ত পর্যালোচনা বৈঠক করলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। আগামী দিনের প্রয়োজনের কথা চিন্তা করে সারা রাজ্যের জন্য দীর্ঘমেয়াদি ও টেকসই জলসম্পদ ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা গ্রহণে মিশন মোডে কাজ করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন তিনি। শুধুমাত্র আগরতলা শহরের বর্তমান চাহিদা নয়, আগামী দিনের প্রয়োজনের কথা চিন্তা করে সারা রাজ্যের জন্য দীর্ঘমেয়াদি ও টেকসই জলসম্পদ ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা গ্রহণে মিশন মোডে কাজ করতে বললেন মুখ্যমন্ত্রী।

আজ আগরতলার এস. পি. মুখার্জি লেনস্থিত টিআইএফটি-র ওয়ার রুমে গোমতী নদীর জল ব্যবহার করে আগরতলায় প্রস্তাবিত জল সরবরাহ ব্যবস্থা সংক্রান্ত এক উচ্চপর্যায়ের পর্যালোচনা বৈঠকে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

বৈঠকের শুরুতে সুশাসন দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্তে স্বচিত্র উপস্থাপনার মাধ্যমে আগরতলা শহরের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ পানীয়জলের চাহিদা, বিদ্যমান জল সরবরাহ ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা এবং গোমতী নদীকে কেন্দ্র করে প্রস্তাবিত দীর্ঘমেয়াদি জল সরবরাহ প্রকল্পের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। তিনি

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

সালিশি সভার পরেও মহিলার উপর হামলা!

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২৪ জুন ।। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার গোলাঘাট অন্তর্গত গোলাঘাটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় এক মহিলার উপর নৃশংস নির্যাতনের অভিযোগকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। পরকীয়ার অভিযোগ তুলে স্থানীয় এক তিপ্রা মথা নেতার নেতৃত্বে মহিলাকে বেধড়ক মারধর করার পাশাপাশি বর্বরোচিত নির্যাতন চালানো হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। গুরুতর আহত অবস্থায় বর্তমানে আগরতলার জিবিপি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ওই মহিলা জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে রয়েছেন বলে জানা গেছে। অভিযোগ, তিন দিন আগে স্থানীয় এক যুবকের সঙ্গে নির্যাতিতার আপত্তিকর ছবি

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

সুপ্রিমকোর্টের নির্দেশে ৬ অনিয়মিত কর্মীকে নিয়মিত করল শিক্ষা দপ্তর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুন ।। সুপ্রিম কোর্টের রায়ের ভিত্তিতে শিক্ষা দপ্তরের অধীনে কর্মরত ৬ জন অনিয়মিত কর্মীকে নিয়মিত করার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। বুধবার আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের হাতে নিয়োগ নিয়মিতকরণের নথি তুলে দেয় শিক্ষা দপ্তর।

এই কর্মীদের পক্ষে মামলাটি পরিচালনা করা আইনজীবী পুরুষোত্তম রায় বর্মণ জানান, সংশ্লিষ্ট ৬ জন দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষা দপ্তরের সেকেন্ডারি এডুকেশন শাখায় ডি.আর.ডব্লিউ কর্মী হিসেবে কাজ করে আসছিলেন।

তিনি জানান, চাকরি নিয়মিতকরণের দাবিতে প্রথমে কর্মীরা উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হন। তবে রাজ্য সরকারের বক্তব্যকে মান্যতা দিয়ে উচ্চ আদালত জানায়, এ ধরনের কর্মীদের নিয়মিতকরণের জন্য কোনও নির্দিষ্ট সরকারি স্কিম না থাকায় তাদের দাবি মঞ্জুর করা সম্ভব নয়।

পরবর্তীতে ওই ৬ জন কর্মীর সঙ্গে আরও ২ জন যুক্ত হয়ে মোট ৮ জন কর্মী সুপ্রিম কোর্টে স্পেশাল লিভ পিটিশন (এসএলপি) দায়ের করেন। চলতি বছরের এপ্রিল মাসে মামলার রায় ঘোষণা করে সুপ্রিম কোর্ট রাজ্য সরকারকে তিন মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ৮ জন কর্মীকে নিয়মিত করার নির্দেশ দেয়।

সেই নির্দেশের ভিত্তিতে বুধবার ৬ জন কর্মীর হাতে নিয়মিতকরণের নথি তুলে দেওয়া হয়। তবে বাকি দুই কর্মীর মধ্যে একজন ইতোমধ্যেই প্রয়াত হয়েছেন এবং অপরজন চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন বলে জানা গেছে। সুপ্রিম কোর্টের এই রায়কে দীর্ঘদিন ধরে কর্মরত অনিয়মিত কর্মীদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ নজির হিসেবে দেখা হচ্ছে। নিয়মিতকরণের নথি হাতে পেয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মীরা সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং বিচার ব্যবস্থার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান।

বৌদিকে মারধর ও শ্লীলতাহানির অভিযোগ দুই দেবরের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুন ।। পূর্ব আগরতলা মহকুমার এনসিসি থানার অন্তর্গত ইন্দ্রনগর কবরখলা আইটিআই রোড এলাকার এক গৃহবধূর উপর মারধর ও শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠেছে তাঁর দুই দেবর বিমল দাস ও অমল দাসের বিরুদ্ধে। ঘটনার পর নির্যাতিতা পূর্ব আগরতলা মহিলা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।

অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই অভিযুক্ত দুই ভাই তাঁদের বৌদিকে উদ্দেশ্য করে অশালীন ভাষায় গালিগালাজ করতেন এবং বিভিন্ন সময়ে কুপ্রস্তাবও দিতেন। মঙ্গলবার রাত প্রায় ১১টা নাগাদ পারিবারিক বিষয় নিয়ে স্বামীর সঙ্গে ওই গৃহবধূর বাকবিতণ্ডা চলাকালীন তাঁর দুই দেবর ঘর থেকে বেরিয়ে এসে তাঁকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করতে শুরু করেন বলে অভিযোগ।

নির্যাতিতা প্রতিবাদ জানালে বিমল দাস ও অমল দাস তাঁর উপর চড়াও হন বলে অভিযোগ। এরপর তাঁকে ঘরের ভিতরে নিয়ে গিয়ে বেধড়ক মারধর করা হয়। এমনকি তাঁর পরনের পোশাক ছিঁড়ে ফেলা হয় এবং শরীরের স্পর্শকাতর স্থানে নখের আঁচড় দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ করেছেন ওই গৃহবধূ।

পরবর্তীতে কোনওরকমে অভিযুক্তদের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে নিজের ছোট মেয়ে ও জামাতার সহায়তায় হাসপাতালে চিকিৎসা করান তিনি। এরপর পূর্ব আগরতলা মহিলা থানায় অভিযুক্ত দুই দেবরের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করে সেকেরকোটে মেয়ের বাড়িতে আশ্রয় নেন। বুধবার সকালে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

গ্রাহকের টাকা আত্মসাতের অভিযোগ গ্রামীণ ব্যাঙ্কের এক কর্মীর বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুন ।। দক্ষিণ ত্রিপুরার গোলাঘাটি এলাকায় গ্রাহকের জমা দেওয়া টাকা সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্টে জমা না দিয়ে আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে গোলাঘাটি গ্রামীণ ব্যাংকের সিএসসি পরিচালিত ভিলেজ কনসালট্যান্ট (ভি.সি) সমরজিৎ সিংহার বিরুদ্ধে। ওই ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

সংবাদ সূত্রে জানা যায়, প্রায় ছয় মাস আগে সাউথ গোলাঘাটির দুই গ্রাহক তাদের পৃথক দুটি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ২৫ হাজার টাকা করে জমা দেওয়ার জন্য সমরজিৎ সিংহার হাতে অর্থ তুলে দেন। অভিযোগ, বিভিন্ন সময়ে কখনও নেটওয়ার্ক সমস্যার অজুহাত, আবার কখনও অন্য নানা কারণ দেখিয়ে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কেটে গেলেও ওই অর্থ সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্টে জমা করা হয়নি।

পরবর্তীতে ক্ষুব্ধ গ্রাহকরা বিষয়টি

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ২৫ জুন, ২০২৬ ইং
১০ আষাঢ়, বৃহস্পতিবার, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

হিন্দু ধর্মের বিশেষ উৎসব অম্বুবাচী

লোককথা অনুসারে, আষাঢ় মাসের মৃগশিরা নক্ষত্রের তৃতীয় চরণ শেষ হইলে ধরিত্রী মাতা ঋতুমতী হন। এই সময়ই পালন করা হয় অম্বুবাচী। আমরা জানি কোনও নারী রজঃস্বলা হইলে, তখন তিনি সন্তান ধারণের উপযুক্ত হন। ঠিক তেমনই মনে করা হয়, বর্ষার আগমনে ধরিত্রী মাতা রজঃস্বলা হন। প্রবাদ রহিয়াছে, 'কিসের বার কিসের তিথি, আষাঢ়ে অম্বুবাচী।' হিন্দু ধর্মের একটি বিশেষ উৎসব হইল অম্বুবাচী। লোককথা অনুসারে, আষাঢ় মাসের মৃগশিরা নক্ষত্রের তৃতীয় চরণ শেষ হইলে ধরিত্রী মাতা ঋতুমতী হন। এই সময়ই পালন করা হয় অম্বুবাচী। আমরা জানি কোনও নারী রজঃস্বলা হইলে, তখন তিনি সন্তান ধারণের উপযুক্ত হন। ঠিক তেমনই মনে করা হয়, বর্ষার আগমনে ধরিত্রী মাতা রজঃস্বলা হন। এরপরই ফলে ফুলে ভরিয়া যায় পৃথিবী। এই সময় মাটি কাটা, জমিতে লাঙ্গল চালানো যায় না। এই সময় সমস্ত মন্দিরের দরজা বন্ধ থাকে। যে কোনও শুভ কাজ যেমন, গৃহপ্রবেশ এসবও বন্ধ রাখা হয়। অম্বুবাচী ব্রতের সময় নিত্য পূজা সম্পন্ন হইলেও মন্দিরের দরজা কখনও জনসাধারণের জন্য খোলা হয় না। আঞ্চলিক ভাষায় অম্বুবাচীর হরেক নাম রহিয়াছে। যেমন ভারতের কিছু জায়গায় অমাবতী বলিয়াও পরিচিত এই উৎসব। আবার একাধিক স্থানে এই উৎসব, রজঃ উৎসব নামেও পালিত হয়। অম্বুবাচী শুরুর পর তিন দিন চলে এই উৎসব।প্রতি বছর অম্বুবাচীর সময় কামাখ্যা মন্দিরে খুব ধুমধাম হয়। ধর্মীয় বিশ্বাস অনুসারে, এই সময় দেবী কামাখ্যা রজঃস্বলা বা ঋতুস্রাব অবস্থায় থাকেন। প্রসঙ্গত, ৫১ সতীপীঠের অন্যতম হইল অসমের কামাখ্যা। যেখানে মাতা সতীর যোনি রহিয়াছে বলিয়া ভক্তদের বিশ্বাস। কথিত আছে, যখন দেবীর এই দিন থেকে ঋতুস্রাব শুরু হয়, সেইদিন থেকে গর্ভগৃহের দরজা আপনা আপনি বন্ধ হইয়া যায়। এই সময় কাউকে ভিতরে গিয়ে দর্শন করিতে দেওয়া হয় না। রজঃস্বলা শেষে দেবীকে স্নান করাইয়া, সাজাইয়া তারপর মন্দিরের দরজা খুলিয়া দেওয়ার রীতি রহিয়ায়েছে। ভক্তদের বিশ্বাস, অম্বুবাচীর চতুর্থ দিনে দেবী কামাখ্যা দর্শন করিলে ভক্তরা সকল প্রকার পাপ থেকে মুক্তি লাভ করেন।অম্বুবাচী চলাকালীন বিভিন্ন মন্দির ও বাড়ির ঠাকুরঘরের মাতৃ শক্তি যেমন কালী, দুর্গা, জগদ্ধাত্রী, বিপত্তারিণী, শীতলা, চণ্ডীর প্রতিমা বা ছবি লাল কাপড় দিয়া ঢাকিয়া দেওয়া উচিত। অম্বুবাচী শেষ হওয়ার পর দেবীর আসন পাল্টাইয়া নিন। তাহার পর স্নান করাইয়া পুজো শুরু করিতে পারেন।অম্বুবাচী চলাকালীন পুজো করিবার সময় মন্ত্রপাঠ করা উচিত না। শুধুমাত্র ধূপ ও প্রদীপ জ্বালাইয়া প্রণাম করিতে হয়। অম্বুবাচীতে গুরুপুজো করিতে কোনও বাধা নাই। এমনকী গুরু প্রদত্ত মন্ত্রও অনায়াসে জপ করিতে পারিবেন। বাড়িতে তুলসী গাছ থাকিলে তাহার গোড়া মাটি দিয়া উঁচু করিয়া রাখিতে ভুলিবেন না।কোনও শুভ কাজও এই কয়েকদিন নিষিদ্ধ থাকে। এমনকী কৃষিকাজ বন্ধ রাখা হয়। অম্বুবাচীর তিনদিন পর, ফের কোনও মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান ও চাষাবাদ শুরু হয়। প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী, ঋতুকালে মেয়েরা অশুচি থাকেন। একই ভাবে মনে করা হয়, পৃথিবীও এই সময়কালে অশুচি থাকে। সেজন্যই এই তিন দিন ব্রহ্মচারী, সাধু, সন্ন্যাসী, যোগীপুরুষ এবং বিধবা মহিলারা 'অশুচি' পৃথিবীর উপর আগুনের রান্না করিয়া কিছু খান না। বিভিন্ন ফলমূল খাইয়া এই তিনদিন কাটাইতে হয়।

পদ্মপুর স্কুলে অডিটোরিয়াম ও বিজ্ঞানাগারের উদ্বোধন, ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সাইকেল বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৪ জুন : শিক্ষার পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং ছাত্র-ছাত্রীদের সার্বিক বিকাশের লক্ষ্যে বুধবার পদ্মপুর সরকারি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও সাইকেল বিতরণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ধর্মনগরের বিধায়ক জহর চক্রবর্তী।

এদিন বিদ্যালয়ের নবনির্মিত অত্যাধুনিক অডিটোরিয়াম হলের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বিধায়ক। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি ডিরেক্টর অব এডুকেশন, নর্থ জেলার বিভিন্ন আধিকারিক, বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ, ধর্মনগর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন ও ভাইস চেয়ারপার্সন, স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটির সদস্য, বিশিষ্ট অতিথি, শিক্ষক-শিক্ষিকা, অভিভাবক এবং বিপুল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, নবনির্মিত অডিটোরিয়াম ভবিষ্যতে বিদ্যালয়ের শিক্ষামূলক, সাংস্কৃতিক ও সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। শিক্ষার্থীদের প্রতিভা বিকাশ, নেতৃত্বের গুণাবলি অর্জন এবং ব্যক্তিত্ব গঠনে এই পরিকাঠামো বিশেষ সহায়ক হবে বলেও মত প্রকাশ করা হয়।

একই দিনে বিদ্যালয়ের নবনির্মিত পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন ও জীববিজ্ঞান ল্যাবরেটরিরও শুভ উদ্বোধন করেন বিধায়ক জহর চক্রবর্তী। আধুনিক সুযোগ-সুবিধাসমৃদ্ধ এই বিজ্ঞানাগারগুলির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা উন্নত মানের ব্যবহারিক শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাবে। পাশাপাশি বিজ্ঞানচর্চা, গবেষণামূলক মনোভাব এবং উদ্ভাবনী চিন্তাধারার বিকাশেও এই ল্যাবরেটরিগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে জানান উপস্থিত অতিথিরা।

অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সাইকেল বিতরণ কর্মসূচি। রাজ্য সরকারের শিক্ষাবান্ধব উদ্যোগের অংশ হিসেবে আয়োজিত এই কর্মসূচির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে যাতায়াত আরও সহজ হবে এবং পড়াশোনার প্রতি তাদের আগ্রহ ও অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাবে বলে আশা প্রকাশ করা হয়।

অনুষ্ঠানের শেষে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং শিক্ষার্থীরা শিক্ষা ক্ষেত্রে সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পদক্ষেপের প্রশংসা করেন। একই সঙ্গে নবনির্মিত পরিকাঠামোগুলির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করে বিদ্যালয়কে শিক্ষার ক্ষেত্রে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন সকলে।

জগন্নাথ বাড়ি সংলগ্ন দিঘির পাড়ে ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে গঙ্গা পূজা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুন: ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য ও ভক্তিময় পরিবেশে বুধবার জগন্নাথ বাড়ি সংলগ্ন দিঘির পাড়ে গঙ্গা পূজার আয়োজন করা হয়। জগন্নাথ বাড়ি রিক্রিয়েশন ফোরাম ও সুইমিং গ্রুপের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এই পূজাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জগন্নাথ বাড়ির মহারাজ ভক্তি কমল মহারাজ, আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার, ২০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর রত্না দত্ত-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও এলাকার গণ্যমান্য নাগরিকরা। পূজা উপলক্ষে সকাল থেকেই ভক্তদের ভিড় লক্ষ্য করা যায়। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, পূজা-অর্চনা ও প্রার্থনার মধ্য দিয়ে গঙ্গা দেবীর আরাধনা করা হয়। ভক্তরা নিজেদের ও পরিবারের মঙ্গল কামনায় পূজায় অংশগ্রহণ করেন। আয়োজক সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়, প্রতি বছরের ন্যায় এবারও ঐতিহ্য বজায় রেখে গঙ্গা পূজার আয়োজন করা হয়েছে। ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণের পাশাপাশি সমাজে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের বার্তা ছড়িয়ে দেওয়াই এই আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য। এদিনের অনুষ্ঠানে অসংখ্য ভক্ত-প্রাণ মানুষের উপস্থিতি পূজার মাহাত্ম্যকে আরও বৃদ্ধি করে এবং সমগ্র এলাকা ভক্তিময় পরিবেশে মুখরিত হয়ে ওঠে।

ভারতের রূপান্তরে মোদীর বাণিজ্য-ভাবনা বিশ্বমঞ্চে নতুন দ্বার উন্মোচন করেছে

শ্রী পীযূষ গোয়েল
কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী

যুক্তরাজ্যের সাথে স্বাক্ষরিত যুগান্তকারী বাণিজ্য চুক্তিটি ১৫ জুলাই থেকে কার্যকর হতে চলেছে। এটি ভারতীয় কৃষক, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (এমএসএমই), মৎস্যজীবী, স্টার্ট-আপ এবং কারিগরদের জন্য বিশ্বব্যাপী সুযোগ ও সমৃদ্ধি বয়ে আনবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'বিকশিত ভারত ২০৪৭'-এর লক্ষ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি, এই চুক্তিটি প্রচুর কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে এবং ভারতীয় নাগরিকদের জন্য সাশ্রয়ী মূল্যে উন্নত মানের পণ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করবে। ভারত ও যুক্তরাজ্যের মধ্যে স্বাক্ষরিত এই রূপান্তরমূলক 'কম্প্রিহেনসিভ ইকোনমিক অ্যান্ড ট্রেড এগ্রিমেন্ট' (সিইটিএ) যুক্তরাজ্যের বাজারে ভারতীয় পণ্যেরবিশেষ করে শ্রম-নিবিড় খাতের পণ্যগুলোর ব্যাপক প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করবে। উভয় পক্ষের জন্য লাভজনক এই চুক্তিটি প্রায় ৯৯ শতাংশ ট্যারিফ লাইনের (শুল্কের আওতাভুক্ত পণ্যের শ্রেণি বিভাগ) ওপর থেকে শুল্ক তুলে নেবে, যা মোট বাণিজ্য মূল্যের প্রায় ১০০ শতাংশকে কভার করে এবং ভারতীয় রপ্তানির জন্য বিশাল সুযোগ তৈরি করে।

সিইটিএ হলো একটি জন-কেন্দ্রিক চুক্তি, যা গত বছর প্রধানমন্ত্রী মোদী এবং ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী স্যার কিয়ার স্টারমারের উপস্থিতিতে স্বাক্ষরিত হয়েছিল। এটি সমাজের সকল স্তরে সুফল বয়ে আনে। কৃষকরা তাদের অভ্যন্তরীণ স্বার্থ ক্ষুণ্ণ না করেই উচ্চমানের রপ্তানি বাজারে প্রবেশের সুযোগ পাবেন। মৎস্যজীবীরা যুক্তরাজ্যের বিশাল বাজারে সামুদ্রিক খাদ্যপণ্য রপ্তানি বৃদ্ধির মাধ্যমে উপকৃত হবেন। শ্রমিকরা শ্রম-নিবিড় খাতগুলোতে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ পাবেন। নারী উদ্যোক্তা, তরুণ সমাজ, স্টার্ট-আপ এবং এমএসএমই-গুলো বিশ্বব্যাপী ভ্যালু চেইন বা সরবরাহ শৃঙ্খলে উন্নত প্রবেশাধিকার লাভ করবে। পেশাজীবীরা কাজের জন্য চলাচলের বর্ধিত সুযোগ এবং পেশাগত স্বীকৃতির সুবিধা পাবেন।

কৃষকদের সমৃদ্ধি— সিইটিএ ভারতীয় কৃষকদের জন্য যুক্তরাজ্যের প্রিমিয়াম বা উচ্চমানের বাজার উন্মুক্ত করে দেয়, যা অন্যান্য ইউরোপীয় দেশগুলোর প্রাপ্ত সুবিধার সমান বা তার চেয়েও বেশি। হলুদ, গোলমরিচ, এলাচ এবং প্রক্রিয়াজাত পণ্যযেমন আমের পাল্প, আচার ও ডাল শুল্ক মুক্ত সুবিধা পাবে। কৃষি পণ্য রপ্তানি বৃদ্ধি কৃষকদের আয় বাড়াবে এবং পণ্যের গুণমান, প্যাকেজিং ও সার্টিফিকেশনের ক্ষেত্রে আরও বেশি উৎসাহ জোগাবে। এছাড়া, এটি কৃষি-ভিত্তিক সরবরাহ শৃঙ্খল বা ভ্যালু চেইন জুড়ে প্রচুর কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে।

একই সাথে, অভ্যন্তরীণ কৃষকদের বিশেষ করে যারা দুগ্ধজাত পণ্য, শস্য, মিলেট (বাজরা জাতীয় শস্য), আপেল, ওটস এবং ভোজ্য তেলের সাথে যুক্তসুরক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে সিইটিএ-এর আওতা থেকে ভারতের সবচেয়ে সংবেদনশীল কৃষি খাতগুলোকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এই বাদ দেওয়ার বিষয়টি খাদ্য নিরাপত্তা, অভ্যন্তরীণ মূল্যের স্থিতিশীলতা এবং ঝুঁকিপূর্ণ কৃষি সম্প্রদায়কে অগ্রাধিকার দেওয়ার ক্ষেত্রে মোদী সরকারের কৌশলের প্রতিফলন।

শিল্পখাতে গতিসঞ্চার— যুক্তরাজ্যের বিশাল বাজারে অবিলম্বে শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার ভারতীয় উৎপাদন ব্যবস্থাকে চাঙ্গা করে তুলবে; এর ফলে ঐতিহ্যবাহী কারিগর, বৃহৎ কারখানা এবং আঞ্চলিক শিল্পকেন্দ্রগুলো কার্যকরভাবে প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবে। প্রতিদ্বন্দ্বীদের তুলনায় ভারতীয় পণ্যগুলো স্পষ্ট প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা লাভ করায় ক্ষুদ্র ব্যবসাগুলোর সমৃদ্ধি ঘটবে। বিশেষ করে ফুটবল, ক্রিকেট সরঞ্জাম, রাগবি বল ও খেলনা প্রস্তুতকারী কোম্পানিগুলো যুক্তরাজ্যে তাদের ব্যবসার উল্লেখযোগ্য সম্প্রসারণের সুযোগ পাবে। শুল্ক প্রত্যাহারের ফলে দীর্ঘদিনের শুল্ক-সংক্রান্ত বাধাগুলো বিশেষ করে শ্রম-নিবিড় খাতগুলোতে অপসারিত হবে এবং এর মাধ্যমে রপ্তানি সক্ষমতা ও ব্যবসার পরিসর তাৎক্ষণিকভাবে বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে। তিরুপুরের তাঁতশিল্প থেকে বেঙ্গালুরুর গবেষণাগার, সুরাটের হীরা কারিগর থেকে হায়দ্রাবাদের কোডারএই চুক্তিটি প্রকৃত অর্থনীতির প্রতিটি স্তরকে স্পর্শ করে।

সেবা খাত ও পেশাজীবীগণ--- যুক্তরাজ্য তাদের সর্বকালের অন্যতম ব্যাপক সেবা-সংক্রান্ত প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছে, যার আওতায় ভারতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সব প্রধান সেবা খাত এবং ১৩৭টি উপ-খাত অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বাজারে উন্নত প্রবেশাধিকার এবং নীতিগত নিশ্চয়তা আইটি (আইটি) ও আইটি-নির্ভর সেবা, আর্থিক সেবা, পেশাগত সেবা, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, প্রকৌশল, টেলিযোগাযোগ এবং পরামর্শক সেবার মতো খাতগুলোতে ভারতীয় সেবা প্রদানকারীদের সহায়তা করবে। চুক্তিভিত্তিক সেবা প্রদানকারী, ব্যবসায়িক ভ্রমণকারী, বিনিয়োগকারী, যোগব্যায়াম প্রশিক্ষক, সঙ্গীতশিল্পী এবং শেফসহ দক্ষ পেশাজীবীদের জন্য ভারত সুবিধাজনক চলাচলের (মোবিলিটি) ব্যবস্থা নিশ্চিত করেছে। এছাড়া ব্যবসায়িক দর্শনার্থী, একই প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে বদলি হওয়া কর্মী, চুক্তিভিত্তিক সেবা সরবরাহকারী, স্বতন্ত্র পেশাজীবী এবং বিনিয়োগকারীদের জন্যও এই চুক্তিতে চলাচলের সুনির্দিষ্ট ও নির্ভরযোগ্য পথ তৈরি করা হয়েছে। তাছাড়া, এই চুক্তির আওতায় প্রতি বছর ১,৮০০ জন ভারতীয় শেফ, যোগব্যায়াম প্রশিক্ষক এবং শাস্ত্রীয় সঙ্গীতশিল্পী বিশেষ চলাচলের সুযোগ পাবেন। উদ্ভাবনী মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ)--- প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিগুলো (এফটিএ) কেবল পণ্য ও সেবার গণ্ডি ছাড়িয়ে নতুন মানদণ্ড স্থাপন করছে। ইএফটিএ-ভুক্ত দেশগুলোর সুইজারল্যান্ড, নরওয়ে, আইসল্যান্ড এবং লিচেনস্টাইন সাথে ভারত ১০০ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি আদায় করেছে, যা ১০ লক্ষ প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে বলে আশা করা হচ্ছে। নিউজিল্যান্ডের সাথে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির আওতায় দেশটি ১৫ বছরে ২০ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি পেয়েছে; অন্যদিকে অস্ট্রেলিয়ার সাথে চুক্তির মাধ্যমে দ্বৈত কর সংক্রান্ত সেই সমস্যার সমাধান হয়েছে যা ভারতীয় আইটি কোম্পানিগুলোর জন্য উদ্বেগের কারণ ছিল। যুক্তরাজ্যের সাথে সম্পাদিত চুক্তির একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো "ডাবল কন্টিবিউশন কনভেনশন" বা দ্বৈত অবদান সংক্রান্ত সমঝোতা। সিইটিএ -এর পাশাপাশি কার্যকর হতে যাওয়া এই যুগান্তকারী ব্যবস্থার ফলে, যুক্তরাজ্যে সাময়িক কাজের জন্য অবস্থানকালে ভারতীয় কর্মী ও নিয়োগকর্তাদের আর দ্বৈত সামাজিক নিরাপত্তা অবদান দিতে হবে না। বিদেশি কোনো দেশে সাময়িক দায়িত্ব পালনরত কর্মীদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধা অব্যাহত রাখার ফলে ৭৫ হাজারেরও বেশি ভারতীয় পেশাজীবী এবং ৯০০-এর অধিক কোম্পানি উপকৃত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

সরকারের কৌশল— ২০১৪ সালে ভারতের অর্থনীতি কঠিন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল এবং সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীদের আস্থা কমে গিয়েছিল। দীর্ঘ এক দশক ধরে নীতিগত অস্পষ্টতা এবং বিপুল অর্থ-জড়িত দুর্নীতির কেলেঙ্কারির কারণে ভারতকে তখন 'ফ্র্যাজাইল ফাইভ' বা ভঙ্গুর অর্থনীতির অন্যতম একটি দেশ হিসেবে গণ্য করা হতো। ভারতীয় অর্থনীতির প্রতি বিশ্বব্যাপী আস্থা পুনরুদ্ধার এবং বিনিয়োগকারীদের কাছে একে আকর্ষণীয় করে তোলার লক্ষ্যে মোদী সরকার একটি দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করে। উন্নত দেশগুলোর সাথে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) স্বাক্ষর ছিল সেই প্রক্রিয়ার পরবর্তী ধাপ। বাণিজ্য নীতি সংক্রান্ত অনিশ্চয়তা কমিয়ে বিনিয়োগকারীদের আস্থা বাড়াতেও এই চুক্তিগুলো সহায়তা করে। সরকার এমন সব উন্নত অর্থনীতির দেশের সাথে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি করার উদ্যোগ নেয়, যাদের বিশাল বাজার রয়েছে অথচ যারা ভারতের মূল বাণিজ্যিক স্বার্থের সাথে সরাসরি প্রতিযোগিতায় লিপ্ত নয়। এটি একটি 'উইন-উইন' বা উভয় পক্ষের জন্য লাভজনক পরিস্থিতি তৈরি করে; যা প্রতিযোগীদের জন্য নির্বিচারে ভারতের দরজা খুলে দিয়ে দেশীয় ব্যবসা-বাণিজ্যকে ঝুঁকির মুখে ফেলার মতো পূর্ববর্তী সরকারের নীতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে ভারত আজ একটি শক্তিশালী ও স্থিতিস্থাপক অর্থনীতি এবং অস্থিতিশীল বিশ্বে একটি নির্ভরযোগ্য অংশীদার হিসেবে ব্যাপক সম্মান অর্জন করেছে। আকর্ষণীয় বাজারসহ একটি নির্ভরযোগ্য সহযোগী হিসেবে ভারত নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং বিশ্বের দ্রুততম বর্ধনশীল প্রধান অর্থনীতি হিসেবে নিজের অবস্থান ধরে রেখেছে। যুগান্তকারী সংস্কার, ব্যবসা পরিচালনার সহজীকরণ, ছোটখাটো অপরাধকে ফৌজদারি অপরাধের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া এবং প্রধানমন্ত্রীর বৈশ্বিক ভাবমূর্তিএসবই ভারতকে বিনিয়োগের জন্য একটি আকর্ষণীয় গন্তব্য হিসেবে গড়ে তুলতে সহায়তা করেছে। আজ বিশ্ব ভারতের এই অগ্রযাত্রার অংশ হতে এবং মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর করতে আগ্রহী। এই বাণিজ্য চুক্তিগুলো দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারকে ধাপে ধাপে উন্মুক্ত করার বিষয়টিও নিশ্চিত করেছে। এর ফলে ভারতীয় বাজার আরও প্রতিযোগিতামূলক হয়ে উঠছে এবং স্থানীয় উৎপাদকরা প্রতিযোগিতামূলক দামে উন্নত মানের পণ্য উৎপাদনে উৎসাহিত হচ্ছেন, যা প্রধানমন্ত্রীর 'বিকশিত ভারত' অভিযানের একটি মূল উপাদান।

প্রধান অর্থনীতির দেশগুলোর মধ্যে ন্যায়সঙ্গত ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী বাণিজ্য চুক্তির ক্ষেত্রে 'সেটা' (সিইটিএ)-কে একটি মানদণ্ড হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এটি ভারতের মূল স্বার্থ ক্ষুণ্ণ না করেই সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য আকর্ষণীয় বৈশ্বিক সুযোগের পথ প্রশস্ত করে। 'নতুন ভারত' কীভাবে বাণিজ্য পরিচালনা করে, এটি তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

একবারের জরুরি অবস্থা, চিরকালের জন্য এক সতর্কবার্তা

শ্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল

'জরুরি অবস্থা' শব্দটি শুনলেই মনে অস্বস্তি ও উদ্বেগের অনুভূতি জাগে। সাধারণত এর অর্থ হলো কোনও বৃহত্তর উদ্দেশ্যের কথা বলে স্বাভাবিক নিয়মকানুন ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে কিছু সময়ের জন্য স্থগিত করা। তবে সব ধরনের জরুরি অবস্থা এক নয়। যেমন, হাসপাতালের জরুরি পরিষেবা সংকটের মুহূর্তে মানুষের জীবন রক্ষা করে। আবার বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং প্রাকৃতিক সম্পদের ঘাটতির মতো চ্যালেঞ্জও এক ধরনের জরুরি পরিস্থিতি, যা মোকাবিলায় সংকীর্ণ চিন্তার ঊর্ধ্বে উঠে সব দেশের সম্মিলিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন।

আজকের সমাজও যেন সর্বদা এক তাড়াহুড়োর অবস্থার মধ্যে বসবাস করছে। প্রতিটি কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা, তাৎক্ষণিক ফল লাভ করা এবং বিলম্ব না করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রবণতা মানুষকে এক অদৃশ্য ও অঘোষিত জরুরি অবস্থার মুখোমুখি করছে। এর বিপরীতে, সম্প্রতি পালিত আন্তর্জাতিক যোগ দিবস আমাদের শান্তি, ভারসাম্য, ধৈর্য এবং সচেতনতার গুরুত্ব স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। ইতিহাস সাক্ষী, মানবসমাজ যুগে যুগে নানা ধরনের সংকটের সম্মুখীন হয়েছে। কিন্তু ভারতবর্ষের মতো প্রাচীন সভ্য ও গণতান্ত্রিক দেশের জন্য ১৯৭৫ সালে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে জারি করা 'জাতীয় জরুরি অবস্থা' ছিল সবচেয়ে বেদনাদায়ক ও উদ্বেগজনক অধ্যায়। এই ঘটনা আজও আমাদের গণতন্ত্র, সংবিধান এবং নাগরিক স্বাধীনতা রক্ষায় সদা সতর্ক থাকার শিক্ষা দেয়।

আজ গোটা দেশ পালন করছে 'সংবিধান হত্যা দিবস'। ১৯৭৫ সালে জারি করা জরুরি অবস্থা ভারতের গণতান্ত্রিক ইতিহাসে এমন এক স্থায়ী কলঙ্ক, যা কখনও বিস্মৃত হওয়ার নয়। অর্ধশতাব্দী পেরিয়ে গেলেও সেই অন্ধকার ও যন্ত্রণাময় সময়ের স্মৃতি আজও 'গণতন্ত্রের জননী' ভারতের চেতনাকে তাড়িত করে। এই দিনটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে গণতন্ত্র রক্ষা করা প্রতিটি নাগরিকের দায়িত্ব। পাশাপাশি, এটি আমাদের সেই সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের কথাও স্মরণ করায়, যার ফলে আমরা স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জন করেছি। ইতিহাসের এই কঠিন অধ্যায় থেকে শিক্ষা নিয়ে আমাদের গণতন্ত্র রক্ষায় সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে।

ভারত এমন একটি দেশ, যার সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য বিদ্যমান। এখানে বিতর্ক, সংলাপ ও মতবিনিময়ের সমৃদ্ধ সংস্কৃতি জনঅংশগ্রহণভিত্তিক শাসনব্যবস্থাকে শক্তিশালী করেছে। প্রাচীনকালের 'সভা' ও 'সমিতি' এবং দ্বাদশ শতাব্দীর 'অনুভব মণ্টপ' গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের বিকাশের গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ। আমাদের সংবিধান এই চিরন্তন গণতান্ত্রিক মূল্যবোধেরই জীবন্ত প্রতিফলন। ড. ভীমরাও আম্বেদকর সংবিধানকে বলেছিলেন "জীবনের এমন এক বাহন, যার মধ্যে যুগযুগান্তরের আত্মা নিহিত রয়েছে।" কিন্তু জরুরি অবস্থা জারি করে এই মৌলিক গণতান্ত্রিক নীতিগুলিকে উপেক্ষা করা হয়েছিল, যার ফলে সংবিধান ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পবিত্র চেতনায় গভীর আঘাত হানা হয়েছিল।

১৯৭৫ সালের জাতীয় জরুরি অবস্থা কেবল একটি রাজনৈতিক ঘটনা ছিল না; এটি ভারতের গণতান্ত্রিক পরিসর এবং জনজীবনের কার্যপ্রণালীতেও গভীর প্রভাব ফেলেছিল। ইন্দিরা গান্ধীর ক্ষমতাকেন্দ্রিক ও স্বার্থপর শাসনব্যবস্থা সংবিধানের মূল চেতনাকে উপেক্ষা করে নৈতিক প্রশাসনিক কাঠামোকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল। ১৯৭১ সালের লোকসভা নির্বাচনে অনিয়মের অভিযোগ, এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায় এবং তাঁর পদত্যাগের দাবিতে বাড়তে থাকা জনমতএসব ভারতের অভ্যন্তরীণ অস্থিরতা ছিল না; প্রকৃতপক্ষে সংকটটি ছিল স্বয়ং ইন্দিরা গান্ধীর জন্য, যিনি দীর্ঘদিন ধরে পরিবারতন্ত্রের ভিত্তিতে প্রাপ্ত রাজনৈতিক উত্তরাধিকারের সুবিধা ভোগ করে আসছিলেন। কিন্তু নিজের রাজনৈতিক সংকট মোকাবিলার জন্য সমগ্র দেশের ওপর 'অভ্যন্তরীণ অশান্তি'র অজুহাতে জরুরি অবস্থা চাপিয়ে দেওয়া ছিল এক গুরুতর ও ভুল সিদ্ধান্ত। ঘটনাক্রম স্পষ্টভাবেই ইন্দিরা গান্ধীর গণতন্ত্রবিরোধী মানসিকতার পরিচয় দেয়। এলাহাবাদ হাইকোর্টে নির্বাচনী মামলার শুনানির সময় ১৯ মার্চ ১৯৭৫ তিনি আদালতে সাক্ষ্যদানকারী ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হন। পরে ১২ জুন ১৯৭৫-এ এলাহাবাদ হাইকোর্টের ২৪ নম্বর বেঞ্চ ঐতিহাসিক রায়ে তাঁর নির্বাচন বাতিল করে এবং ছয় বছরের জন্য তাঁকে নির্বাচনে অংশগ্রহণের অযোগ্য ঘোষণা করে। এরপর ইন্দিরা গান্ধী সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেন। ২৪ জুন ১৯৭৫ সুপ্রিম কোর্ট হাইকোর্টের রায়ে শর্তসাপেক্ষ স্থগিতাদেশ দেয়। আদালত তাঁকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সংসদে উপস্থিত থাকার অনুমতি দিলেও চূড়ান্ত রায় না হওয়া পর্যন্ত ভোটাধিকার এবং বেতন গ্রহণের অধিকার দেয়নি। এদিকে, ২৫ জুন ১৯৭৫ দিল্লির রামলীলা ময়দানে জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে বিশাল জনসমাবেশ ইন্দিরা গান্ধীর ওপর পদত্যাগের চাপ আরও বাড়িয়ে তোলে। দেশজুড়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সাধারণ মানুষের পক্ষ থেকে তাঁর পদত্যাগের দাবি জোরালো হয়ে ওঠে। এলাহাবাদ হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টের মতো সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের রায়ে বিচলিত হয়ে তিনি সংবিধানের ৩৫২ অনুচ্ছেদের অধীনে জাতীয় জরুরি অবস্থা জারির সিদ্ধান্ত নেন।

২৫ জুন ১৯৭৫-এর মধ্যরাতে তিনি রাষ্ট্রপতি ফখরুদ্দিন আলি আহমদকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার পূর্বানুমোদন ছাড়াই জরুরি অবস্থা ঘোষণার পরামর্শ দেন। সেই পরামর্শ সরকারি লেটারহেডে নয়, সাধারণ কাগজে পাঠানো হয়েছিল। পরে ২৬ জুন সকাল ৬টায় মন্ত্রিসভার বৈঠক ডাকা হয়, যা ছিল নিছক আনুষ্ঠানিকতা। এইভাবে বিচারব্যবস্থাকে উপেক্ষা করে এবং মন্ত্রিসভার যৌথ দায়বদ্ধতাকে দুর্বল করে সংবিধানের মূল চেতনায় গুরুতর আঘাত হানা হয়। এটি ছিল ক্ষমতা রক্ষার জন্য কর্তৃত্ববাদী পন্থা গ্রহণ এবং শাসনব্যবস্থার সর্বোচ্চ স্তরে প্রাতিষ্ঠানিক মর্যাদার অবক্ষয়ের এক দৃষ্টান্ত।

জরুরি অবস্থার সময় সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার ওপর কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। এর ফলে শুধু সাংবাদিক ও মত প্রকাশকারীদের কণ্ঠরোধই করা হয়নি, কোটি কোটি নাগরিকও সত্য, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন। এটি ছিল এমন এক সময়, যখন দেশের বিবেককে স্তব্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আত্মত্যাগ, গণপরিষদের ঐতিহাসিক বিতর্ক এবং গণতান্ত্রিক আদর্শকে উপেক্ষা করে ক্ষমতাকেন্দ্রিক ও অগণতান্ত্রিক চিন্তাধারাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছিল। শাসনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মনে হতে থাকে যে 'রাষ্ট্র সর্বাগ্রে'-র পরিবর্তে 'কুর্সি সর্বাগ্রে'-র নীতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নাগরিকদের মৌলিক অধিকার স্থগিত করা হয়। সংবিধানের ১৯ অনুচ্ছেদের অধীনে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, সংগঠন গঠনের অধিকার এবং অবাধ চলাচলের স্বাধীনতা এক নির্দেশেই কেড়ে নেওয়া হয়। ২১ অনুচ্ছেদের অধীনে জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতার সুরক্ষাও কার্যত বিলুপ্ত হয়ে যায়। সবচেয়ে উদ্বেগজনক বিষয় ছিল, ৩২ অনুচ্ছেদের অধীনে আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার অধিকারও নাগরিকদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়, যাকে সংবিধানের 'হৃদয় ও আত্মা' বলা হয়।

একই সঙ্গে মিসা এবং ডিফেন্স অব ইন্ডিয়া রুলস -এর কঠোর প্রয়োগের মাধ্যমে হাজার হাজার মানুষকে কারাবন্দি করা হয়। ফলে ভারতের গণতান্ত্রিক ইতিহাসের এই অন্ধকার ও দমনমূলক অধ্যায়ের ক্ষত প্রতিটি নাগরিক কোনও না কোনওভাবে অনুভব করেছেন। অতীতের সেই ক্ষতকে স্মরণ করে মোদি সরকার ১১ জুলাই ২০২৪-এ জারি করা সরকারি গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ২৫ জুনকে 'সংবিধান হত্যা দিবস' হিসেবে ঘোষণা করে। এই দিনটি তাঁদের সাহস ও অবদানের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর দিন, যাঁরা জাতীয় জরুরি অবস্থার বিরোধিতা করেছিলেন এবং গণতন্ত্র রক্ষার জন্য দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়েছিলেন। এখন সেই সময় অতীত হয়ে গেছে, যখন ভিন্নমতের কণ্ঠস্বরকে দমন করা হতো এবং রাষ্ট্রযন্ত্রের অপব্যবহারের মাধ্যমে চিন্তাশীল মানুষের কণ্ঠ রুদ্ধ করা হতো। একবিংশ শতাব্দীর ভারত এই বার্তা দেয় যে, প্রতিটি সমস্যার সমাধান আলোচনা, বিতর্ক, সংলাপ ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মাধ্যমেই হওয়া উচিত, যাতে ভবিষ্যতে আর কখনও এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি না হয়, যেখানে জরুরি অবস্থা জারি করার প্রয়োজন পড়ে। প্রতিটি সংকট থেকে বেরিয়ে আসার পর স্বস্তি আসে। এমন কঠিন ও বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা থেকে ভবিষ্যতের জন্য মূল্যবান শিক্ষা মেলে। জ্ঞানী সেই ব্যক্তি, যিনি অতীতের ঘটনাগুলির ওপর চিন্তা করেন, আত্মসমালোচনা করেন এবং শিক্ষা গ্রহণ করে নিশ্চিত করেন যে একই ভুল আর কখনও পুনরাবৃত্তি না হয়। আজ, যখন আমরা 'সংবিধান হত্যা দিবস' উপলক্ষে ভারতীয় গণতন্ত্রের সেই অন্ধকারতম অধ্যায়কে স্মরণ করছি, তখন আমাদের অঙ্গীকার করা উচিত যে আমরা সংবিধান ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে আরও শক্তিশালী করব। এই দিনটি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে গণতন্ত্র রক্ষার জন্য সঠিক মূল্যবোধ গ্রহণ এবং তা আগামী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়া আমাদের সম্মিলিত দায়িত্ব।

স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায় "প্রতিটি জাতির একটি উদ্দেশ্য রয়েছে, প্রতিটি জাতির বিশ্বকে দেওয়ার মতো একটি বার্তা রয়েছে এবং প্রতিটি জাতির একটি বিশেষ মিশন পূরণ করার দায়িত্ব রয়েছে।" আসুন, মানবিক মর্যাদা, বহুত্ববাদ, সাংবিধানিক মূল্যবোধ এবং নিঃস্বার্থ সেবার ভারতের বার্তা একবিংশ শতাব্দীর বিশ্বে আরও স্পষ্ট ও শক্তিশালীভাবে প্রতিধ্বনিত হোক। আমরা যদি এই আদর্শগুলির প্রতি অটল থাকি, তবে গণতন্ত্র শুধু টিকে থাকবে না, আগামী প্রজন্মের জন্য আরও শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে।

(লেখক: শ্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল, কেন্দ্রীয় আইন ও বিচার প্রতিমন্ত্রী (স্বতন্ত্র দায়িত্বপ্রাপ্ত) এবং সংসদ বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী, ভারত সরকার)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

মাদক দ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস উপলক্ষ্যে বর্ণাঢ্য র‍্যালি। ছবি নিজস্ব।

ভারত-আমেরিকা সম্পর্ক আরও জোরদারের পক্ষে কংগ্রেস সদস্যদের সমর্থন, জোর বাণিজ্য-প্রযুক্তি-প্রতিরক্ষা সহযোগিতায়

ওয়াশিংটন, ২৪ জুন (আইএএনএস): ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বাণিজ্য, প্রযুক্তি, প্রতিরক্ষা এবং অভিবাসন ক্ষেত্রে আরও ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার পক্ষে জোরালো দ্বিদলীয় সমর্থন জানালেন মার্কিন আইনপ্রণেতারা। একইসঙ্গে তাঁরা যুক্তরাষ্ট্রে ভারত-বিরোধী ও হিন্দু-বিরোধী মনোভাব বৃদ্ধির বিষয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।
এই বার্তা উঠে আসে ফাউন্ডেশন ফর ইন্ডিয়া অ্যান্ড ইন্ডিয়ান ডায়াসপোরা স্টাডিজ-এর উদ্যোগে আয়োজিত চতুর্থ বার্ষিক ক্যাপিটল হিল অ্যাডভোকেসি অনুষ্ঠানে। এতে ২৫টি অঙ্গরাজ্য থেকে ১৫০-রও বেশি প্রতিনিধি অংশ নেন এবং কংগ্রেস ও সিনেট সদস্যদের সঙ্গে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করেন।
রজার মার্শাল ভারতীয়-আমেরিকানদের যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম সফল অভিবাসী সম্প্রদায় হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, "যখন কেউ বৈধ অভিবাসনের কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে, তখন ভারতীয়-আমেরিকানরাই তার জবাব।"
তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের মোট জনসংখ্যার ২ শতাংশেরও কম হওয়া সত্ত্বেও ভারতীয়-আমেরিকানরা ব্যবসা, চিকিৎসা এবং উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রাখছেন।
ভারতের অর্থনৈতিক অগ্রগতির প্রশংসা করে মার্শাল বলেন, "ভারত বিশ্বের দ্রুততম বর্ধনশীল বড় অর্থনীতিগুলির মধ্যে অন্যতম এবং ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত অংশীদার।"
স্যানফোর্ড বিশপ ভারত ও আমেরিকার ঐতিহাসিক সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে বলেন, মহাত্মা গান্ধী-র অহিংস দর্শন মার্কিন নাগরিক অধিকার আন্দোলনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল।
তিনি দক্ষ কর্মীদের জন্য এইচ-১বি ভিসা এবং শিক্ষার্থীদের ভিসা ব্যবস্থা বজায় রাখার পক্ষে মত দেন। পাশাপাশি চীনের ক্রমবর্ধমান প্রভাব মোকাবিলা, সরবরাহ শৃঙ্খল শক্তিশালীকরণ এবং সন্ত্রাসবিরোধী সহযোগিতা বাড়ানোর আহ্বান জানান।
বিষপ যুক্তরাষ্ট্রে হিন্দু-বিরোধী মনোভাব মোকাবিলারও প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন।
জেমস ওয়াকিনশ বলেন, ভারত একটি মুক্ত ও উন্মুক্ত ইন্দো-প্যাসিফিক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অপরিহার্য অংশীদার। তিনি অভিবাসন ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ এবং দেশভিত্তিক ভিসা সীমাবদ্ধতা পুনর্বিবেচনার আহ্বান জানান।
দীর্ঘদিনের ভারতপন্থী কংগ্রেস সদস্য ব্র্যাড শেরম্যান বলেন, গত তিন দশকে ভারত-আমেরিকার বাণিজ্যিক ও প্রতিরক্ষা সম্পর্ক উল্লেখযোগ্যভাবে বিস্তৃত হয়েছে। তিনি ভারতীয় পেশাজীবীদের জন্য ভিসা জট কমানোর প্রচেষ্টার কথাও তুলে ধরেন।
বিল হুইজেঙ্গা, যিনি দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক উপকমিটির চেয়ারম্যান, বলেন দুই দেশই একটি মুক্ত, উন্মুক্ত এবং নিরাপদ ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তিনি চলমান বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আশাবাদও ব্যক্ত করেন।
সবচেয়ে জোরালো বক্তব্য রাখেন রাজা কৃষ্ণমূর্তি। তিনি বলেন, ভারতীয়-আমেরিকানরা ক্রমবর্ধমানভাবে হিন্দু-বিরোধী ও ভারত-বিরোধী বিদ্বেষের মুখোমুখি হচ্ছেন।
তিনি ভারতীয় বংশোদ্ভূত আমেরিকানদের রাজনীতিতে আরও সক্রিয় অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়ে বলেন, "আপনার যদি আলোচনার টেবিলে আসন না থাকে, তবে আপনি নিজেই আলোচনার বিষয় হয়ে যাবেন।"
সুহাস সুব্রামান্যম গ্রিন কার্ড ও ভিসা জটিলতা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তাঁর মতে, দীর্ঘ অপেক্ষার কারণে যুক্তরাষ্ট্র ভারত থেকে আসা বিপুল প্রতিভার সুবিধা নিতে পারছে না।
রব ব্রেসনাহান ভারতকে আমেরিকার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার বলে উল্লেখ করেন এবং ভারতীয়-আমেরিকানদের উদ্যোক্তা, শিক্ষা ও সামাজিক ক্ষেত্রে অবদানের প্রশংসা করেন।
অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া ইহুদি সম্প্রদায়ের নেতা বব পেকার বলেন, ইহুদি-বিরোধী ও হিন্দু-বিরোধী বিদ্বেষের মধ্যে মিল রয়েছে এবং এই দুই সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় পরিচয়কে প্রান্তিক করার চেষ্টা বাড়ছে।মার্কিন প্রশাসনের পক্ষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বেথানি পাউলোস মরিসন ভারতকে যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার বলে উল্লেখ করেন।
তিনি বলেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, সেমিকন্ডাক্টর, গুরুত্বপূর্ণ খনিজ এবং উন্নত প্রযুক্তির ক্ষেত্রে দুই দেশের সহযোগিতা দ্রুত বাড়ছে।
ভারতের উপ-হাইকমিশনার নামগ্যা সি. খাম্পা বলেন, ভারত-আমেরিকা সম্পর্ক একবিংশ শতাব্দীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত অংশীদারিত্বে পরিণত হয়েছে। তিনি বলেন, "এই সম্পর্কের ভিত্তি প্রতি বছর আরও শক্তিশালী হচ্ছে। বাণিজ্য, জ্বালানি, প্রযুক্তি ও প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে অগ্রগতি যেমন হয়েছে, তেমনি ভারতীয় প্রবাসীরাও এই সম্পর্ককে জনগণের অংশীদারিত্বে রূপান্তরিত করেছেন।"
এফআইআইডিএস-এর নেতা খান্দেরাও কান্দ জানান, প্রতিনিধি দল ইন্দো-প্যাসিফিক নিরাপত্তা, সরবরাহ শৃঙ্খল, গুরুত্বপূর্ণ খনিজ, বাণিজ্য, এইচ-১বি ভিসা, অভিবাসন সংস্কার এবং ভারত-বিরোধী ও হিন্দু-বিরোধী বক্তব্য নিয়ে আলোচনা করেছে। তাঁদের মতে, ক্যাপিটল হিলে ভারত-আমেরিকা সম্পর্ক আরও শক্তিশালী করার বিষয়ে বিস্তৃত দ্বিদলীয় সমর্থন রয়েছে।বর্তমানে ৫০ লক্ষেরও বেশি ভারতীয় বংশোদ্ভূত মানুষ যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করেন। ব্যবসা, স্বাস্থ্যসেবা, প্রযুক্তি, শিক্ষা এবং সরকারি পরিষেবায় তাঁদের ক্রমবর্ধমান উপস্থিতি ভারত-আমেরিকা সম্পর্ককে আরও গভীর ও প্রভাবশালী করে তুলেছে।

মহররম উপলক্ষে শ্রীনগরে শিয়া মুসলিমদের শোকমিছিল, কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রশাসনের

শ্রীনগর, ২৪ জুন (আইএএনএস): জম্মু ও কাশ্মীরের শ্রীনগরে বুধবার মহররম উপলক্ষে শতাধিক শিয়া মুসলিম শোকমিছিলে অংশ নেন। শান্তিপূর্ণভাবে মিছিল সম্পন্ন করতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।
গুরু বাজার থেকে শুরু হওয়া এই শোকমিছিল ডালগেট এলাকায় গিয়ে শেষ হয়। মিছিলের পথে কালো পতাকায় সজ্জিত রাস্তার ধারে স্বেচ্ছাসেবীরা পানীয় জল ও অন্যান্য সতেজ পানীয় বিতরণের জন্য অস্থায়ী শিবির স্থাপন করেন।
কালো পোশাক পরিহিত বিপুল সংখ্যক শোকাহত মানুষ ইসলাম ধর্মের মহানবী হজরত মুহাম্মদের (সা.) নাতি ইমাম হুসাইনের শাহাদত স্মরণে মাতম করেন এবং বুক চাপড়ে শোক প্রকাশ করেন।
মিছিলের রুটজুড়ে স্বাস্থ্য বিভাগের পক্ষ থেকে অস্থায়ী চিকিৎসা শিবিরও খোলা হয়, যাতে অংশগ্রহণকারীদের প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা যায়।
শোকযাত্রায় অংশগ্রহণকারীরা কারবালার শহিদদের স্মরণে মার্সিয়া ও শোকগাথা পাঠ করেন। শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে মিছিলটি বুদশাহ চক, মৌলানা আজাদ রোড হয়ে ডালগেটে পৌঁছায়।
মিছিল নির্বিঘ্ন করতে ট্রাফিক বিভাগ বিশেষ যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করে। শোকযাত্রার জন্য নির্দিষ্ট রাস্তাগুলি যানবাহনমুক্ত রাখা হয় এবং বাইরের এলাকা থেকে আগতদের জন্য বিকল্প পথের ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়া বাটমালু-সহ বিভিন্ন স্থানে বিশেষ পার্কিংয়ের ব্যবস্থাও করা হয়।
পুরো কর্মসূচি শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয় এবং কোনও অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি। পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে শীর্ষ প্রশাসনিক ও পুলিশ আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।
১৯৯০-এর দশকে কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদ শুরু হওয়ার পর দীর্ঘ সময় ধরে মহররমের ঐতিহ্যবাহী শোকমিছিলের উপর নিষেধাজ্ঞা ছিল। তবে সামগ্রিক নিরাপত্তা পরিস্থিতির উন্নতির ফলে গত তিন বছর ধরে প্রশাসন আবার এই মিছিলের অনুমতি দিচ্ছে।
শিয়া মুসলিমদের বিশ্বাস অনুযায়ী, ইমাম হুসাইন কুফার জনগণের আমন্ত্রণে শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে তাঁর পরিবার ও অনুগামীদের নিয়ে সেখানে যাত্রা করেছিলেন। কিন্তু কারবালায় ইউফ্রেটিস নদীর তীরে ইয়াজিদের বাহিনী তাঁদের অবরুদ্ধ করে এবং এমনকি শিশুদের কাছেও পানীয় জল পৌঁছাতে দেয়নি। অন্যায়ের কাছে আত্মসমর্পণ না করে ইমাম হুসাইন শাহাদত বরণ করেন এবং সত্যের বিজয়ের ইতিহাস রচনা করেন।
কারবালার যুদ্ধ ইসলামের ইতিহাসের এক অত্যন্ত মর্মান্তিক ঘটনা। ৬৮০ খ্রিস্টাব্দের ১০ অক্টোবর (১০ মহররম, ৬১ হিজরি) বর্তমান ইরাকের ইউফ্রেটিস নদীর তীরবর্তী কারবালার প্রান্তরে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সেখানে ইমাম হুসাইন ইবনে আলি এবং তাঁর অল্পসংখ্যক সঙ্গী উমাইয়া খলিফা ইয়াজিদের বিশাল বাহিনীর হাতে শহিদ হন।যদিও মহররমে শিয়া মুসলিমরা বিশেষভাবে শোকমিছিলের আয়োজন করেন, ইমাম হুসাইনের শাহাদতের স্মরণ সুন্নি ও শিয়াউভয় সম্প্রদায়ের মুসলিমদের কাছেই সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

মাদানির 'জিহাদ' মন্তব্যে বিজেপির তীব্র সমালোচনা বললেন 'উসকানিমূলক রাজনীতি আর কাজ করছে না'

নয়াদিল্লি, ২৪ জুন (আইএএনএস): জমিয়ত উলেমা-ই-হিন্দের সভাপতি মাওলানা সাইয়্যদ আরশাদ মাদানি-র "জিহাদ প্রত্যেক মুসলিমের অধিকার" মন্তব্যকে ঘিরে রাজনৈতিক বিতর্ক তীব্র হয়েছে। বুধবার বিজেপির একাধিক নেতা তাঁর বক্তব্যের কড়া সমালোচনা করে অভিযোগ করেন, এ ধরনের মন্তব্য রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এবং মুসলিম সমাজের একাংশকে উসকে দেওয়ার জন্যই করা হয়।
বিজেপি নেতা রোহন গুপ্ত আইএএনএস-কে বলেন, "মাওলানা মাদানি প্রতি ১০-১৫ দিন অন্তর এমন কোনও না কোনও মন্তব্য করেন, যার মাধ্যমে তিনি নিজের রাজনীতি এগিয়ে নিতে চান এবং মুসলিম সমাজকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু এখন মুসলিম সমাজ এই ধরনের বক্তব্যের গুরুত্ব কমই দেয়। কখনও তিনি জিহাদের কথা বলেন, কখনও অন্য ইস্যু তোলেন, অথচ ভারতের মুসলিমরা সংবিধান প্রদত্ত সমস্ত অধিকারই পাচ্ছেন।"
তিনি আরও দাবি করেন, "উসকানিমূলক রাজনীতি এবং তুষ্টিকরণের রাজনীতি এখন আর সফল হচ্ছে না।"
বিজেপি সাংসদ ভোলা সিং বলেন, "এই ধরনের বক্তব্য অত্যন্ত দায়িত্বজ্ঞানহীন। সমাজের যুবকদের সঠিক পথ দেখানোর বদলে যদি ধর্মীয় নেতারা উসকানিমূলক কথা বলেন, তা নিন্দনীয়। সমাজকে বিভ্রান্ত করার বদলে ইতিবাচক দিশা দেখানো উচিত।"
উত্তরপ্রদেশ সরকারের মন্ত্রী যোগেন্দ্র উপাধ্যায় বলেন, "এটি একটি সংকীর্ণ মানসিকতার প্রতিফলন, যেখানে দেশের চেয়ে ধর্মকে বড় করে দেখা হচ্ছে। যদি আরশাদ মাদানি ধর্মকে দেশের ঊর্ধ্বে মনে করেন, সেটি তাঁর ব্যক্তিগত ভাবনা।"
প্রবীণ বিজেপি নেতা মুখতার আব্বাস নকভি বলেন, "কিছু মানুষ জিহাদের নামে অস্থিরতা তৈরির চেষ্টা করছেন এবং এক ধরনের উগ্রপন্থী প্রতিযোগিতায় নেমেছেন। কিন্তু তাঁদের এই এজেন্ডা বারবার সাধারণ মানুষ প্রত্যাখ্যান করেছে। ভারত এমন একটি দেশ, যেখানে বিপুল সংখ্যক মুসলিম পূর্ণ সাংবিধানিক অধিকার ভোগ করছেন।"
উত্তরপ্রদেশের আরেক মন্ত্রী ওম প্রকাশ রাজভর ধর্মীয় নেতাদের উদ্দেশে বলেন, "ঘৃণা ছড়ানোর পরিবর্তে শিক্ষা ও সামাজিক উন্নয়নের দিকে মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। বিভাজনমূলক বক্তব্য সমাজের ক্ষতি করে এবং উন্নয়নের পথে বাধা সৃষ্টি করে।"
উল্লেখ্য, উত্তরাখণ্ডের হরিদ্বারের পিরান কালিয়ার এলাকায় জমিয়ত উলেমা-ই-হিন্দের রাজ্য কার্যনির্বাহী কমিটির বৈঠকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মাওলানা আরশাদ মাদানি বলেন, "১৮০৩ সালে দেশ যখন দাসত্বে আবদ্ধ ছিল, তখন দেশের স্বাধীনতার জন্য জিহাদের ডাক দেওয়া হয়েছিল। দাসত্বের শৃঙ্খল ভাঙতে জিহাদ করা প্রত্যেক মুসলিমের কর্তব্য। এটি মাদ্রাসা থেকে পাওয়া শিক্ষা, আর যে এটি জানে না, সে অজ্ঞ।"
এই মন্তব্যের পরই রাজনৈতিক মহলে নতুন বিতর্কের সূচনা হয়েছে।

বক্সনগর প্রানী সম্পদ দপ্তর অফিসে, বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ২৪ জুন: বিদায় মানেই বিষাদের সুর, দুঃখ ভারাক্রান্ত মন, যা পেছনের স্মৃতি গুলি হৃদ মন্দিরে বারবার নাড়া দেয়, ভুলি কেমন করে, শুধুই মনে পড়ে,। কবির, ভাষায়,স্মৃতি বিজড়িত, কর্মসংস্কৃতির জীবন থেকে আর একটা নতুন জীবনে পদার্পণ করা, কিন্তু যেতে নাহি দেব, তবুযেতে দিতে হয়। গতিশীল জীবন,প্রকৃতির অলিন্দে কর্মজীবনে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে,কর্মকে আরো শ্রীবৃদ্ধি করা। আজ ছিল বক্সনগর প্রাণিসম্পদ বিকাশ দপ্তর অফিসের ডাক্তার শোলানকি সরকার,মহোদয়ার ফেয়ারওয়েল। বক্সনগর ভেটানারি হাসপাতাল, ১০ই ফেব্রুয়ারি ২০২৫ ইং সনে কর্মসূত্র জয়েনিং করেন। মাত্র দেড়, বৎসর সার্ভিস লাইভ কাটিয়েছেন বক্সনগর প্রানী সম্পদ বিকাশ দপ্তর অফিসে।
১৮ই জুন ২০২৬, বক্সনগর প্রাণিসম্পদ অফিসে কর্ম জীবন সমাপ্ত। উনার চাকুরি জীবনে প্রথম পোস্টিং বক্সনগর পশু পালান দপ্তরের হাসপাতাল, তিনি বদলি হয়েছে ন,মোহনপুর আর ডি ব্লকের অন্তর্গত কাতলামারা এলাকা। অল্প সময়ে বক্সনগর গোটা এলাকায় চষে বেরিয়ে,আপামর জনসাধারণের থেকে সমস্ত স্তরের নেতা নেতৃত্ব পঞ্চায়েতের প্রধান উপপ্রধান সকলকে আপন করে নিয়ে তিনি বক্সনগর পশু লালন পালনকারী বেনিফিসারি দের বাঁচাপারার পথ প্রদর্শক এবং স্বাবলম্বন হওয়ার স্বপ্ন দেখিয়েছেন। অফিসের অন্যান্য কর্মকর্তা, পশু সখি সবার সঙ্গে ছিল সম্পর্ক।আজ বিকাল সাড়ে তিন ঘটিকার সময় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, মহকুমা প্রাণিসম্পদ বিকাশ দপ্তর আধিকারিক ডাক্তার সুব্রত দাস,ডাক্তার জোটন ঘোষ, ডাক্তার আফসানা সরকার, ডাক্তার শুলাংকি সরকার, এবং অন্যান্য এআরডিডি কর্মকর্তা গন। আজকে অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন ডাক্তার আফসানা সরকার, আজকের প্রধান অতিথি, সম্মানি অতিথিদের উত্তরীয় পরিধান করেন বুলটি ঘোষ এবং চম্পা সরকার, বিদায়ী ডাক্তার মহোদয়া কে পুষ্প পুষ্পস্তব প্রদান করেন, সুব্রত সরকার, জোটন ঘোষ, আফসানা সরকার, অন্যান্য কর্মকর্তাগন। বিদায়ী মানপত্র করে পাঠ করে শুনিয়েছেন হরে কৃষ্ণ নম।তারপরে মহোদয়ের সঙ্গে অতীতের বিজড়িত স্মৃতি সম্বলিত ছবি অ্যালবাম হাতে তুলে দেন, সাব সেন্টারের অল স্টাফ। সিনিয়র এআরডি কর্মকর্তা বিজয় বাবু এবং নোয়াতী বাবু তাদের ছবি ফ্রেমে বন্দি তুলে দেওয়া হয়।

ডেস্টিনেশন ত্রিপুরা ২০২৬ উদ্যোগে আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ টানতে সক্রিয় রাজ্য সরকার, জর্ডান ও ফিলিপাইন্স দূতাবাসের সঙ্গে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক

আগরতলা, ২৪ জুন, ২০২৬: আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্ব সম্প্রসারণ এবং বৈশ্বিক বিনিয়োগ আকর্ষণের লক্ষ্যে 'ডেস্টিনেশন ত্রিপুরা ২০২৬' উদ্যোগের আওতায় কূটনৈতিক তৎপরতা আরও জোরদার করেছে ত্রিপুরা সরকার। এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে ত্রিপুরা স্টেট ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (টিএসআইডিসি)-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং রাজ্যের শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের অধিকর্তা দীপক কুমার, ফিকির-এর প্রতিনিধিদের সঙ্গে নিয়ে নয়াদিল্লিতে জর্ডান ও ফিলিপাইন্স দূতাবাসের প্রতিনিধিদের সঙ্গে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে অংশ নেন।প্রতিনিধিদল জর্ডানের রাষ্ট্রদূত এইচ.ই. ইউসেফ আবদেলঘানি এবং ফিলিপাইন্স দূতাবাসের সেকেন্ড সেক্রেটারি মেলিসা অ্যান টেলানের সঙ্গে পৃথক বৈঠক করেন। বৈঠকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা ও বিনিয়োগের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা হয়।দীপক কুমার বৈঠকে ত্রিপুরার বিনিয়োগবান্ধব নীতি, উত্তর-পূর্বাঞ্চলে কৌশলগত অবস্থান, উন্নত পরিকাঠামো ও যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগের সুযোগ তুলে ধরেন। তিনি জানান, ত্রিপুরাকে একটি অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিনিয়োগ গন্তব্য এবং আঞ্চলিক অর্থনৈতিক বিকাশের প্রবেশদ্বার হিসেবে গড়ে তুলতে রাজ্য সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।জর্ডান দূতাবাসের সঙ্গে বৈঠকে পর্যটন, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, কৃষি ও কৃষিভিত্তিক শিল্প, স্বাস্থ্য পরিষেবা, শিক্ষা এবং বাণিজ্য প্রসারের মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলিতে সহযোগিতার সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা হয়। উভয় পক্ষ ব্যবসায়িক সম্পর্ক জোরদার এবং নতুন অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব গড়ে তোলার বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করে।
অন্যদিকে, ফিলিপাইন্স দূতাবাসের সঙ্গে তথ্যপ্রযুক্তি, ডিজিটাল উদ্ভাবন, স্টার্টআপ উন্নয়ন, দক্ষতা বৃদ্ধি, পর্যটন এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের প্রসারের মতো উদীয়মান ক্ষেত্রগুলিতে সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা হয়। জ্ঞান বিনিময়, সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং ত্রিপুরার উন্নয়ন অগ্রাধিকারের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ অংশীদারিত্ব গড়ে তোলার বিষয়ে উভয় পক্ষ ইতিবাচক মনোভাব ব্যক্ত করে।দুই দেশের দূতাবাসের প্রতিনিধিদের আগামী ৯ ও ১০ জুলাই অনুষ্ঠিতব্য 'ডেস্টিনেশন ত্রিপুরা রোডশো ২০২৬'-এ অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। এই অনুষ্ঠানকে ত্রিপুরার বিনিয়োগ সম্ভাবনা তুলে ধরার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক সংযোগ বৃদ্ধি এবং রাজ্যকে উদ্ভাবন, উদ্যোগ ও টেকসই উন্নয়নের কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠার গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ হিসেবে দেখা হচ্ছে।রাজ্য সরকারের মতে, সাম্প্রতিক এই কূটনৈতিক উদ্যোগ ত্রিপুরার বৈশ্বিক যোগাযোগ সম্প্রসারণ এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের লক্ষ্যে নতুন আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্ব গড়ে তোলার পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

গন্ডাছড়ায় বন দপ্তরের অভিযানে বালি উত্তোলনের মেশিন ও জেনারেটর জব্দ, আনুমানিক মূল্য এক লক্ষ টাকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ২৪ জুন: অবৈধ বালি উত্তোলনের বিরুদ্ধে অভিযান জোরদার করেছে বন দপ্তর। এরই ধারাবাহিকতায় গন্ডাছড়া মহকুমার কাকনজয় পাড়ায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে অবৈধ বালি উত্তোলনে ব্যবহৃত একটি মেশিন ও একটি বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী জেনারেটর জব্দ করেছে বন দপ্তরের বন পেট্রল বাহিনী। উদ্ধার হওয়া সামগ্রীর আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় এক লক্ষ টাকা বলে জানিয়েছে বন দপ্তর।বন দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরে একাংশ অসাধু ব্যবসায়ী বন দপ্তরের নজর এড়িয়ে গন্ডাছড়া মহকুমা সদরসহ বিভিন্ন এলাকায় নদী ও ছড়া থেকে অবৈধভাবে বালি উত্তোলন করে আসছিল। এ বিষয়ে বন দপ্তরের কাছে একাধিক অভিযোগও জমা পড়ে। অভিযোগের ভিত্তিতে গোমতী ওয়াইল্ডলাইফ স্যাংচুয়ারির অধীন গন্ডাছড়া বন অফিসের বন পেট্রল বাহিনী সম্প্রতি অবৈধ কার্যকলাপের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক অভিযান শুরু করে।
গত কয়েকদিনে বন কর্মীরা বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে চোরাই কাঠ, লগবোঝাই যানবাহন, অবৈধভাবে মাটি কাটার কাজে ব্যবহৃত ড্রেজার ও টিপার জব্দ করতে সক্ষম হয়েছেন। বুধবার গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বন পেট্রল অফিসার নবেন্দু ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে একদল বনকর্মী কাকনজয় পাড়ায় অভিযান চালান। অভিযানের সময় একটি ছড়ার পাড়ে বালি উত্তোলনের মেশিন বসিয়ে কয়েকজনকে বালি তুলতে দেখা যায়। বনকর্মীদের উপস্থিতি টের পেয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা ঘটনাস্থল ছেড়ে পালিয়ে যায়।পরবর্তীতে বন কর্মীরা এলাকায় নজরদারি চালিয়ে অবৈধ বালি উত্তোলনে ব্যবহৃত মেশিন ও একটি জেনারেটর জব্দ করে বন অফিসে নিয়ে আসেন। বন পেট্রল অফিসার নবেন্দু ভট্টাচার্য জানান, উদ্ধার হওয়া মেশিন ও জেনারেটরের আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় এক লক্ষ টাকা। তিনি বলেন, পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষায় অবৈধ বালি উত্তোলনের বিরুদ্ধে বন দপ্তরের অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

আগরতলা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের মেগা কর্মসূচি

আগরতলা, ২৪ জুন: আগামী ২ জুলাই আন্তর্জাতিক ক্রীড়া সাংবাদিক দিবস উপলক্ষে একাধিক কর্মসূচির ঘোষণা করেছে রাজ্যের ক্রীড়া সাংবাদিক ও ক্রীড়া চিত্র সাংবাদিকদের অন্যতম বৃহত্তম সংগঠন আগরতলা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাব। গত বছরের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে এবছরও দিনটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।ক্লাব সূত্রে জানা গেছে, দিবসটি উপলক্ষে ২ জুলাই বিকেল ৪টায় আগরতলা প্রেস ক্লাবে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। অনুষ্ঠানে রাজ্যে কর্মরত ক্রীড়া সাংবাদিক, ক্রীড়া চিত্র সাংবাদিক এবং কয়েকজন কৃতি ক্রীড়াবিদের হাতে সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে দুই লক্ষ টাকার দুর্ঘটনা বীমার নথি তুলে দেওয়া হবে। প্রথম পর্যায়ে মোট ৫০ জন উপভোক্তার হাতে এই বীমা সুবিধার কাগজপত্র প্রদান করা হবে।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে রাজ্যের যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায়ের। এছাড়াও উপস্থিত থাকবেন ত্রিপুরা মাস্টার্স অ্যাথলেটিকস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি পঙ্কজ বিহারী সাহা সহ ক্রীড়া জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা।এদিকে, একইদিন সন্ধ্যা সাড়ে ৫টায় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে নৈশালোকে একটি প্রীতি ফুটবল ম্যাচের আয়োজন করা হয়েছে। এই ম্যাচে আগরতলা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের দল মুখোমুখি হবে টি.এফ.-এর আজীবন সদস্যদের সংগঠন 'ফোরাম ফর লাইফ মেম্বার্স অব টি.এফ.এ'-এর দলের। ম্যাচটিতে রাজ্যের প্রাক্তন তারকা ফুটবলারদেরও অংশগ্রহণ করার কথা রয়েছে।আগরতলা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ক্রীড়া সাংবাদিকদের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি ক্রীড়া ও সাংবাদিকতার মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্য এবং সম্প্রীতি বৃদ্ধির লক্ষ্যেই এই বিশেষ কর্মসূচিগুলির আয়োজন করা হয়েছে।

জোর মুখ্যমন্ত্রীর

● প্রথম পাতার পর

জানান, বর্তমানে আগরতলা শহরে জল সরবরাহের একটি বড় অংশ ভূগর্ভস্থ জলের ওপর নির্ভরশীল। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা, নগরায়ণ এবং শুখা মরশুমে জলসংকটের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে একটি টেকসই ভূপৃষ্ঠ জলভিত্তিক উৎস গড়ে তোলার প্রয়োজন। পাশাপাশি উদয়পুরের মহারাণী ব্যারেজ এলাকা থেকে জল আহরণ, পাইপলাইন নেটওয়ার্ক, জলাধার তৈরি এবং জল পরিশোধন পরিকাঠামো গড়ে তোলার জন্য প্রস্তাবিত রূপরেখাও বৈঠকে উপস্থাপন করা হয়।মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে অবগত হন। তিনি বলেন, শুধুমাত্র আগরতলা শহরের কথা চিন্তা করলেই হবে না, আগামী দিনের প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখে সারা রাজ্যের জন্য জলসম্পদ ব্যবস্থাপনা ও পানীয়জলের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। তিনি বলেন, এই বিষয়ে মিশন মোডে কাজ করতে হবে এবং সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা নিয়ে এগোতে হবে। বর্তমানে যে পরিমাণ জল অপচয় হচ্ছে বা বিভিন্ন কারণে ব্যবহার করা যাচ্ছে না, সেই জলকে কীভাবে কার্যকরভাবে কাজে লাগানো যায় তা নিয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে হবে। পাশাপাশি বর্ষাকালে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করে প্রয়োজনের সময় তা ব্যবহার করার বিষয়েও গুরুত্বারোপ করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রচেষ্টা ও অধ্যাবসায় থাকলে অসম্ভবকেও সম্ভব করে তোলা যায়। সুদুরপ্রসারী ভাবনায় উল্লেখযোগ্য সাফল্যের সূচনা ঘটায়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে কর্মদক্ষতা ও দূরদর্শিতার মাধ্যমে বহু অসম্ভবকেই সম্ভব করা হয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।বৈঠকে প্রস্তাবিত পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ভবিষ্যতে পানীয়জলের চাহিদার কথা বিবেচনায় রেখে গোমতী নদীভিত্তিক একটি স্থায়ী জল সরবরাহ ব্যবস্থা গড়ে তোলার সম্ভাব্য রূপরেখা এবং শুখা মরশুমে জল সংরক্ষণের লক্ষ্যে পৃথক কাঁচা জলাধার খননের বিষয়েও আলোচনা হয়। এর মাধ্যমে ভবিষ্যতে নিরবচ্ছিন্ন পানীয়জল সরবরাহের ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করা সম্ভব হবে বলে বৈঠকে মত প্রকাশ করা হয়।বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়, বিধানসভার অধ্যক্ষ রামপদ জমাতিয়া, আগরতলা পুরনিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার, বিধায়ক অভিষেক দেবরায়, পানীয়জল ও স্বাস্থ্যবিধি দপ্তরের সচিব অভিষেক সিংহ, পূর্ত দপ্তরের সচিব পি. কে. গোয়েল, মুখ্যমন্ত্রীর ওএসডি পরমানন্দ সরকার ব্যানার্জী, আগরতলা স্মার্ট সিটি মিশনের অধিকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ।

বাবুর বাজারের আবর্জনা ফেলা নিয়ে উত্তপ্ত হীরাছড়া চা বাগান এলাকা, পথ অবরোধ ও বিক্ষোভ

কৈলাসহর, ২৪ জুন: কৈলাসহরের বাবুর বাজারের আবর্জনা হীরাছড়া চা বাগান এলাকায় ফেলার প্রতিবাদে মঙ্গলবার সকালে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। প্রশাসনের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিনের উদাসীনতার অভিযোগ তুলে পথ অবরোধ ও বিক্ষোভে সামিল হন স্থানীয় বাসিন্দারা।
জানা গেছে, সকাল থেকেই হীরাছড়া চা বাগান এলাকার বাসিন্দারা রাস্তায় নেমে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। এর ফলে কিছু সময়ের জন্য এলাকায় যান চলাচল ব্যাহত হয় এবং উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।
বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, কৈলাসহরের দ্বিতীয় বৃহত্তম বাজার হিসেবে পরিচিত বাবুর বাজারের সমস্ত আবর্জনা প্রতিদিন এনে হীরাছড়া চা বাগান এলাকায় ফেলা হচ্ছে। বাজারের পচনশীল বর্জ্যের মধ্যে কাটা মুরগির উচ্ছিষ্ট, পচা মাছসহ বিভিন্ন ধরনের নোংরা আবর্জনা রয়েছে। এমনকি মৃত গবাদিপশুও সেখানে ফেলা হচ্ছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের।
এর ফলে গোটা এলাকায় তীব্র দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে এবং পরিবেশ দূষণের পাশাপাশি স্বাস্থ্যঝুঁকিও বৃদ্ধি পাচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে এই সমস্যার কথা প্রশাসনকে জানানো হলেও কার্যকর কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। বারবার অভিযোগ করেও সুরাহা না মেলায় ক্ষোভে ফেটে পড়ে এলাকাবাসী। বিক্ষোভকারীরা অবিলম্বে ওই স্থানে আবর্জনা ফেলা বন্ধ করা, বিকল্প ডাম্পিং ব্যবস্থা গ্রহণ এবং পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন। প্রশাসনের তরফে এ বিষয়ে কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়, সেদিকেই এখন নজর স্থানীয়দের।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

তীব্র গরমেও গাছ মরে যাবে না, মেনে চলুন কিছু টিপস

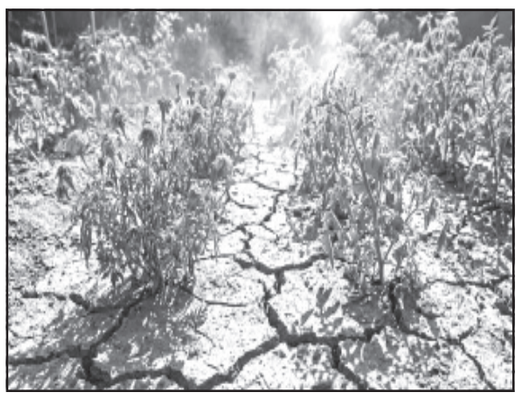

বাগানের সাধারণ মাটির তুলনায় টবে বা কন্টেনারে থাকা গাছগুলি অনেক দ্রুত শুকিয়ে যায় কারণ সেখানে মাটির পরিমাণ সীমিত থাকে। ছোট পাত্রের মাটি চারপাশের তাপে দ্রুত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, যার ফলে গাছের শিকড় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল থাকে। হিটওয়েভের দিনগুলিতে টবের গাছগুলিকে নিয়মিত পরীক্ষা করা এবং প্রয়োজনে সেগুলিকে কিছুটা ছায়াবৃত স্থানে সরিয়ে রাখা বুদ্ধিমানের কাজ।

তীব্র দাবদাহে বাগানের যত্ন নেওয়া অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে কারণ অতিরিক্ত তাপমাত্রায় গাছের পাতা এবং মাটি থেকে জল দ্রুত বাষ্পীভূত হয়ে যায়। এই পরিস্থিতিতে অনেক বাগানপ্রেমীই বারবার গাছে জল দিয়ে থাকেন, যা উপকারের চেয়ে ক্ষতি বেশি করতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, হিটওয়েভের সময় শুধু বেশি জল দেওয়া নয়, বরং সঠিক পদ্ধতিতে জল দিলেই গাছ বেঁচে থাকে।

হিটওয়েভের সময় গাছে জল দেওয়ার সেরা সময় হল একদম ভোরে বা সকালের প্রথম ভাগে। এই সময়ে তাপমাত্রা কিছুটা কম থাকায় জল বাষ্পীভূত না হয়ে সরাসরি মাটির গভীরে প্রবেশ করার পর্যাপ্ত সুযোগ পায়। সকালে জল পেলে গাছ সারাদিনের তীব্র গরমের সঙ্গে লড়াই করার জন্য প্রয়োজনীয় আর্দ্রতা নিজের মধ্যে সঞ্চয় করে নিতে পারে।

সারাদিন ধরে অল্প অল্প করে বারবার জল দেওয়া গাছের স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর একটি অভ্যাস। গাছের শিকড়কে মজবুত করতে এবং মাটির গভীর থেকে পুষ্টি জোগাতে একবারে পর্যাপ্ত ও গভীর জল দেওয়া প্রয়োজন। গভীরে জল পৌঁছালে গাছের শিকড়গুলিও জলের সন্ধানে মাটির নিচে ছড়াতে শুরু করে, যা গাছকে আরও শক্তিশালী করে তুলবে।

অনেকেই মনে করেন তীব্র রোদে গাছের পাতায় জল স্প্রে করলে গাছ সতেজ হয়, কিন্তু বাস্তবে এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। পাতার জল খুব দ্রুত বাষ্পীভূত হয়ে যায় এবং প্রখর রোদে পাতার ওপর জলের ফোঁটা লেন্সের মতো কাজ করে পাতা পুড়িয়ে দিতে পারে। তাই জলের অপচয় রুখতে এবং সঠিক পুষ্টি জোগাতে সবসময় সরাসরি গাছের গোড়ার মাটিতে জল দেওয়া উচিত।

গরমের দিনেও প্রতিদিন সব গাছের সমপরিমাণ জলের প্রয়োজন হয় না, তাই জল দেওয়ার আগে মাটির আর্দ্রতা পরীক্ষা করে নেওয়া জরুরি। মাটির ওপরের স্তর শুকিয়ে গেলেও আঙুল দিয়ে কিছুটা গভীরে দেখে নেওয়া উচিত সেখানে আর্দ্রতা রয়েছে কি না। অতিরিক্ত জল দিলে গাছের শিকড়ে অক্সিজেনের অভাব ঘটে এবং 'রুট রট' বা শিকড় পচে গাছ মারা যেতে পারে।

তীব্র গরমে মাটির আর্দ্রতা ধরে রাখতে এবং জল বাষ্পীভবনের হার কমাতে 'মালচিং' বা আচ্ছাদন পদ্ধতি অত্যন্ত কার্যকরী। গাছের গোড়ার মাটিতে শুকনো পাতা, খড়, কাঠের গুঁড়ো বা কম্পোস্টের একটি স্তর তৈরি করে দিলে তা সরাসরি সূর্যের আলো থেকে মাটিকে রক্ষা করে। এই পদ্ধতি শুধু মাটিকে অনেকক্ষণ ভেজা রাখে না, বরং ক্ষতিকর আগাছা জন্মাতেও বাধা দেয়।

বাগানের সাধারণ মাটির তুলনায় টবে বা কন্টেনারে থাকা গাছগুলি অনেক দ্রুত শুকিয়ে যায় কারণ সেখানে মাটির পরিমাণ সীমিত থাকে। ছোট পাত্রের মাটি চারপাশের তাপে দ্রুত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, যার ফলে গাছের শিকড় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল থাকে। হিটওয়েভের দিনগুলিতে টবের গাছগুলিকে নিয়মিত পরীক্ষা করা এবং প্রয়োজনে সেগুলিকে কিছুটা ছায়াবৃত স্থানে সরিয়ে রাখা বুদ্ধিমানের কাজ।

দুপুরের প্রচণ্ড রোদে যখন গাছ ঝিমিয়ে পড়ে, তখন ভুলেও গাছে জল দেওয়া উচিত নয় কারণ তীব্র তাপে জল দ্রুত উবে যায়। তাছাড়া উত্তপ্ত মাটিতে হঠাৎ ঠান্ডা জল ঢাললে গাছের শিকড় বড় ধাক্কা খেতে পারে, যা গাছের মৃত্যু ডেকে আনে। যদি কোনও কারণে সকালে জল দেওয়া সম্ভব না হয়ে ওঠে, তবে বিকেল বা সন্ধ্যার নরম আলোয় জল দেওয়াই হল দ্বিতীয় সেরা বিকল্প।

চোখ দেখলেই বোঝা যায় কোন সাত রোগের লক্ষণ

চোখে মারাত্মক অস্বস্তি হলে বা দৃষ্টি ঝাপসা হতে শুরু করলে, তবেই আমরা সাধারণর তার স্বাস্থ্যের দিকে খেয়াল করি। তা ছাড়া হালকা চুলকানি বা লাল হয়ে যাওয়ার সমস্যা অনেক সময় অনেকেই এড়িয়ে যান। যদিও বিশেষজ্ঞরা বলছেন, চোখ আমাদের শরীরের অনান্য নানা রোগের হদিশ দিতে পারে। কোন কোন গুরুতর রোগের প্রাথমিক লক্ষণ ধরা পড়ে চোখে? কী ভাবে তা শনাক্ত করবেন?

হঠাৎ ঝাপসা দেখা

দীর্ঘ সময় কম্পিউটার বা মোবাইল ব্যবহার করলে সাময়িক ভাবে চোখে ঝাপসা দেখা স্বাভাবিক। কিন্তু যদি বারবার বা হঠাৎ করে দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যায়, তাহলে তা ডায়াবিটিস, রেটিনার সমস্যা বা চোখের অভ্যন্তরীণ চাপ বেড়ে যাওয়ার লক্ষণ হতে পারে।

দীর্ঘদিন চোখ লাল থাকা---

ধুলোবালি, ক্লান্তি বা চোখ ঘষার কারণে কখনও কখনও চোখ লাল হয়ে যেতে পারে। তবে কয়েকদিন ধরে লালভাব না কমলে বা বারবার ফিরে এলে তা অ্যালার্জি, সংক্রমণ কিংবা চোখের প্রদাহের লক্ষণ হতে পারে।

আলোর ঝলকানি বা কালো দাগ দেখা--- অনেকেই মাঝে মাঝে চোখের সামনে ছোট ছোট ভাসমান দাগ বা ফ্লোটার দেখতে পান। তবে হঠাৎ করে অনেক ফ্লোটার, আলোর ঝলকানি বা কালো ছায়ার মতো দাগ দেখা গেলে তা রেটিনার সমস্যার ইঙ্গিত হতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি।

চোখে ব্যথা বা যন্ত্রণা— সাধারণ চোখের ক্লান্তি কিছুটা অস্বস্তি তৈরি করতে পারে, কিন্তু দীর্ঘ সময় ধরে চোখে ব্যথা বা যন্ত্রণা থাকলে তা সংক্রমণ, প্রদাহ বা চোখের চাপ বেড়ে যাওয়ার কারণে হতে পারে। সারাদিন চোখ শুকনো বা অস্বস্তিকর লাগা--- বর্তমানে দীর্ঘ সময় মোবাইল, কম্পিউটার ও অন্যান্য ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহারের ফলে ড্রাই আই বা চোখ শুষ্ক হয়ে যাওয়ার সমস্যা বেড়েছে। তবে সারাক্ষণ চোখে জ্বালাপোড়া, শুষ্কতা বা বালির মতো খচখচে অনুভূতি থাকলে তা শুধু স্ক্রিন ব্যবহারের কারণে হচ্ছে বলে ধরে নেওয়া উচিত নয়। বরং বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

রাতের বেলা দেখতে অসুবিধা

কম আলোতে দেখতে সমস্যা সাধারণত ধীরে ধীরে শুরু হয়, তাই প্রথম দিকে অনেকেই বিষয়টি বুঝতে পারেন না। তবে এটি ছানি বা রেটিনা-সংক্রান্ত সমস্যার লক্ষণ হতে পারে।

চোখের সাদা অংশ হলুদ হয়ে যাওয়া— চোখের সাদা অংশে হলুদ আভা দেখা গেলে তা কখনওই অবহেলা করা উচিত নয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, এটি অনেক সময় লিভারের সমস্যা বা জন্ডিসের লক্ষণ হতে পারে এবং দ্রুত চিকিৎসা করানো প্রয়োজন।

বাসি হলেই বেড়ে যায় কিছু খাবারের স্বাদ

বেঁচে যাওয়া খাবার ফ্রিজে তোলার সময় অনেকেরই মন খুঁতখুঁত করে। যে বাসি খাবার খাওয়াটা কি উচিত হবে, তবে সব বাসি খাবার কিন্তু এক নয়! বেশ কিছু খাবার রয়েছে, যা একদিনের বাসি হলে স্বাদে বাড়ে, Journal of Food Science and Technology অনুযায়ী, বাসি বা ঠান্ডা শর্করা থেকে তৈরি হওয়া প্রতিরোধী স্টার্চ অন্ত্রের মাইক্রোবায়োটা উন্নত করে এবং প্রচুর পরিমাণে বিউটাইরেট উৎপন্ন করে, যা পরিপাকতন্ত্রের সামগ্রিক স্বাস্থ্য রক্ষা করে। বিজ্ঞানের পরিভাষায় একে বলা হয় 'ফ্লেভার ডেভেলপমেন্ট' বা স্বাদের বিবর্তন। রান্নার বেশ কয়েক ঘণ্টা পর মশলা, তেল এবং প্রোটিন একে অপরের সঙ্গে পুরোপুরি মিশে যাওয়ার সুযোগ পায়। ফলে খাবারের আসল স্বাদ ফুটে ওঠে পরের দিন। তা বাসি হলে কোন কোন খাবারের স্বাদে বাড়ে?

বাঙালি বাড়িতে রবিবার দুপুরের খাসির মাংসের ঝোলের একটা আলাদা আবেগ রয়েছে। তবে খেয়াল করে দেখবেন, রবিবারের দুপুরে কড়াই থেকে নামানো গরম গরম মাংসের ঝোলের চেয়ে সোমবার সকালে ফ্রিজ থেকে বের করে গরম করা বাসি মাংসের স্বাদ অনেক বেশি খোলতাই হয়। এর কারণ, দীর্ঘ সময় ধরে ঝোলের মধ্যে থাকার ফলে মাংসের ফাইবারগুলোর ভেতরে মশলা, আদা, রসুন এবং পেঁয়াজের রস পুরোপুরি ঢুকে যায়। ঝোলটাও আগের চেয়ে অনেক বেশি ঘন ও সুস্বাদু হয়ে ওঠে।

মাছের হালকা ঝোল বাসি হলে ভালো না লাগলেও, যেকোনও রিচ গ্রেভি বা কালিয়া জাতীয় মাছের পদ বাসি হলে দারুণ জমে। জিরে, ধনে, টক দই বা কাজুবাদাম বাটা দিয়ে তৈরি মাছের কালিয়া যখন সারারাত ফ্রিজে রাখা হয়, তখন মাছের টুকরো গুলোর ভেতরে গ্রেভির নির্যাস ঢুকে যায়। পরের দিন সামান্য গরম করে ভাতের সঙ্গে খেলে এর আসল স্বাদ বোঝা যায়।

বলিউড বা টলিউডের বহু তারকাই সাক্ষাৎকারে স্বীকার করেছেন যে তাঁরা বাসি বিরিয়ানি খেতে ভালোবাসেন। বিরিয়ানি যখন দমে বসানো হয়, তখন চাল, মাংস এবং মশলার সুগন্ধ মিশে যায় ঠিকই, কিন্তু রান্না শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তা সম্পূর্ণ রূপ পায় না। বিরিয়ানি তৈরি হওয়ার অন্তত ১০ থেকে ১২ ঘণ্টা পর চালের দানাগুলো মশলা এবং মাংসের ফ্যাট (বিশেষ করে ঘি ও চর্বি) পুরোপুরি শুষে নেয়। ফলে বাসি বিরিয়ানির প্রতিটি গ্রাসে স্বাদ ও গন্ধ অনেক বেশি তীব্র হয়। রেস্তোরাঁর ডাল মাখানি বা ধাবার ছোলার ডাল-তরকা বাসি হলে বেশি ভালো লাগে। গোটা বিউলি ডাল বা রাজমা দিয়ে তৈরি ডাল মাখানি যত সময় যায়, তত মাখোমাখো হয়। মশলা এবং মাখনের স্বাদ ডালের দানার ভেতরে প্রবেশ করতে বেশ কয়েক ঘণ্টা সময় নেয়। তাই রাঁধার সঙ্গে সঙ্গে খাওয়ার চেয়ে এটি পরের দিন খেলে মুখে মাখনের মতো মিলিয়ে যায়।

বাঙালি নিরামিষ পদের মধ্যে শুক্তো এবং পাঁচমিশেলি লাবড়া বাসি খাওয়ার চল বহু পুরনো। রান্নার পর যত সময় যায়, সবজিগুলো থেকে নিজস্ব জলীয় অংশ বের হয়ে মশলার (রাধুনি, সর্ষে বা পাঁচফোড়ন) সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়। বিশেষ করে শুক্তোর তেতো ভাব এবং লাবড়ার মিষ্টি ভাবটা বাসি হলে পুরো পদে সমানভাবে ছড়িয়ে পড়ে, যা টাটকা রান্নায় অনেক সময় পাওয়া যায় না।

বাসি খাবার স্বাদে বাড়লেও তা খাওয়ার আগে সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা জরুরি। রান্না করার দুই ঘণ্টার মধ্যে খাবার ঠান্ডা করে এয়ার-টাইট কন্টেনারে ভরে ফ্রিজে রাখুন। আর পরের দিন খাওয়ার সময় পুরো খাবার বারবার গরম না করে, যতটুকু খাবেন ঠিক ততটুকুই বের করে ভালো করে ফুটিয়ে বা গরম করে নিন।

৪০০০ বছর আগেও ব্যবহার হতো কাজল

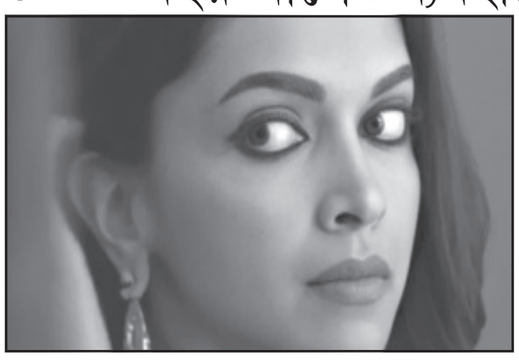

কাজল ভারতীয় নারীদের সৌন্দর্যচর্চার অন্যতম অপরিহার্য অংশ। প্রেমিকের মনে ঝড় তুলতে চোখের কোণে কাজলের যে কি দারুণ ভূমিকা, তা যাঁরা ওই কাজল কালো চোখের প্রেমে পড়েছেন, শুধু তাঁরাই জানেন। আজও অনেকেই চোখে একটুখানি কাজল না দিয়ে বাড়ির বাইরে বেরোন না। এই ছোট্ট জিনিসটিই চোখকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলে, মুখে আনে প্রাণবন্ত ভাব। কিন্তু কাজল ব্যবহারের ইতিহাস কত পুরোনো জানেন?

ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায় আজ থেকে প্রায় ৪,০০০ বছর আগে সিন্ধু সভ্যতার সময়ও ছিল কাজলের ব্যবহার। তবে সে সময় এটি কেবল প্রসাধনী দ্রব্য হিসেবেই পরিচিত ছিল না। বরং চিকিৎসা, সুরক্ষা এবং আধ্যাত্মিক বিশ্বাসের সঙ্গে জড়িত ছিল কাজল। শুধু নারীরাই নন, পুরুষ ও শিশুরাও নিয়মিত কাজল ব্যবহার করতেন।

চোখের জন্য প্রাকৃতিক ওষুধ

আয়ুর্বেদে কাজলকে 'অঞ্জন' নামে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রাচীন ভারতে কাজল তৈরির একটি বিশেষ পদ্ধতি ছিল। মাটির প্রদীপে খাঁটি ঘি বা রেড়ির তেল জ্বালিয়ে তার উপরে রুপো বা তামার পাত ধরে যে কালো ধোঁয়া বা কার্বন জমত, তা সংগ্রহ করা হতো। পরে সেই কালো গুঁড়োর সঙ্গে কর্পূর, চন্দন, কেশর-সহ নানা ভেষজ উপাদান মিশিয়ে তৈরি করা হতো কাজল। আয়ুর্বেদ বলছে, মানুষের চোখে 'পিত্ত দোষ'-এর আধিক্য থাকে, যা অতিরিক্ত তাপের সৃষ্টি করতে পারে। কাজলের মধ্যে থাকা শীতল উপাদান চোখের জ্বালা, লালচে ভাব ও ক্লান্তি কমাতে সাহায্য করে। এছাড়া ঘি-সমৃদ্ধ এই মিশ্রণ চোখকে আর্দ্র রাখত, অশ্রুনালি পরিষ্কার রাখত এবং চোখ শুকিয়ে যাওয়া (ড্রাই আইজ) থেকে রক্ষা করত।

প্রকৃতির তৈরি সানগ্লাস

ভারতের গরম আবহাওয়া এবং ধুলোময় পরিবেশে চোখের সুরক্ষা ছিল অত্যন্ত জরুরি। আধুনিক যুগের সানগ্লাস তখন ছিল না। তাই চোখের চারপাশে গাঢ় কালো কাজলের আস্তরণ ব্যবহার করা হতো সূর্যের তীব্র আলো থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য।

বিশেষজ্ঞদের মতে, কালো রং সূর্যের ঝলকানি শোষণ করে চোখে আলো প্রতিফলনের মাত্রা কমিয়ে দেয়। ফলে চোখে কম চাপ পড়ে এবং দীর্ঘক্ষণ রোদে কাজ করলেও অসুবিধা হয় না। পাশাপাশি কাজলের তেল ও ঘিয়ের আঠালো স্তর বাতাসে উড়ে আসা ধুলো, পরাগরেণু এবং ক্ষুদ্র পোকামাকড়কে আটকে রাখত, যা চোখকে সংক্রমণ ও অস্বস্তি থেকে রক্ষা করত। 'নজর' থেকে রক্ষা ভারতীয় সংস্কৃতিতে 'বুড়ি নজর' বা কুদৃষ্টির ধারণা বহু শতাব্দী ধরে প্রচলিত। প্রচলিত বিশ্বাস, অতিরিক্ত সৌন্দর্য, সুখ বা সাফল্য অন্যের ঈর্ষার কারণ হতে পারে এবং তার নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে জীবনে। তাই চোখকে নেতিবাচক শক্তির প্রবেশদ্বার বলে মনে করা হতো। এই কারণেই চোখে মোটা করে কাজল পরার রীতি গড়ে ওঠে। বিশ্বাস, কালো কাজল অশুভ শক্তি ও কুদৃষ্টি শোষণ করে নেতিবাচক শক্তি থেকে রক্ষা করে। এখনও নবজাতকের কপালে বা কানের পিছনে কালো টিপ দেওয়ার প্রথা এবং বিয়ের দিনে কনের চোখে গাঢ় কাজল পরানোর রেওয়াজ সেই বিশ্বাসেরই প্রতিফলন।

আধুনিক বিজ্ঞান কী বলছে?

শুধু লোকবিশ্বাস বা প্রাচীন প্রথা বলেই কাজলের গুরুত্বকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আধুনিক গবেষণাও এর কিছু উপকারিতার পক্ষে প্রমাণ দিচ্ছে। ২০২২ সালে প্রকাশিত একটি গবেষণায় দেখা যায়, কাজলের কিছু উপাদানে প্রদাহ কমানোর ক্ষমতা রয়েছে। গবেষকরা চোখের একটি সাধারণ প্রদাহজনিত সমস্যা ব্লেফারাইটিসের চিকিৎসায় কাজল এবং আধুনিক অ্যান্টিবায়োটিক মলমের কার্যকারিতা তুলনা করেন। ফলাফলে দেখা যায়, কাজল প্রদাহ নিয়ন্ত্রণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে। তাই কাজল শুধু সৌন্দর্যের অনুষঙ্গ নয়। এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে হাজার বছরের ইতিহাস, স্বাস্থ্যচর্চা, পরিবেশগত সুরক্ষা এবং সাংস্কৃতিক বিশ্বাস। প্রতিদিন চোখে কাজল পরার অভ্যাস আসলে প্রাচীন ভারতের এক সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা বহন করে।

মাল্টিগ্রেন না গমের আটা, ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে কোনটি কার্যকরী

ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে ডায়েট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অনেকেই ভাতের বদলে রুটি খেতে শুরু করেন। অতিরিক্ত স্বাস্থ্য সচেতনরা আবার সাধারণ গমের আটার বদলে ব্যবহার করতে শুরু করেন মাল্টিগ্রেন আটা। কারণ, এতে ফাইবারের পরিমাণ বেশি। একইসঙ্গে নানা ধরনের শস্য দিয়ে তৈরি এই আটায় নানা ধরনের খনিজ থাকে ভরপুর মাত্রায়। এখন প্রশ্ন উঠতেই পারে, ওজন ঝরানোর ক্ষেত্রে মাল্টিগ্রেন আটার উপর চোখবন্ধ করে ভরসা করা যায় কি না। এ প্রসঙ্গে পুষ্টিবিদদের মত কী?

পুষ্টিবিদরা বলছেন, ওজন কমানোর ক্ষেত্রে গম এবং মাল্টিগ্রেন আটা দু'টিই স্বাস্থ্যকর। তবে পুষ্টিগত দিক থেকে বেশ কিছু তফাৎ রয়েছে। গমে প্রাকৃতিক ভাবেই প্রচুর পরিমাণে ফাইবার থাকে, যা পেট দীর্ঘক্ষণ ভরিয়ে রাখতে এবং হজমপ্রক্রিয়া স্বাভাবিক রাখতে সাহায্য করে। অন্য দিকে মাল্টিগ্রেন আটায় গমের পাশাপাশি ওটস, বার্লি, রাগী, জোয়ার বা বাজরার মতো একাধিক পুষ্টিকর দানাশস্য মেশানো থাকে। এর ফলে এতে ফাইবারের পরিমাণ এবং ভিটামিন বা খনিজের বৈচিত্র্য গমের আটার চেয়ে অনেকটাই বেশি। তাই এটি মেটাবলিক রেট উন্নত করতে এবং খিদে নিয়ন্ত্রণে রাখতে বিশেষ ভাবে সাহায্য করে।

সাধারণ মানুষের মধ্যে একটি ধারণা রয়েছে যে মাল্টিগ্রেন আটা খেলে ওজন দ্রুত কমবে। তবে পুষ্টিবিদরা বলছেন, এটি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা। মাল্টিগ্রেন আটাকে সাধারণত একটি স্বাস্থ্যকর বিকল্প হিসেবে প্রচার করা হয়, তবে এটি ওজন কমানোর ওষুধ নয়। যে হেতু এতে ফাইবারের পরিমাণ বেশি, তাই মাল্টিগ্রেন আটার রুটি খেলে দীর্ঘক্ষণ পেট ভর্তি থাকে। কিন্তু এটি সরাসরি ফ্যাট বার্ন করে না।

তবে বাজারচলতি প্যাকেটজাত মাল্টিগ্রেন আটা নিয়ে সতর্ক হওয়ার কথাও বলেছেন পুষ্টিবিদরা। কারণ, বাজারের অধিকাংশ নামী ব্র্যান্ডের প্যাকেটে মাল্টিগ্রেনের নামে যে আটা বিক্রি হয়, তার সিংহভাগ জুড়েই থাকে সাধারণ গম বা ময়দা। অন্য দানাশস্যগুলো মাত্র কয়েক শতাংশ থাকে। ফলে পুষ্টিগত পার্থক্য খুব সামান্যই থেকেই যায়।

কেনার আগে শ্যাম্পুর লেবেল দেখে নিন

ত্বকের যত্নে সানস্ক্রিন বা সিরামা কেনার আগে তার উপাদানের তালিকা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করেন অনেকেই। কিন্তু চুলের স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে শ্যাম্পু কেনার সময় এই লেবেল পড়ার অভ্যাস প্রায় নেই বললেই চলে। অথচ, মাথার ত্বক বা স্ক্যাল্পের সুস্বাস্থ্যের চাবিকাঠি লুকিয়ে আছে শ্যাম্পুর বোতলের ঠিক গায়ে থাকা ওই ছোট ছোট লেখার ভিতরেই। বিশেষ করে যদি কারও খুশকির সমস্যা থাকে, সে ক্ষেত্রে এই উপাদানগুলো চেনা আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

খুশকি কিন্তু সাধারণ কোনও সমস্যা নয়, এটি আসলে মাথার ত্বকের একটি দীর্ঘস্থায়ী কন্ডিশন। গরমের দিনে অতিরিক্ত তাপমাত্রা এবং ঘামের কারণে স্ক্যাল্পে সেবাম বা তেলের উৎপাদন বেড়ে যায়। এই পরিবেশ মাথায় প্রাকৃতিক ভাবে থাকা 'ম্যালাসেসিয়া গ্লোবোসা' নামক ইস্ট বা ফাঙ্গাসের বংশবৃদ্ধির জন্য আদর্শ। এই ফাঙ্গাসটি স্ক্যাল্পের প্রাকৃতিক তেলকে ভেঙে এমন কিছু উপাদান তৈরি করে, যা মাথার ত্বকে চুলকানি, লালচে ভাব এবং মরা চামড়া, সাদা ফ্লেক্স বা খুশকি সৃষ্টি করে।

দোকানে বিক্রি হওয়া সব অ্যান্টি-ড্যান্ড্রাফ শ্যাম্পু একই ভাবে কাজ করে না। কিছু শ্যাম্পু কেবল চুলের উপরের অংশে ভাসমান সাদা ফ্লেক্সগুলো সাময়িক ভাবে ধুয়ে দেয়, কিন্তু খুশকির আসল কারণ দূর করতে পারে না। তাই শ্যাম্পু কেনার সময় এমন উপাদান খোঁজা উচিত যা খুশকির মূল কারণ অর্থাৎ ফাঙ্গাল ইনফেকশন কমাতে বিশেষ ভাবে কার্যকর।

চিকিৎসাবিজ্ঞানে প্রমাণিত এমন

একটি শক্তিশালী অ্যান্টি-ফাঙ্গাল উপাদান হলো পিরোকটন ওলামাইন। এটি মাথার ত্বকের ৫ স্তর গভীরে প্রবেশ করে সরাসরি ম্যালাসেসিয়া গ্লোবোসা ফাঙ্গাসের বাড়বাড়ন্ত কমিয়ে আনে এবং গোড়া থেকে খুশকি নির্মূল করে। বিজ্ঞানসম্মত ফর্মুলেশন এবং উপাদানের স্বচ্ছতার উপর ভিত্তি করে বিশ্বখ্যাত ব্র্যান্ডগুলি তাদের শ্যাম্পুতে পিরোকটন ওলামাইনের সঙ্গে বিভিন্ন কন্ডিশনিং এজেন্ট ব্যবহার করেছে। স্ক্যাল্পের ধরন অনুযায়ী শ্যাম্পুর লেবেলে কোন কোন উপাদান থাকা উচিত, কেনার আগে জেনে নিন।

১. তৈলাক্ত ও আঠালো খুশকি

মাথার ত্বক যদি অতিরিক্ত তৈলাক্ত হয় এবং খুশকি যদি চুলে আঠার মতো লেগে থাকে, তবে এমন ফর্মুলা দরকার যা স্ক্যাল্পকে ডিটক্সিফাই করবে।

পিরোকটন ওলামাইনের সঙ্গে অক্সিজেনযুক্ত চারকোল-যুক্ত শ্যাম্পু এ ক্ষেত্রে বেশ কার্যকরী। এটি স্কাল্পের অতিরিক্ত তেল ও ময়লা দূর করে গোড়া পরিষ্কার রাখে। ২. শুষ্ক স্ক্যাল্প এবং চুলকানি

মাথার ত্বক অতিরিক্ত শুষ্ক হলে সাদা ফ্লেক্স বা চামড়া ওঠে। তার সঙ্গে মারাত্মক চুলকানি হয়। এই ক্ষেত্রে স্ক্যাল্পের হাইড্রেশন বা আর্দ্রতা বজায় রাখা জরুরি।

পিরোকটন ওলামাইনের সঙ্গে আইসি মেন্থল এ ক্ষেত্রে দারুণ কাজের। এটি খুশকি তাড়ানোর পাশাপাশি মাথায় একটি ঠান্ডা অনুভূতিও দেয়।

৩. রুক্ষ চুল এবং খুশকি

অনেকের স্ক্যাল্প অয়েলি হলেও চুলের দৈর্ঘ্য বা লেন্থ অত্যন্ত রুক্ষ ও শুষ্ক হয়। অ্যান্টি-ড্যান্ড্রাফ শ্যাম্পু ব্যবহারে পর চুল যাতে আরও খড়খড়ে না হয়ে যায়, তার জন্য ময়েশ্চারাইজিং উপাদান প্রয়োজন। পিরোকটন ওলামাইনের সঙ্গে স্মুদনিং কন্ডিশনার ব্যবহার করলে এই ধরনের সমস্যা আর থাকে না। এটি খুশকি দূর করার পাশাপাশি চুলের আর্দ্রতা ফিরিয়ে এনে চুলকে রেশমের মতো করে তোলে।

রাম দুর্লভপুর চা বাগানে পোল্ট্রি ফার্ম ঘিরে ক্ষোভ দুর্গন্ধ ও দূষণের অভিযোগে সরব এলাকাবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ২৪ জুন: ডম্বুর উপত্যকার অন্যতম প্রাচীন রাম দুর্লভপুর চা বাগানে চা চাষের জমি ব্যবহার করে বৃহৎ পোল্ট্রি ফার্ম গড়ে তোলার অভিযোগকে কেন্দ্র করে এলাকাজুড়ে তীব্র ক্ষোভ ও অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছে। কমলপুর শহর সংলগ্ন মায়াছড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার এই ঘটনায় জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

অভিযোগ, অধিক মুনাফার আশায় চা বাগানের শতাধিক চা গাছ অপসারণ করে সেখানে পরপর দুটি বৃহৎ পোল্ট্রি ফার্ম স্থাপন করা হয়েছে। এর ফলে দীর্ঘদিনের চা শিল্পের পরিবেশ নষ্ট হওয়ার পাশাপাশি সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রাও ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হচ্ছে বলে দাবি এলাকাবাসীর।

স্থানীয়দের অভিযোগ, পোল্ট্রি ফার্ম থেকে নির্গত তীব্র দুর্গন্ধে গোটা এলাকা বসবাসের অনুপযোগী হয়ে উঠেছে। অনেক সময় বাড়ির দরজা-জানালা খোলা রাখা কঠিন হয়ে পড়ছে। এছাড়া মুরগির বর্জ্য এবং অপরিকল্পিত ব্যবস্থাপনার কারণে মাছি, পোকামাকড় ও বিভিন্ন রোগজীবাণুর উপদ্রব বেড়ে গেছে বলে অভিযোগ।

এলাকাবাসীর দাবি, শিশু, বৃদ্ধ এবং সাধারণ মানুষ স্বাস্থ্যঝুঁকির মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। বিশেষ করে ফার্ম দুটি মায়াছড়ি থেকে কমলপুরে যাতায়াতের প্রধান সড়কের একেবারে পাশে অবস্থিত হওয়ায় প্রতিদিন হাজারো পথচারী ও যানবাহন চালককে দুর্গন্ধের মধ্য দিয়ে চলাচল করতে হচ্ছে।

স্থানীয়দের আরও অভিযোগ, ব্যবসায়িক স্বার্থে পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের বিষয়টি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হয়েছে। বর্তমানে চা বাগানটির মালিক আদিত্য সিং বলে জানা গেছে। এলাকাবাসীর প্রশ্ন, কীভাবে এবং কার অনুমতিতে চা বাগানের সবুজ পরিবেশ নষ্ট করে এমন প্রকল্প গড়ে তোলা হয়েছে। পাশাপাশি পরিবেশ দপ্তর ও সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তারা।

এলাকাবাসীরা জানিয়েছেন, অবিলম্বে দূষণ নিয়ন্ত্রণ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নতি এবং দুর্গন্ধ নিরসনের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হলে তারা বৃহত্তর গণআন্দোলনের পথে হাঁটতে বাধ্য হবেন। তবে এই অভিযোগগুলোর বিষয়ে পোল্ট্রি ফার্ম কর্তৃপক্ষ বা সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া এখনও পাওয়া যায়নি। ফলে বিষয়টি নিয়ে এলাকায় ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়েছে।

পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় ০-৫ বছর বয়সের ৬৮,৩৪৮টি শিশুকে টিকাকরণ করা হবে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুন: পশ্চিম ত্রিপুরা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সোসাইটির উদ্যোগে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে গতকাল পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পালস পোলিও টিকাকরণ কর্মসূচি উপলক্ষ্যে জেলা টাস্ক ফোর্স ও আরবান টাস্ক ফোর্সের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ড. বিশাল কুমার, পশ্চিম জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক শংকর চক্রবর্তী, জেলার বিভিন্ন গ্রামীণ, প্রাথমিক ও উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির স্বাস্থ্য আধিকারিকগণ এবং তিনটি মহকুমার মহকুমা শাসক অফিসের আধিকারিকগণ।

সভায় জেলাশাসক দায়িত্ব ও আন্তরিকতার সঙ্গে টিকাকরণ কর্মসূচি সম্পূর্ণ করতে সবার প্রতি আহ্বান জানান। পশ্চিম জেলায় আগামী ২৮ জুন থেকে তিনদিন ব্যাপী পালস পোলিও টিকাকরণ কর্মসূচি শুরু হবে। পশ্চিম জেলার প্রতিটি গ্রামীণ, প্রাথমিক ও উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে ২৮ জুন পালস পোলিও টিকাকরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হবে। ২৯ ও ৩০ জুন বাড়ি বাড়ি গিয়ে ২৮ তারিখ অনুপস্থিত শিশুদের পালস পোলিও টিকাকরণ করা হবে। পশ্চিম জেলায় শূন্য থেকে ৫ বছর পর্যন্ত মোট ৬৮ হাজার ৩৪৮ জন শিশুকে টিকা দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে।এছাড়া মুখ্যমন্ত্রী নিরাময় আরোগ্য অভিযানের দ্বিতীয় পর্যায় আগামী ১ জুলাই থেকে শুরু হবে এবং ১৪ জুলাই পর্যন্ত এই কর্মসূচি চলবে। এই কর্মসূচিতে হাইপারটেনশন ও মধুমেহ রোগ নির্ণয়ে স্ক্রিনিং করা হবে। এছাড়া রুটিন পর্যায়ে ১৫ জুলাই থেকে ৩১ জুলাই পর্যন্ত স্ক্রিনিং করা হবে। আশাকর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে স্ক্রিনিং করবেন এবং গ্রামস্তরেও স্ক্রিনিং করার জন্য শিবির অনুষ্ঠিত হবে। এই কর্মসূচি উপলক্ষ্যে জেলাস্তরে ও গ্রামস্তরে সচেতনতামূলক সভা অনুষ্ঠিত হবে। পশ্চিম জেলার প্রতিটি প্রাথমিক, গ্রামীণ ও আরবান স্বাস্থ্যকেন্দ্রে মোট ১ লক্ষ ৭০ হাজার ৩৪৪ জনকে এইচ.টি.এন, ডিএম, স্ট্রোক, সিওপিডি, সিকে.ডি, আস্থামা, এনএ.এফ.এলডি, স্টেমি, ও.সি ইত্যাদি স্ক্রিনিং করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে এবং ৫৩ হাজার ৮৭৩ জনকে স্তন ও সার্ভিক্যাল ক্যান্সার স্ক্রিনিং করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে।

এজিএমসি ও জিবি হাসপাতালে এআইআইএমএস মানের ইমিউনোলজি ও ট্রান্সপ্লান্ট ল্যাব স্থাপনের উদ্যোগ

আগরতলা, ২৪ জুন: রাজ্যে উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবাকে আরও শক্তিশালী করতে আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ (এজিএমসি) ও জিবি হাসপাতালে দিল্লির অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস (এআইআইএমএস)-এর আদলে অত্যাধুনিক ইমিউনোলজি ও ট্রান্সপ্লান্ট ল্যাবরেটরি স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই ল্যাব চালু হলে রাজ্যে উন্নতমানের রোগ নির্ণয় ব্যবস্থা এবং অঙ্গ প্রতিস্থাপন সংক্রান্ত পরিষেবার ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

এই প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য ২০২৪ সালের ১৯ ও ২০ জুন এআইআইএমএস, নয়াদিল্লির অধ্যাপক উমা কঙ্গা এজিএমসি ও জিবি হাসপাতাল পরিদর্শন করেন। তিনি মাইক্রোবায়োলজি, বায়োকেমিস্ট্রি, প্যাথলজি এবং ট্রান্সফিউশন মেডিসিন বিভাগসহ সুপার-স্পেশালিটি ব্লকের বিভিন্ন পরিকাঠামো ঘুরে দেখেন এবং বিদ্যমান ব্যবস্থায় সন্তোষ প্রকাশ করেন।

প্রস্তাবিত ল্যাবরেটরি স্থাপনের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের পাশাপাশি পরিকাঠামো, প্রয়োজনীয় জনবল এবং অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি সংক্রান্ত বিষয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়। একই সঙ্গে বিশেষ প্রশিক্ষণের জন্য এজিএমসি থেকে দুইজন চিকিৎসককে এআইআইএমএস, নয়াদিল্লিতে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

এজিএমসি কাউন্সিল রুমে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে অধ্যাপক উমা কঙ্গা প্রকল্পের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের অবহিত করেন। রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় বাস্তবায়িত হতে চলা এই উদ্যোগের ফলে কিডনি প্রতিস্থাপন সংক্রান্ত রোগ নির্ণয় পরিষেবা আরও উন্নত হবে এবং ভবিষ্যতে ত্রিপুরায় বিভিন্ন অঙ্গ প্রতিস্থাপন কর্মসূচি চালুর ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে মনে করা হচ্ছে।.

বাজারিছড়ায় প্রাক্তন স্ত্রীকে হাতুড়ি দিয়ে খুনের অভিযোগ, থানায় আত্মসমর্পণ অভিযুক্তের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৪ জুন: উত্তর ত্রিপুরার বাজারিছড়া থানাধীন ঝেরঝেরি গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ব হাতাইয়ারবন্দ এলাকায় এক চাঞ্চল্যকর হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। প্রাক্তন স্ত্রীকে হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করে হত্যার অভিযোগ উঠেছে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। ঘটনার পর অভিযুক্ত নিজেই পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন বলে জানা গেছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, অভিযুক্তের নাম ফুরকান উদ্দিন। নিহত মহিলার নাম সাহারা বেগম। তারা পূর্বে বিবাহিত ছিলেন, তবে কিছুদিন আগে তাদের বিবাহবিচ্ছেদ হয়। ওই দম্পতির দুই সন্তান রয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বিবাহবিচ্ছেদের পর সাহারা বেগম নতুন করে সংসার জীবন শুরু করেন। দুই সন্তানের মধ্যে একজন মায়ের সঙ্গে থাকলেও অপর সন্তানটি বাবার কাছেই ছিল। সোমবার ওই সন্তানকে নিজের কাছে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে সাহারা বেগম প্রাক্তন স্বামীর বাড়িতে গেলে উভয়ের মধ্যে বাগ্বিতণ্ডার সৃষ্টি হয়।

অভিযোগ, এক পর্যায়ে উত্তেজিত হয়ে ফুরকান উদ্দিন হাতুড়ি দিয়ে সাহারা বেগমের মাথায় আঘাত করেন। গুরুতর আঘাতে তিনি ঘটনাস্থলেই লুটিয়ে পড়েন এবং মৃত্যু হয়। ঘটনার পর অভিযুক্ত ফুরকান উদ্দিন নিজেই নাগ্রা ওয়াচ পোস্টে গিয়ে আত্মসমর্পণ করেন বলে জানা গেছে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করে। সার্কেল অফিসারের উপস্থিতিতে মরদেহের সুরতহাল সম্পন্ন করে ময়নাতদন্তের জন্য শ্রীভূমি জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

বর্তমানে অভিযুক্তকে বাজারিছড়া থানায় আটক রেখে জিজ্ঞাসাবাদ চালানো হচ্ছে। ঘটনার প্রকৃত কারণ এবং অন্যান্য দিক খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

কর্মীর বিরুদ্ধে

● প্রথম পাতার পর

গোলাঘাটি বাজার সমিতিকে অবহিত করেন। বাজার সমিতির প্রতিনিধিরা গ্রাহকদের নিয়ে গোলাঘাটি গ্রামীণ ব্যাংকের ম্যানেজারের কাছে লিখিত অভিযোগ জমা দেন। অভিযোগপত্রে সমরজিৎ সিংহার বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হয়েছে।

এদিকে, স্থানীয় মহলে আরও অভিযোগ উঠেছে যে, সমরজিৎ সিংহ বিভিন্ন সময়ে সরল-সোজা গ্রামবাসীদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা নিয়ে আয় শংসাপত্র, পিআরটিসি-সহ বিভিন্ন ধরনের নথি পাইয়ে দেওয়ার নাম করে প্রতারণা করে থাকেন। যদিও এই অভিযোগগুলির সত্যতা স্বাধীনভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি।

সমরজিৎ সিংহার বিরুদ্ধে অভিযোগ পাওয়ার পর ব্যাংক কর্তৃপক্ষ এবং সিএসসি কর্তৃপক্ষ কী পদক্ষেপ গ্রহণ করে, সেদিকেই এখন নজর এলাকাবাসীর। অন্যদিকে, ক্ষতিগ্রস্ত গ্রাহকরা তাদের কষ্টার্জিত অর্থ দ্রুত নিজেদের অ্যাকাউন্টে জমা দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন।

দুই দেবরের বিরুদ্ধে

● প্রথম পাতার পর

নির্যাতিতা ও তাঁর ছোট মেয়ে ঘটনার বিস্তারিত তুলে ধরেন এবং অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।

তবে অভিযুক্তদের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ কী পদক্ষেপ গ্রহণ করে, সেদিকেই নজর রয়েছে।

গোমতী জেলাভিত্তিক মাদক দ্রব্য অপব্যবহার বিরোধী দিবস উদযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুন: আন্তর্জাতিক মাদক দ্রব্য অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে গতকাল গোমতী জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। গোমতী জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক (পি.পি.) সঞ্জিত দেববর্মার সভাপতিত্বে অতিরিক্ত জেলাশাসকের অফিস কক্ষে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় জেলার সিনিয়র ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট রাকেশ চক্রবর্তী সহ স্বাস্থ্য, শিক্ষা, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া, সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা, তথ্য ও সংস্কৃতি ইত্যাদি দপ্তরের আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় সিদ্ধান্ত হয়, আগামী ২৫ জুন উদয়পুরের পঞ্চায়েতীরাজ ট্রেনিং প্রতিষ্ঠানের কনফারেন্স হলে গোমতী জেলাভিত্তিক আন্তর্জাতিক মাদক দ্রব্য অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী দিবস উদযাপন করা হবে। দিবসটি উদযাপন উপলক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণের বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। এরমধ্যে স্কুল ও কলেজ পর্যায়ের ছাত্রছাত্রীদের থেকে তিনটি সেরা পোস্টার ও তিনটি সেরা স্লোগান নির্বাচন করার উপর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পাশাপাশি স্কুল ও কলেজের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে থেকে "মাদকাসক্তি প্রতিরোধে সচেতনতা ও পুনর্বাসন কি শাস্তির চেয়ে বেশি কার্যকর?" এই বিষয়ের উপর বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে।

অবৈধভাবে মাটি কাটা বন্ধ করতে তেলিয়ামুড়া মহকুমার মহকুমা শাসকের আহ্বান

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৪ জুন: রাজ্য সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী তেলিয়ামুড়া মহকুমার বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ ও ভূমিধস প্রবণ এলাকাকে চিহ্নিত করে পর্যায়ক্রমে মাটি কাটা নিষিদ্ধ এলাকা হিসেবে ঘোষণা করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতিমধ্যে উত্তর গোকুলনগরের মুসলিম পাড়া এলাকায় দুটি সচেতনতামূলক সাইন বোর্ড লাগানো হয়েছে। পাশাপাশি অবৈধ মাটি কাটার ক্ষতিকারক প্রভাব এবং পরিবেশ রক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তুলতে বাংলা ও ককবরক ভাষায় মাইকিংয়ের মাধ্যমে সচেতনতামূলক প্রচার করা হচ্ছে। গতকাল তেলিয়ামুড়া মহকুমার মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে মহকুমা শাসক অপূর্ব কৃষ্ণ চক্রবর্তী একথা জানান। মহকুমা শাসক জানিয়েছেন, বন দপ্তরকে অনুরোধ করা হয়েছে তারা যেন মহকুমার অন্তর্গত বিপজ্জনক ও ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাকে চিহ্নিত করে বিস্তারিত তথ্য মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে প্রেরণ করে। এসব এলাকাকে মাটি কাটা নিষিদ্ধ এলাকা হিসেবে ঘোষণা করার উদ্যোগ নেওয়া হবে। অবৈধ মাটি কাটা রোধে সচেতন হতে এবং মাটি কাটার মতো কার্যকলাপ নজরে এলে তা অবিলম্বে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনকে জানাতে মহকুমা শাসক জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

৮ পুলিশকর্মী সাসপেন্ড

● প্রথম পাতার পর

মামলাটির সঙ্গে সম্পর্কিত হাইকোর্টে পূর্বে জমা দেওয়া সমস্ত হলফনামা প্রত্যাহার করে নিয়েছে স্বরাষ্ট্র দফতর। পাশাপাশি, আদালতে দাখিল করা একটি আগের হলফনামার সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলায় আন্ডার সেক্রেটারি সমরেন্দ্র দেববর্মাকে শোকজ নোটিশও জারি করা হয়েছে। ঘটনার সূত্রপাত বনমালিপুরের বাসিন্দা রত্না রায়ের অভিযোগকে কেন্দ্র করে। অভিযোগ অনুযায়ী, এএমসির মৌখিক নির্দেশে তাঁর বাড়ির নির্মাণকাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়। পরে তাঁর ছেলে সৈকত সাহার কাছে ২ লক্ষ টাকা দাবি করেন এএমসির টাস্ক ফোর্স কর্মী রবীন্দ্র নারায়ণ ঘোষ। অভিযোগে বলা হয়েছে, ঘুষের দাবি প্রত্যাখ্যান করার পর গত ৪ এপ্রিল ঘোষ এবং কয়েকজন পুলিশকর্মী তাঁদের বাড়িতে প্রবেশ করেন। সৈকত সাহাকে মারধর করে পূর্ব আগরতলা থানায় নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে তাঁর উপর হেফাজতে নির্যাতন চালানো হয় বলে অভিযোগ। তাঁর বাবা-মাকেও শারীরিকভাবে নিগ্রহ করা হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে। পরবর্তীতে ত্রিপুরা হাইকোর্ট একটি বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) গঠন করে। সিটের প্রাথমিক তদন্তে হেফাজতে যৌন নির্যাতনের অভিযোগেরও সমর্থন মিলেছে বলে জানা গেছে। এই পর্যবেক্ষণ স্বরাষ্ট্র দফতরের আগের একটি হলফনামার বক্তব্যের সঙ্গে সাংঘর্ষিক, যেখানে এমন কোনও ঘটনার কথা অস্বীকার করা হয়েছিল।

প্রধান বিচারপতি এম. এস. রামচন্দ্র রাও এবং বিচারপতি বিশ্বজিৎ পলিতের ডিভিশন বেঞ্চ মামলার অগ্রগতি সরাসরি পর্যবেক্ষণ করছে। আদালত তার তত্ত্বাবধানে তদন্ত চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। ফলে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ত্রিপুরায় হেফাজতে অসদাচরণের অভিযোগ সংক্রান্ত অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মামলায় পরিণত হয়েছে এই ঘটনা।

মহিলার উপর হামলা !

● প্রথম পাতার পর

এলাকায় ছড়িয়ে পড়ার পর বিষয়টি নিয়ে গ্রামে একটি সালিশি সভা বসে। সেখানে মৌখিকভাবে বিষয়টির মীমাংসা হলেও পরে স্থানীয় তিপ্রা মথা নেতা টিটন আলী ওরফে সুমনের নেতৃত্বে কয়েকজন মহিলা ও পুরুষ নির্যাতিতার বাড়িতে গিয়ে তাঁকে টেনে-হিঁচড়ে বাইরে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ। এরপর একটি মাঠে নিয়ে গিয়ে তাঁকে মারধর করা হয়। পরে একটি ঘরে নিয়ে গিয়ে তাঁর উপর আরও নির্মম নির্যাতন চালানো হয় বলে অভিযোগ পরিবারের।

গুরুতর জখম অবস্থায় নির্যাতিতার স্বামী প্রথমে তাঁকে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানকার কর্তব্যরত চিকিৎসক প্রাথমিক চিকিৎসার পর অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে দ্রুত জিবিপি হাসপাতালে রেফার করেন। সেখানে তাঁর জটিল অস্ত্রোপচার হয়েছে বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে।

ঘটনার পর টাকারজলা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হলেও এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি বলে অভিযোগ পরিবারের। যদিও পরে জম্পুইজলা মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের নেতৃত্বে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। এদিকে, মূল অভিযুক্ত টিটন আলীকে থানায় নিয়ে গিয়ে কিছুক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদের পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ উঠেছে, যা ঘিরে টাকারজলা থানার ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে। তবে অভিযোগের বিষয়ে অভিযুক্ত টিটন আলী কিংবা তিপ্রা মথার পক্ষ থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। পুলিশের পক্ষ থেকেও এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও বক্তব্য দেওয়া হয়নি।

উল্লেখ্য, ঘটনার সমস্ত অভিযোগ অভিযোগকারীদের বক্তব্যের ভিত্তিতে প্রকাশ করা হয়েছে। পুলিশের তদন্ত এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষের বক্তব্যের ভিত্তিতে ঘটনার প্রকৃত চিত্র স্পষ্ট হবে।

২০ লাখের বেশি

● প্রথম পাতার পর

খবর পেয়ে মনুবাজার ও জোলাইবাড়ি অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের একাধিক ইঞ্জিন ও কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগান। দীর্ঘ সময়ের প্রচেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হলেও ততক্ষণে দোকানের ভেতরে থাকা সমস্ত ওষুধ, আসবাবপত্র ও অন্যান্য সামগ্রী পুড়ে যায়।ঘটনার পর সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে দোকান মালিক নির্মল সেন জানান, প্রাথমিকভাবে তার ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ২০ লক্ষ টাকারও বেশি হতে পারে বলে তিনি মনে করছেন। তবে কী কারণে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে, সে বিষয়ে এখনও নিশ্চিতভাবে কিছু বলা সম্ভব হয়নি।

এদিকে, ঘটনার খবর পেয়ে মনুবাজার থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে। অগ্নিকাণ্ডের প্রকৃত কারণ নির্ধারণে তদন্ত চালানো হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয়দের দাবি, দ্রুত তদন্ত করে আগুন লাগার প্রকৃত কারণ উদঘাটন করা হোক, যাতে ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।

The Engineering Cell, Secondary Education Department, Old Shishu Bihar Complex, Agartala, near Vidya Samiksha Kendra, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' sealed percentage rate e-tender from the Central & State public sectorunder taking/enterprise and eligible Contractors/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD on 23/06/2026.

TENDER

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWNLOADING AMD BIDDING AT ALLICATION	CLASS OF BIDDER
1	2nd call for Repair/Renovation of Birchandra library at Usha Bazar During the year 2025-26 PNIeT No: 43/EE/ENGG.CELL/DSE/2026-27. DNIeT No: 20/EE/ENGG.CELL/DSE/2026-27.	Rs. 14,99,036.00	Rs. 29,981.00	30 days	30 /06/2026 Up to 17.30 Hrs	01/07/2026 on 11.00 hrs	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
2	3rd call for Repair of Toilets at Bholanath Karbari Para SB and EkJatan Kumar HS School under Karbook Block of Gomati Tripura District for the vear 2025-26. PNIeT No: 44/EE/ENGG.CELL/DSE/2026-27. DNIeT No:05/EE/ENGG.CELL/DSE/2026-27.	Rs. 6,00,000.00	Rs. 12,000.00	30 days	30 /06/2026 Up to 17.30 Hrs	01/07/2026 on 11.00 hrs	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
3	2nd call for Construction of 01 one no CWSN Toilet at Fakiramura JB School. Charilam Block of Sepahijala for the year 2024-25. PNIeT No: 45/EE/ENGG.CELL/DSE/2026-27. DNIeT No:25/EE/ENGG.CELL/DSE/2026-27.	Rs. 3,10,000.00	Rs. 6200.00	60 days	30 /06/2026 Up to 17.30 Hrs	01/07/2026 on 11.00 hrs	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
4	2nd call for Construction of 01 one no CWSN Toilet at Veer Bandhu Eng Med High School, Bishalgarh Block of Sepahijala for the year 2024-25. PNIeT No: 46/FE/ENGG.CELL/DSE/2026-27. DNIeT No:24/EE/ENGG.CELL/DSE/2026-27.	Rs. 3,10,000.00	Rs. 6200.00	60 days	30 /06/2026 Up to 17.30 Hrs	01/07/2026 on 11.00 hrs	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class

Eligible bidders shall participate in bidding only in online through website https://tripuratenders.gov.in. Bidders are allowed to bid 24x7 until the time of Bid closing as mentioned above.

No. F.17 (13-226)/SE/ENGG/2026-27/601-27/601-03 Dated, Agartala the 23/06/2026

(Er. Dhirendra Debbarma,)
Executive Engineer,
Engineering Cell,
Directorate of Secondary Education,
Old Shishu Bih

ICA/C/928/26

PRESS NOTICE INVITING e- TENDER NO: 02/EE/KD/2026-27 Date : 23-06-2026

SL NO	NAME OF THE WORK/DNIT NO	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLE-TION	COST OF BID FEE	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOAD AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPEN-ING OF BID	DOCUMENT DOWNLOAD-ING AND BIDDING
1	05/EE/KD/2026-27	₹. 10,47,284.00	₹. 20,946.00	180 (one hundred eighty) days	₹. 1,000.00	Upto 3.00 PM 30-06-2026	At .4.00 PM 30-06-2026	https://tripuratenders.gov.in
2	06/EE/KD/2026-27	₹. 10,59,185.00	₹. 21,184.00	180 (one hundred eighty) days	₹. 1,000.00			
3	07/EE/KD/2026-27	₹. 20,19,350.00	₹. 40,387.00	120 (one hundred twenty) days	₹. 1,000.00			
4	08/EE/KD/2026-27	₹. 21,40,577.00	₹. 42,812.00	90 (Ninety) days	₹. 1,000.00			
5	09/EE/KD/2026-27	₹. 21,76,504.00	₹. 43,530.00	90 (Ninety) days	₹. 1,000.00			
6	10/EE/KD/2026-27	₹. 21,10,404.00	₹. 42,208.00	120 (one hundred twenty) days	₹. 1,000.00			
7	11/EE/KD/2026-27	₹. 23,87,166.00	₹. 47,743.00	90 (Ninety) days	₹. 1,000.00			
8	12/EE/KD/2026-27	₹. 23,89,440.00	₹. 47,789.00	90 (Ninety) days	₹. 1,000.00			

Details can be seen in the office of the Executive Engineer, Kumarghat Division, PWD(R&B), Kumarghat, Unakoti Tripura or through website https://tripuratenders.gov.in

Sd/- Illegible
Executive Engineer
PWD(R&B), Kumarghat Division
Kumarghat, Unakoti Tripura

ICA/C/932/26

ধর্মনগরে ভীষ্মদেব স্মৃতি শিশু নাটক প্রতিযোগিতার শুভ সূচনা, উৎসাহে মুখর সাংস্কৃতিক মহল

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৪ জুন: উত্তর ত্রিপুরা জেলার শিশু শিল্পীদের সৃজনশীল প্রতিভা বিকাশের লক্ষ্যে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে দুই দিনব্যাপী জেলা ভিত্তিক 'ভীষ্মদেব স্মৃতি শিশু নাটক প্রতিযোগিতা'-র আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়েছে। ধর্মনগরের অর্ধেন্দু ভট্টাচার্য স্মৃতি ভবনে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেছে।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ধর্মনগর বিধানসভার বিধায়ক জহর চক্রবর্তী। এদিন বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা রিপন চাকমাসহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।মঙ্গলপ্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। পরে উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়।প্রতিযোগিতার প্রথম দিনে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত পাঁচটি নাট্যদল অংশগ্রহণ করে। শিশু শিল্পীদের প্রাণবন্ত অভিনয়, সাবলীল সংলাপ উপস্থাপনা এবং অসাধারণ নাট্যপ্রতিভা উপস্থিত দর্শকদের মুগ্ধ করে। প্রতিটি নাটকের মধ্যেই ছিল বৈচিত্র্য এবং সমাজমুখী শিক্ষামূলক বার্তা।

আয়োজকদের মতে, নাট্যচর্চা শিশুদের সৃজনশীল চিন্তাশক্তি, আত্মবিশ্বাস এবং সাংস্কৃতিক চেতনা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সেই লক্ষ্যেই প্রতি বছর এ ধরনের প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়ে থাকে।

দুই দিনব্যাপী এই প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে ধর্মনগরের সাংস্কৃতিক মহলে উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নাট্যপ্রেমী মানুষজন শিশু শিল্পীদের পরিবেশনা উপভোগ করতে অনুষ্ঠানে উপস্থিত হচ্ছেন। আয়োজক সূত্রে জানা গেছে, প্রতিযোগিতার সমাপনী দিনে বিজয়ী দলগুলোর নাম ঘোষণা করা হবে এবং তাদের হাতে পুরস্কার ও সম্মাননা তুলে দেওয়া হবে।

সুদীপের

● প্রথম পাতার পর

অথচ সেগুলি দ্রুত মেরামতের উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।এছাড়াও সরকারি চিকিৎসা সরঞ্জাম রক্ষণাবেক্ষণের নামে অনিয়মের অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, বিষয়গুলোর উপর কঠোর নজরদারি ও মনিটরিং ব্যবস্থা গড়ে তোলা জরুরি। চিকিৎসকরা যাতে কর্মঘণ্টায় কোনো গাফিলতি না করেন এবং রোগীদের বেসরকারি ক্লিনিকে যেতে বাধ্য না করেন, সেদিকে প্রশাসনের কড়া নজর থাকা উচিত বলেও মন্তব্য করেন তিনি।বিধায়কের আশঙ্কা, সরকারের এই সিদ্ধান্তে রোগীদের প্রত্যক্ষ কোনো উপকার হবে না। বরং চাকরিজীবনের শেষ পর্যায়ে থাকা কিংবা অন্য রাজ্যে যাওয়ার সুযোগ খুঁজছেন এমন অনেক অভিজ্ঞ চিকিৎসক রাজ্য ছেড়ে চলে যেতে পারেন। এতে রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবা আরও চাপে পড়বে।তিনি আরও বলেন, সরকারি মেডিকেল কলেজে ইতিমধ্যেই প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক ও ফ্যাকাল্টির ঘাটতি রয়েছে। সেই পরিস্থিতিতে মেডিকেল শিক্ষার আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে। ফলে নতুন এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হলে চিকিৎসা শিক্ষা ও রোগী পরিষেবা উভয় ক্ষেত্রেই নেতিবাচক প্রভাব পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। সবশেষে তিনি রাজ্য সরকারের কাছে চিকিৎসকদের প্রাইভেট প্র্যাকটিস সংক্রান্ত সিদ্ধান্তটি পুনর্বিবেচনার আহ্বান জানান এবং স্বাস্থ্য পরিষেবার সামগ্রিক উন্নয়নের দিকে অধিক গুরুত্ব দেওয়ার দাবি জানান।

আর্থিক প্রতারণার অভিযোগ

● প্রথম পাতার পর

ধরে বিভিন্ন ব্যক্তি ও স্বনির্ভর গোষ্ঠীর কাছ থেকে ধাপে ধাপে অর্থ সংগ্রহ করা হয়। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসার পর প্রতারিতদের একাংশ তেলিয়ামুড়া ব্লকের বিডিও বিপ্লব আচার্য-এর কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে বিডিও বিপ্লব আচার্য জানান, বিষয়টি ইতোমধ্যেই জেলা প্রশাসনের নজরে আনা হয়েছে। জেলা শাসকের নির্দেশ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ও আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে বলেও তিনি জানান।

এদিকে অভিযোগের আরও একটি গুরুতর দিক সামনে এসেছে। অভিযোগকারীদের দাবি, সরকারি নথিতে বিডিও-র স্বাক্ষর ও সরকারি সিল জাল করে বিভিন্ন নথি ব্যবহার করা হয়েছে। দীর্ঘ সময় ধরে এমন কার্যকলাপ চললেও তা প্রশাসনের নজরে না আসায় নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। স্থানীয় মহলের একাংশের দাবি, এই আর্থিক কেলেঙ্কারির সঙ্গে অন্য কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে নিরপেক্ষ ও পূর্ণাঙ্গ তদন্ত প্রয়োজন। অভিযোগ রয়েছে, মহারানীপুরের পাশাপাশি গামাইবাড়ি ও ব্রহ্মছড়া এলাকাতেও একই ধরনের আর্থিক অনিয়ম ও প্রতারণার ঘটনা ঘটেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, অভিযুক্ত ঝুমা চৌধুরী অভিযোগের কিছু বিষয় স্বীকার করেছেন বলে দাবি করা হলেও, তদন্তকারী সংস্থা বা প্রশাসনের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে এখনও পর্যন্ত কোনো আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেওয়া হয়নি। বর্তমানে অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। তদন্তে আর্থিক প্রতারণা, জালিয়াতি এবং সরকারি নথি জাল করার অভিযোগ প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে প্রশাসনিক সূত্রে ইঙ্গিত মিলেছে।

ঘটনাকে ঘিরে এলাকাজুড়ে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। তদন্তের অগ্রগতি এবং প্রকৃত সত্য উদঘাটনের দিকেই এখন নজর রয়েছে প্রশাসন ও সাধারণ মানুষের।

কলকাতার তারাতলায় নির্মীয়মাণ গুদামের ছাদ ধস, ধ্বংসস্তূপে আটকে পড়ার আশঙ্কা ৫০-৬০ শ্রমিকের

কলকাতা, ২৪ জুন (আইএএনএস): দক্ষিণ কলকাতার তারাতলায় একটি নির্মীয়মাণ গুদামের ছাদ ধসে অন্তত ৫০ থেকে ৬০ জন শ্রমিক ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে পড়েছেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। বুধবার বিকেলে এই দুর্ঘটনার পর যুদ্ধকালীন তৎপরতায় উদ্ধারকাজ শুরু হয়েছে। প্রশাসন সূত্রে খবর, এখনও পর্যন্ত প্রায় ১৩ জন শ্রমিককে উদ্ধার করা হয়েছে। আহতদের দ্রুত এসএসকেএম হাসপাতাল-এ ভর্তি করা হয়েছে। উদ্ধার হওয়া আহতদের মধ্যে পাঁচজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে।

ঘটনাস্থলে ভারতীয় সেনাবাহিনী, জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এনডিআরএফ), দমকল এবং কলকাতা পুলিশের যৌথ বাহিনী উদ্ধারকাজ চালাচ্ছে। ধ্বংসস্তূপ সরাতে ক্রেন ও গ্যাস কাটার ব্যবহার করা হচ্ছে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী পরিস্থিতির খোঁজ নিয়েছেন এবং পরে ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যাওয়ার কথা রয়েছে। রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পল ইতিমধ্যেই ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজ তদারকি করছেন।

স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, বিকেলে হঠাৎ করেই নির্মীয়মাণ গুদামের ছাদ ভেঙে পড়ে। সেই সময় বহু শ্রমিক ভিতরে কাজ করছিলেন এবং ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়েন।

প্রথমে স্থানীয় মানুষজন উদ্ধারকাজ শুরু করেন। পরে খবর পেয়ে পুলিশ, দমকল এবং এনডিআরএফের দল ঘটনাস্থলে পৌঁছায়।

প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, গুদামের ভিতরে ঢালাই (ওয়েল্ডিং) কাজ চলাকালীন কোনও সমস্যা থেকে দুর্ঘটনাটি ঘটতে পারে। ওই সময় সেখানে ৫০-৬০ জন শ্রমিক কাজ করছিলেন। স্থানীয়দের একাংশের অনুমান, মঙ্গলবারের ভারী বৃষ্টিতে নির্মাণসামগ্রী দুর্বল হয়ে পড়েছিল, যার ফলে ছাদটি হঠাৎ ভেঙে পড়ে।

উদ্ধারকারী দল লোহার বিম কেটে ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে শ্রমিকদের বের করে আনার চেষ্টা করছে। স্থানীয়দের দাবি, এখনও ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে থাকা কয়েকজন শ্রমিকের আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে।রাজ্যের মন্ত্রী ইন্দ্রনীল খান ঘটনাস্থলে পৌঁছে জানান, বর্তমানে উদ্ধারকাজই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার।

এছাড়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত রয়েছেন স্মিতা পান্ডে এবং বিজেপি নেতা রাকেশ সিং।পরিস্থিতি মোকাবিলায় রাজ্য সচিবালয় নবান্ন-এ একটি কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে। আহতদের হাসপাতালে নিয়ে যেতে ঘটনাস্থলে একাধিক অ্যাম্বুল্যান্স মোতায়েন করা হয়েছে।উদ্ধার অভিযান এখনও চলছে এবং ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে থাকা শ্রমিকদের সন্ধানে তল্লাশি অব্যাহত রয়েছে।

অরুণাচলে আকস্মিক বন্যায় নিখোঁজ ৩, ক্ষতিগ্রস্ত বহু বাড়ি; নদীর জলস্তর বৃদ্ধিতে অসমে হাই অ্যালার্ট

ইটানগর/গুয়াহাটি, ২৪ জুন (আইএএনএস): গত ৪৮ ঘণ্টার টানা ভারী বৃষ্টির জেরে অরুণাচল প্রদেশের কেয়ি পানিয়র জেলায় আকস্মিক বন্যার সৃষ্টি হয়েছে। বুধবারের এই দুর্যোগে অন্তত তিনজন নিখোঁজ হয়েছেন এবং প্রায় ২০টি বাড়ি ও আবাসিক ইউনিট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে।

একই সঙ্গে প্রতিবেশী রাজ্য অরুণাচলে ভারী বৃষ্টি ও বন্যার প্রভাবে নিম্নপ্রবাহ অঞ্চলে জলস্তর দ্রুত বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করে অসম সরকারও উচ্চ সতর্কতা জারি করেছে।প্রশাসনের এক শীর্ষ আধিকারিক জানান, অবিরাম বৃষ্টির ফলে জাতীয় সড়কের একাধিক স্থানে ভূমিধস নেমেছে। এতে যান চলাচল ব্যাহত হয়েছে এবং বহু যাত্রী মাঝপথে আটকে পড়েছেন।কর্তৃপক্ষের তথ্য অনুযায়ী, ইয়াজালি সার্কেলের অন্তর্গত পুসা এলাকার নীপকো প্রকল্প কলোনির কাছে হড়পা বানের জলে তিনজন ভেসে গিয়ে নিখোঁজ হন। প্রবল বৃষ্টির কারণে একটি রিটেইনিং ওয়াল ভেঙে পড়ে এবং ইয়াজালির নিচু এলাকাগুলি জলমগ্ন হয়ে পড়ে। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ খতিয়ে দেখতে এবং উদ্ধারকাজ তদারকির জন্য অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার, ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট অব পুলিশ এবং সার্কেল অফিসার ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

মাদক দ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস-২০২৬ উপলক্ষে র‍্যালি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুন: মাদক দ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস-২০২৬ উপলক্ষে আজ সকালে আগরতলার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন প্রাঙ্গন থেকে এক সচেতনতামূলক র্যালির আয়োজন করা হয়। পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা প্রশাসন ও জেলা সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে এই র্যালির আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা মন্ত্রী টিংকু রায়। তিনি নেশামুক্ত সমাজ গড়ে তুলতে সমাজের প্রত্যেক মানুষের সম্মিলিত উদ্যোগের আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, প্রত্যেকটা মানুষ নিজে সর্ব প্রথম প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলে নেশামুক্ত সমাজ গঠন করা সম্ভব হবে। এই সচেতনতামূলক র্যালির মাধ্যমে তিনি বিশেষ করে যুবসমাজকে নেশার কবল থেকে নিজেকে সচেতন থাকার আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে নেশামুক্ত অভিযানে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই বিশ্রামগঞ্জে ১০০ শয্যা বিশিষ্ট একটি নেশামুক্তি কেন্দ্র স্থাপনের কাজ চলছে। প্রায় ১২০ কোটি টাকা ব্যয় হবে। পাশাপাশি রাজ্যের প্রত্যেকটি জেলায় একটি করে নেশামুক্তি কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

র্যালিতে পশ্চিম জেলার ভারপ্রাপ্ত জিলা সভাধিপতি বিশ্বজিত শীল, রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন ঝর্ণা দেববর্মা, রাজ্য শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সন জয়ন্তী দেববর্মা, পশ্চিম জেলার জেলাশাসক ডা. বিশাল কুমার, সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের বিশেষ সচিব তপন কুমার দাস, আধিকর্তা এল রাখল সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ অংশগ্রহণ করেন। শপথ বাক্য পাঠের মধ্যদিয়ে এই অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। র্যালিতে এছাড়াও শিক্ষার্থী, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, বিভিন্ন দপ্তরের কর্মচারি সহ সাধারণ মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

সারা দেশে ‘হেলদি পঞ্চায়েত’ বিভাগে প্রথম স্থান অর্জন কাঞ্চনবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের, গর্বিত ত্রিপুরা

আগরতলা, ২৪ জুন: ত্রিপুরার উনকোটি জেলার কুমারঘাট আরডি ব্লকের অধীনস্থ কাঞ্চনবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত দেশের মধ্যে ‘হেলদি পঞ্চায়েত’ বিভাগে প্রথম স্থান অর্জন করে রাজ্যের জন্য এক বিরাট সম্মান বয়ে এনেছে। মর্যাদাপূর্ণ দীনদয়াল উপাধ্যায় পঞ্চায়েত সতত বিকাশ পুরস্কার -২০২৬-এ এই কৃতিত্ব অর্জন করেছে কাঞ্চনবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত।

এই সাফল্য শুধু পঞ্চায়েতের নয়, সমগ্র ত্রিপুরার গ্রামীণ উন্নয়ন ব্যবস্থার এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। স্বাস্থ্যসেবা, স্যানিটেশন, পুষ্টি, বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা এবং গ্রামবাসীদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে ধারাবাহিক প্রচেষ্টার স্বীকৃতি হিসেবেই এই জাতীয় সম্মান অর্জিত হয়েছে।

পঞ্চায়েত প্রশাসন, স্থানীয় বাসিন্দা, স্বাস্থ্যকর্মী এবং বিভিন্ন অংশীজনের সম্মিলিত উদ্যোগে একটি সুস্থ ও টেকসই গ্রামীণ পরিবেশ গড়ে তোলার যে প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে, তারই প্রতিফলন এই সাফল্য। বিশেষ করে পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ বজায় রাখা, উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা নিশ্চিত করা, নিরাপদ পানীয় জলের প্রাপ্যতা বৃদ্ধি, জনসম্পৃক্ততা এবং টেকসই উন্নয়নমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কাঞ্চনবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে।

গ্রামবাসীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে কাঞ্চনবাড়ি প্রমাণ করেছে যে, তৃণমূল স্তরের পরিকল্পনা ও জনসম্পৃক্ততার মাধ্যমে গ্রামীণ সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনা সম্ভব। এই স্বীকৃতির ফলে কাঞ্চনবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এখন স্বাস্থ্যকেন্দ্রিক গ্রামীণ উন্নয়নের এক আদর্শ মডেল হিসেবে দেশের অন্যান্য পঞ্চায়েতের কাছে অনুপ্রেরণা হয়ে উঠেছে। একই সঙ্গে এই অর্জন কুমারঘাট আরডি ব্লক এবং সমগ্র ত্রিপুরার জন্য এক গৌরবময় মুহূর্ত হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। গ্রামীণ পরিকাঠামো উন্নয়ন, জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে ত্রিপুরার অঙ্গীকারকেই এই জাতীয় সম্মান আরও একবার দেশের সামনে তুলে ধরেছে।

বেহাল কলাছড়া-থাইলিক তৈসা রেলস্টেশন সড়ক, চরম দুর্ভোগে সাধারণ মানুষ

সাব্রুম, ২৪ জুন: দক্ষিণ ত্রিপুরার সাব্রুম মহকুমার অন্তর্গত কলাছড়া-থাইলিক তৈসা রেলস্টেশন সংযোগকারী সড়ক দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে থাকায় চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন স্থানীয় বাসিন্দা ও যাত্রীরা। সড়কের বিভিন্ন অংশ ভেঙে গর্তের সৃষ্টি হওয়ায় যানবাহন চলাচল অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে বলে অভিযোগ।

স্থানীয়দের দাবি, কলাছড়া রেলস্টেশন হয়ে ভূরাতলী ও কালিবাজার এলাকায় যাতায়াতের জন্য এই সড়কই একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ মাধ্যম। এছাড়াও কলাছড়া একলব্য আবাসিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকদের প্রতিদিন এই পথ ব্যবহার করতে হয়। ফলে সড়কের বেহাল অবস্থার কারণে প্রতিনিয়ত দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে।

যানচালকদের অভিযোগ, সামান্য বৃষ্টিতেই রাস্তার গর্তগুলো পানিতে ভরে যায়, ফলে দুর্ঘটনার আশঙ্কা বেড়ে যায়। পাশাপাশি রাস্তাটির বিভিন্ন স্থানে ভাঙনের কারণে যানবাহনের ক্ষয়ক্ষতিও বৃদ্ধি পাচ্ছে। স্কুল-কলেজগামী শিক্ষার্থীদেরও প্রতিদিন নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

এদিকে, স্থানীয় বাসিন্দারা আরও অভিযোগ করেন যে, রেলস্টেশন চত্বরে থাকা বেশ কয়েকটি আলোকসজ্জা দীর্ঘদিন ধরে বিকল অবস্থায় রয়েছে। এছাড়া স্টেশন এলাকায় পর্যাপ্ত পানীয় জলের ব্যবস্থাও নেই, যার ফলে যাত্রীদের ভোগান্তি বাড়ছে।

পরিস্থিতির দ্রুত সমাধানের দাবিতে স্থানীয় জনগণ, যাত্রী ও যানচালকরা সংশ্লিষ্ট প্রশাসন এবং কর্তৃপক্ষের কাছে অবিলম্বে সড়ক সংস্কার, স্টেশনের বিকল লাইট মেরামত এবং নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা গ্রহণের জোর দাবি জানিয়েছেন।

প্রয়াত ফয়জুর রহমানকে স্মরণে ধর্মনগরে শোকসভা, উপস্থিত মানিক সরকারসহ বাম নেতৃত্ব

ধর্মনগর, ২৪ জুন: প্রয়াত প্রাক্তন বিধায়ক ও মন্ত্রী ফয়জুর রহমানের স্মৃতির উদ্দেশ্যে বুধবার ধর্মনগরের স্বামী বিবেকানন্দ সার্ধ শতবার্ষিকী ভবনে এক শোকসভার আয়োজন করে সিপিআই(এম)-এর উত্তর জেলা কমিটি।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার, সিপিআই(এম)-এর উত্তর জেলা সম্পাদক অমিতাভ দত্ত, বিধায়ক ইসলাম উদ্দিন, বিধায়ক শৈলেন্দ্রনাথ, প্রয়াত ফয়জুর রহমানের পুত্র বদরুল ইসলাম-সহ দলের বিভিন্ন স্তরের নেতা-কর্মীরা।

শোকসভার বক্তব্যে মানিক সরকার প্রয়াত ফয়জুর রহমানের দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবন, সাংগঠনিক দক্ষতা এবং জনমুখী কর্মকাণ্ডের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ফয়জুর রহমান ছিলেন একজন জননেতা, যিনি আমৃত্যু সাধারণ মানুষের স্বার্থে কাজ করে গেছেন। মানুষের প্রতি তাঁর নিষ্ঠা, রাজনৈতিক আদর্শ ও সাংগঠনিক ভূমিকা আগামী প্রজন্মের রাজনৈতিক কর্মীদের কাছে অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

এদিন উত্তর জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিপুল সংখ্যক দলীয় কর্মী-সমর্থক শোকসভায় যোগ দিয়ে প্রয়াত নেতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। সভায় তাঁর কর্মময় জীবন, রাজনৈতিক সংগ্রাম এবং সমাজের প্রতি অবদানের কথা স্মরণ করা হয়। শোকসভার মাধ্যমে প্রয়াত ফয়জুর রহমানের আদর্শ ও জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডকে নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার আহ্বান জানান উপস্থিত বক্তারা।

শান্তিরবাজারে ‘ক্ষেত বাঁচাও অভিযান’ ও প্রাকৃতিক চাষাবাদ বিষয়ক কর্মশালা, উপস্থিত মন্ত্রী শান্তনা চাকমা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২৪ জুন: কৃষিজমির উর্বরতা রক্ষা এবং পরিবেশবান্ধব কৃষি ব্যবস্থার প্রসারে দক্ষিণ জেলা কৃষি দপ্তরের উদ্যোগে বুধবার শান্তিরবাজারের মুকুট অডিটোরিয়ামে জেলা ভিত্তিক ‘ক্ষেত বাঁচাও অভিযান’ ও প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ বিষয়ক এক সচেতনতামূলক কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন শান্তনা চাকমা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রমোদ রিয়াং, দীপক দত্ত, স্বপ্না বৈদ্য, সত্যব্রত সাহা, বিশিষ্ট সমাজসেবী দীপায়ন চৌধুরী, দেবাশীষ ভৌমিক, প্রদীপ বরণ রায় এবং দক্ষিণ জেলা কৃষি দপ্তরের অধিকর্তা সুমিত কুমার সাহা-সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

অনুষ্ঠানে কৃষি বিশেষজ্ঞরা জানান, বর্তমানে অধিক ফলনের আশায় কৃষকরা ব্যাপকভাবে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার করছেন। এর ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও ধীরে ধীরে কৃষিজমির উর্বরতা হ্রাস পাচ্ছে এবং পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের ওপর বিরূপ প্রভাব পড়ছে। এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় রাজ্য সরকার ‘ক্ষেত বাঁচাও’ প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষকদের জৈব ও প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে চাষাবাদের জন্য প্রশিক্ষণ ও উৎসাহ প্রদান করছে।

উদ্বোধনী বক্তব্যে মন্ত্রী শান্তনা চাকমা বলেন, কৃষকদের আর্থিক উন্নয়ন এবং টেকসই কৃষি ব্যবস্থার বিকাশে রাজ্য সরকার একাধিক জনমুখী প্রকল্প গ্রহণ করেছে। তিনি কৃষকদের জৈব ও প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে চাষাবাদের দিকে আরও বেশি করে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। তাঁর মতে, প্রাকৃতিক উপায়ে উৎপাদিত ফসল যেমন স্বাস্থ্যসম্মত, তেমনি তা কৃষিজমির উর্বরতা দীর্ঘমেয়াদে বজায় রাখতে সহায়ক। অনুষ্ঠান শেষে মন্ত্রী শান্তনা চাকমা এবং অন্যান্য অতিথিরা কৃষি দপ্তরের উদ্যোগে স্থাপিত বিভিন্ন প্রদর্শনী স্টল পরিদর্শন করেন এবং কৃষকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। দক্ষিণ জেলা কৃষি দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিপুল সংখ্যক কৃষকের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। কৃষকদের মধ্যে প্রাকৃতিক কৃষি পদ্ধতি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিতে এই উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে মত সংশ্লিষ্ট মহলের।

রাস্তা মেরামতের নামে অনিয়মের অভিযোগ, তদন্তের দাবিতে সরব কালাগাঙ্গেরপার গ্রামের বাসিন্দারা

কদমতলা, ২৪ জুন: উত্তর ত্রিপুরার কদমতলা ব্লকের অন্তর্গত কালাগাঙ্গেরপার গ্রাম পঞ্চায়েতে রাস্তা মেরামত ও উন্নয়নমূলক কাজের নামে ব্যাপক অনিয়ম এবং সরকারি অর্থ আত্মসাতের অভিযোগকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। অভিযোগ উঠেছে, বিভিন্ন প্রকল্পে লক্ষাধিক টাকার এস্টিমেট ও ওয়ার্ক অর্ডার জারি করা হলেও বাস্তবে কাজের পরিমাণ অত্যন্ত সীমিত এবং অনেক ক্ষেত্রেই অসম্পূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সিপিআই(এম) পরিচালিত কালাগাঙ্গেরপার গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ব্রিক সোলিং রাস্তা মেরামতের জন্য প্রায় ৩ লক্ষ ৩৫ হাজার ৮৯ টাকার প্রকল্প অনুমোদন করা হয়। তবে এলাকাবাসীর অভিযোগ, বরাদ্দ অর্থের অধিকাংশই যথাযথভাবে কাজে ব্যয় করা হয়নি। অভিযোগ অনুযায়ী, গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩ নম্বর ওয়ার্ডে পঞ্চায়েত প্রধানের বাড়ির সামনে দিয়ে যাওয়া ব্রিক সোলিং রাস্তা সংস্কারের জন্য প্রায় ৪ হাজার ইট বরাদ্দ করা হলেও বাস্তবে মাত্র ১,২০০টির মতো ইট ব্যবহার করে কাজ সম্পন্ন দেখানো হয়েছে।

একইভাবে, ৬ নম্বর ওয়ার্ডে রানীবাড়ি রোড থেকে আজির উদ্দিনের বাড়ি পর্যন্ত প্রায় ২০০ মিটার রাস্তা সংস্কারের কাজ এখনও অসম্পূর্ণ অবস্থায় পড়ে রয়েছে বলে অভিযোগ। এছাড়াও ৫ নম্বর ওয়ার্ডে কালাগাঙ্গেরপার উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে মইনুল হকের বাড়ি পর্যন্ত প্রায় ৩০০ মিটার রাস্তা মেরামতের কাজও পুরোপুরি শেষ না করেই বরাদ্দ অর্থ ব্যয়ের হিসাব দেখানো হয়েছে বলে দাবি এলাকাবাসীর। স্থানীয়দের অভিযোগ, গ্রাম পঞ্চায়েতের একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পে বড় অঙ্কের এস্টিমেট ও ওয়ার্ক অর্ডার দেখিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকার অনিয়ম সংঘটিত হচ্ছে। বিষয়টি একাধিকবার সংশ্লিষ্ট ব্লক প্রশাসনের নজরে আনা হলেও এখনও পর্যন্ত কোনও দৃশ্যমান পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি বলেও অভিযোগ করেছেন তারা।

এলাকাবাসীরা অবিলম্বে পুরো ঘটনার নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন। পাশাপাশি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করে তারা বলেন, তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত তথ্য সামনে এনে দোষীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।

তবে অভিযোগের বিষয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের প্রতিক্রিয়া এখনও পাওয়া যায়নি। প্রশাসনের পক্ষ থেকে তদন্ত শুরু হলে প্রকৃত ঘটনা সামনে আসবে বলে মনে করছেন স্থানীয়রা।

কলকাতায় পশ্চিমবঙ্গের উচ্চশিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে রাজ্যের উচ্চশিক্ষামন্ত্রীর বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুন: রাজ্যের উচ্চশিক্ষামন্ত্রী কিশোর বর্মন আজ কলকাতায় পশ্চিমবঙ্গের উচ্চশিক্ষামন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হন। কলকাতার বিকাশ ভবনে আয়োজিত এই বৈঠকে ত্রিপুরার ছাত্রছাত্রীদের উচ্চশিক্ষার সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তাদের মধ্যে আলোচনা হয়।

সম্প্রতি ত্রিপুরা উইমেন্স পলিটেকনিকের ফ্যাশন টেকনোলজি বিভাগের ছাত্রীরা পশ্চিমবঙ্গের ডব্লিউবিজেইএলইটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পরও অনলাইন কাউন্সেলিংয়ের প্রথম পর্যায়ে গভর্মেন্ট কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ার এ্যান্ড টেক্সটাইল টেকনোলজি, শ্রীরামপুর এবং বহরমপুর-এর মতো টেক্সটাইল ও অ্যাপারেল প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট কলেজগুলির নাম চয়েস ফিলিং তালিকায় দেখতে পাচ্ছেন না। যোগ্য ছাত্রছাত্রীরা ভর্তি প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

ত্রিপুরা সরকারের উচ্চশিক্ষা দপ্তর বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে পশ্চিমবঙ্গ জয়েন্ট এন্ট্রান্স এক্সামিনেশনস বোর্ডের নিকট ২০/১২/২০২৫ এ আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তক্ষেপের আবেদন জানায়।

বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গের উচ্চশিক্ষা মন্ত্রীর কাছে বিষয়টি বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয় এবং জানানো হয় যে, অতীতে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রকৌশল ও প্রযুক্তি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ত্রিপুরার ছাত্রছাত্রীদের জন্য সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা ছিল, যার মাধ্যমে বহু শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষার সুযোগ পেয়েছেন। কিন্তু বিগত তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের আমলে সেই সুযোগ কার্যত বন্ধ হয়ে যায়, ফলে ত্রিপুরার মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা ক্ষতিগ্রস্ত হন।

বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী বিষয়টির প্রতি ইতিবাচক মনোভাব প্রদর্শন করেন এবং আশ্বাস দেন যে, ত্রিপুরার ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থে পশ্চিমবঙ্গের সরকারি প্রযুক্তি ও প্রকৌশল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে পূর্বের সংরক্ষিত আসন ব্যবস্থা পুনরায় চালু করার বিষয়টি দ্রুত বিবেচনা করা হবে। পাশাপাশি চলতি শিক্ষাবর্ষে ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষার্থীদের সমস্যারও দ্রুত সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে বলে তিনি আশ্বস্ত করেন।

ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে শিক্ষা ক্ষেত্রে দীর্ঘদিনের সুসম্পর্ক এবং আন্তঃরাজ্য সহযোগিতার ঐতিহ্য রয়েছে। এই উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে ত্রিপুরার বহু ছাত্রছাত্রী উন্নত প্রযুক্তিগত শিক্ষার সুযোগ লাভ করবে এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মানবসম্পদ উন্নয়নে তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। ত্রিপুরার ছাত্রছাত্রীদের ন্যায্য অধিকার ও উচ্চশিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করতে ভবিষ্যতেও এই বিষয়টি নিয়ে সংশ্লিষ্ট মহলের সঙ্গে ধারাবাহিক যোগাযোগ ও প্রয়োজনীয় উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে।

২৭ জুন জিবিপি হাসপাতালের বহির্বিভাগ খোলা থাকবে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুন: আগামী ২৬ জুন, ২০২৬ থেকে ২৮ জুন, ২০২৬ (২৬ জুন মহরম, ২৭জুন চতুর্থ শনিবার এবং ২৮ জুন রবিবার) পরপর তিনদিন সরকারি ছুটি ঘোষণা থাকলেও আগামী ২৭ জুন, ২০২৬ (চতুর্থ শনিবার দিন) ত্রিপুরা সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের অন্তর্গত আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ এন্ড জিবিপি হাসপাতালের বহির্বিভাগ ও ডায়াগনস্টিক পরিষেবা যথারীতি খোলা থাকবে। এজিএমসি ও জিবিপি হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপার এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানিয়েছেন।

ডুম্বুর জলাশয়ে তিন মাস মাছ ধরায় নিষেধাজ্ঞা, মৎস্যজীবীদের সহযোগিতার আহ্বান মৎস্য দপ্তরের

গন্ডাছড়া, ২৪ জুন: প্রতি বছরের মতো এবারও ডুম্বুর জলাশয়ে মাছের প্রজনন ও প্রাকৃতিক মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণের স্বার্থে আগামী তিন মাস মাছ ধরার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে গন্ডাছড়া মহকুমা মৎস্য দপ্তর। আগামী ২৫ জুন থেকে ২৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই নিষেধাজ্ঞা কার্যকর থাকবে।

মৎস্য দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, ডুম্বুর জলাশয় ত্রিপুরার অন্যতম বৃহৎ জলাশয় এবং রাজ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ মৎস্যভাণ্ডার হিসেবে পরিচিত। এই জলাশয়ের উপর নির্ভরশীল প্রায় চার হাজার লাইসেন্সধারী মৎস্যজীবী মাছ শিকার ও বিক্রির মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করেন।

প্রতি বছর বর্ষাকালে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ প্রজননের জন্য ডিম ছাড়ে। মাছের স্বাভাবিক বংশবিস্তার নিশ্চিত করতে এবং জলাশয়ের মৎস্যসম্পদ রক্ষায় এই সময় মাছ ধরার উপর সাময়িক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। সেই ধারাবাহিকতায় চলতি বছরও তিন মাসের জন্য মাছ শিকারে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

গন্ডাছড়া মহকুমার ফিশারিজ সুপারিনটেনডেন্ট মদন ত্রিপুরা জানান, নিষেধাজ্ঞার সময়কালে নিবন্ধিত মৎস্যজীবীদের আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য মৎস্য দপ্তরের পক্ষ থেকে প্রতি মাসে এক হাজার টাকা করে মোট তিন হাজার টাকা অনুদান দেওয়া হবে। তিনি আরও জানান, নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে কেউ মাছ শিকার করলে তার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। একইসঙ্গে আগামী তিন মাস ডুম্বুর জলাশয়ে মাছ ধরা থেকে বিরত থেকে মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণে সহযোগিতা করার জন্য সকল মৎস্যজীবীর প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

মৎস্য দপ্তরের এই উদ্যোগ ডুম্বুর জলাশয়ের জীববৈচিত্র্য রক্ষা এবং ভবিষ্যতে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহল।

তৃষ্ণা অভয়ারণ্যে অবৈধ রাবার চাষের বিরুদ্ধে অভিযান, ধ্বংস ৭৫০টি রাবার চারা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া,২৪ শে জুন: মঙ্গলবার তৃষ্ণা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যের ওয়াইল্ডলাইফ ওয়ার্ডেন বিমল দাসের নেতৃত্বে মান্দারিয়া বিটের অন্তর্গত বনভূমি এলাকায় একটি বিশেষ অভিযান করা হয়। অভিযানের সময় অবৈধভাবে রোপণ করা আনুমানিক ৭৫০টি রাবার চারা ধ্বংস করা হয়।

উক্ত অভিযানে যশমুড়া বিটের বিট অফিসার শ্রী সেলিম দেববর্মা এবং মান্দারিয়া বিটের বিট অফিসার শ্রী অনুপ দেববর্মাও উপস্থিত ছিলেন। প্রাথমিক তদন্তে মান্দারিয়া এলাকার বাসিন্দা শ্রী নরেন্দ্র কুমার ত্রিপুরার সংশ্লিষ্টতা পাওয়া যাওয়ায় তার বিরুদ্ধে মান্দারিয়া বিট থেকে ইন্ডিয়ান ফরেনস্ট এ্যাক্ট, ১৯৭২ এবং ফরেস্ট (কনভারসেশন) অ্যাক্ট, ১৯৮০-এর অধীনে একটি বন মামলা রুজু করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত বর্তমানে চলমান রয়েছে।

ওয়াইল্ডলাইফ ওয়ার্ডেন বিমল দাশ জানান তদন্তে এই অবৈধ কর্মকাণ্ডের সঙ্গে আরও কয়েকজন ব্যক্তির জড়িত থাকার তথ্য পাওয়া গেছে। তাদের বিরুদ্ধেও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে মামলা রুজু করা হবে।বিমল দাশ আরও বলেন বনভূমিতে কোন প্রকারের অবৈধভাবে গাঁজা চাষ, রাবার বাগান করা বরদাস্ত করা হবে না , দপ্তরের কর্মীরা সদা সচেষ্ট থাকবে বনভূমি রক্ষায়।

সংরক্ষিত শূন্যপদ পূরণে বিশেষ

● আটের পাতার পর

সমস্যার স্থায়ী সমাধানে কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। তাঁদের মতে, সংরক্ষিত পদে সময়মতো নিয়োগ সম্পন্ন করা সামাজিক ন্যায়বিচার এবং সরকারি চাকরিতে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সংগঠনের পক্ষ থেকে আরও বলা হয়, ব্যাকলগ শূন্যপদ পূরণ করা হলে সংরক্ষণ নীতির যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত হবে। পাশাপাশি রাজ্য সরকারের কাছে সমস্ত দফতরে সংরক্ষিত শূন্যপদের পূর্ণাঙ্গ হিসাব প্রস্তুত করে দ্রুত বিশেষ নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করার দাবি জানানো হয়।

এদিকে, দাবি পূরণে সরকার সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ না নিলে আগামী দিনেও গণতান্ত্রিক আন্দোলন জোরদার করার হুঁশিয়ারি দিয়েছে টিএসএফ। একইসঙ্গে রাজ্য প্রশাসনের কাছে সংরক্ষিত শূন্যপদ পূরণের জন্য একটি স্পষ্ট রোডম্যাপ ঘোষণার দাবি জানানো হয়েছে।

টাকারজলা নির্যাতনকাণ্ডে অভিযুক্তদের

● আটের পাতার পর

ঘটনার মূল অভিযুক্ত টিটন আলী-সহ হরলাল সূত্রধর, মনিকা সূত্রধর, রোকেয়া বেগম, রহিমা খাতুন এবং দুলালকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করতে হবে। পাশাপাশি টাকারজলা থানার ওসি রথীন দেববর্মার বিরুদ্ধে দায়িত্বে গাফিলতির অভিযোগে বিভাগীয় তদন্ত শুরু করে তাঁকে অপসারণের দাবি জানানো হয়েছে।

এছাড়াও, জিবিপি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন নির্যাতিতা মহিলার সম্পূর্ণ চিকিৎসার ব্যয় রাজ্য সরকারকে বহন করতে হবে এবং তাঁর পরিবারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবি জানানো হয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্য মহিলা কমিশনকে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে (সুয়ো মোটো) এই ঘটনার তদন্তে হস্তক্ষেপ করার আহ্বানও জানানো হয়েছে।

মহিলা কংগ্রেস হুঁশিয়ারি দিয়ে জানিয়েছে, আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মূল অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার এবং অভিযুক্ত পুলিশ আধিকারিকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হলে সারা রাজ্যজুড়ে বৃহত্তর আন্দোলনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

উল্লেখ্য, উপরোক্ত সমস্ত অভিযোগ ও দাবি ত্রিপুরা প্রদেশ মহিলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সাংবাদিক সম্মেলনে উত্থাপন করা হয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া এখনও পাওয়া যায়নি।

ধর্মনগর সেন্ট্রাল রোডে দোকান

● আটের পাতার পর

আমাকে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই।”

আদালত স্পষ্ট করেছে, জারি করা নির্দেশ বাস্তবায়নে কোনো ধরনের বাধা সৃষ্টি করা হলে অথবা আইন অমান্যের ঘটনা ঘটলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ধর্মনগরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক এলাকায় সংঘটিত এই ঘটনাকে ঘিরে ব্যবসায়ী মহলে ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়েছে। আদালতের এই পদক্ষেপ ভবিষ্যতে ভাড়াটিয়া ও সম্পত্তি-সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ নজির হয়ে উঠতে পারে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহল। এই মামলাটি পরিচালনা করেছেন সিনিয়র অ্যাডভোকেট ঋষিকেশ নাথ এবং উনার সহযোগীরা।

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 1 25-06-2026, 01:01

অঙ্গন

আগরতলা প্রেস ক্লাবের প্রীতি ফুটবল আগামীকাল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুন।। সাংবাদিকদের মধ্যে সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি ও ক্রীড়া চেতনা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আগামী ২৬ জুন (শুক্রবার) সকাল ৮:৩০ মিনিট থেকে উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে আগরতলা প্রেস ক্লাবের উদ্যোগে একটি প্রীতি ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। গত বছরের ন্যায় এবছরও আগরতলা প্রেস ক্লাবের সদস্য সাংবাদিকদের নিয়ে গঠিত দুটি দল আগরতলা প্রেস ক্লাব টিম-এ এবং আগরতলা প্রেস ক্লাব টিম-বিএর মধ্যে এই ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে।ম্যাচটির সহযোগিতা প্রদান করবে ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন।উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন আগরতলা প্রেস ক্লাবের সহ-সভাপতি শ্রীমতি চিত্রা রায়, আগরতলা প্রেস ক্লাব স্পোর্টস সাব-কমিটির চেয়ারম্যান অলক ঘোষ, ক্লাবের কোষাধ্যক্ষ রঞ্জন রায়, যুগ্ম সম্পাদক কমল চৌধুরী। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি, সহ-সভাপতি, সম্পাদক, যুগ্ম সম্পাদকসহ সকলকেই এতে উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।আগরতলা প্রেস ক্লাব টিম-এঅধিনায়ক: সন্তোষ গোপসহ-অধিনায়ক: মেঘধন দেব, গোলরক্ষক: সুমন সাহা, অন্যান্য খেলোয়াড়: অমিত দেববর্মা, অভিজিৎ মজুমদার, দেবাশিস বসু, অনিমেষ শর্মা, বিষ্ণুপদ বণিক, প্রশান্ত দেবরায়, অর্পণ দে, সুজিত আচার্য, সুমন ঘোষ, আবির শীল, মৃদুল চক্রবর্তী, অরিন্দম চক্রবর্তী, রাজেশ কর, জাকির হোসেন, নারায়ণ শীল, কুণাল সিন্ধে, চ্যাং (সিবিসি), সমীর সাহা, সিশান চক্রবর্তী, অভিষেক দে এবং সুপ্রভাত দেবনাথ।ম্যানেজার: চন্দ্রিমা সিরকার।আগরতলা প্রেস ক্লাব টিম-বি: অধিনায়ক: অভিষেক দেববর্মা, সহ-অধিনায়ক: প্রসেনজিৎ সাহা, গোলরক্ষক: স্বপন মিয়া, অন্যান্য খেলোয়াড়: রবীন কলই, কিঙ্কর শীল, সৌরভ মোদক, সুমিত সিনহা, সুব্রত দেবনাথ (টিভি), ভিকি ধানুকা, মিল্টন ধর, প্রবীর দেববর্মা, শুভঙ্কর দাস, বাপন সাহা, রাজেশ রায়, সুব্রত দেবনাথ (পত্রিকা), পার্থসারথি দেব, রাজীব চন্দ, পার্থজিৎ দত্ত, শান্তনু বণিক, বিশ্বজিৎ দে, উত্তম চক্রবর্তী, দিব্যেন্দু দে, প্রশান্ত কর্মকার এবং প্রণব শীল। ম্যানেজার: স্বরূপা নাহা।আগরতলা প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে সকল সাংবাদিক, ক্রীড়াপ্রেমী ও শুভানুধ্যায়ীদের উপস্থিত থেকে এই প্রীতি ফুটবল ম্যাচ উপভোগ করার জন্য স্পোর্টস কমিটির কনভেনার তথা সহ-সম্পাদক অভিষেক দে এক বিবৃতিতে আহ্বান জানিয়েছেন।

সিনিয়র মহিলা টি-২০ ক্রিকেট জয়ে সূচনা ইউ: ফ্রেন্ডস, চাম্পামুড়ার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। সিনিয়র মহিলাদের টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট শুরু হয়েছে। জয় দিয়ে দারুন সূচনা ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস ও চাম্পামুড়ার। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত সিনিয়র মহিলাদের আমন্ত্রণ মূলক টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট আজ বুধবার দুই মাঠে চারটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এমবিবি স্টেডিয়ামে সকাল সাড়ে আটটায় অনুষ্ঠিত ম্যাচে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস ৭ উইকেটের বড় ব্যবধানে চলমান সংঘ-কে পরাজিত করেছে। প্রথমে ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে চলমান সংঘ নির্ধারিত ২০ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে ১২১ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে তামান্না দেবনাথ এর ৩২ রান এবং অস্মিতা দাসের ২৬ রান উল্লেখযোগ্য। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে নির্ধারিত কুড়ি ওভার শেষ হওয়ার ৭ বল বাকি থাকতে তিন উইকেট হারিয়ে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। দলের পক্ষে তানিশা ভৌমিক ৩০ রান পায়। বোলার রুদ্রাক্ষী সাহা প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব পেয়েছে।বেলা একটায় একই মাঠে অনুষ্ঠিত অপর খেলায় চাম্পামুড়া কোচিং সেন্টার ১৪ রানের ব্যবধানে ব্রাইট ক্লাবকে পরাজিত করেছে। প্রথমে ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে চাম্পামুড়া কোচিং সেন্টার ১৮ ওভার ৫ বল খেলে ৯৯ রানে ইনিংস শেষ করলে জবাবে ব্রাইট ক্লাব ব্যাট করতে নেমে ৮৫ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। ব্যাটিংয়ে চাম্পামুড়ার গিয়া মন্ডল সর্বাধিক ৩৮ রান সংগ্রহ করে। বোলিংয়ে ব্রাইট ক্লাবের আয়ুশি মজুমদার সাত রানে চারটি উইকেট তুলে নিয়েছিল। তবে চম্পামুড়ার যমুনা দাস ১৪ রানে তিনটি উইকেট সংগ্রহ করে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব পেয়েছে।

বক্সিং প্রশিক্ষণ শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুন।। রাজ্যে বক্সিং খেলার মানোন্নয়ন ও নতুন প্রতিভা অন্বেষণের লক্ষ্যে আগামীকাল, বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হতে চলেছে এক মাসের বিশেষ আবাসিক বক্সিং কোচিং এবং কোচদের প্রশিক্ষণ শিবির। ত্রিপুরা অ্যামেচার বক্সিং অ্যাসোসিয়েশন এবং যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই মেগা শিবিরে বিশেষ সহযোগিতা করছে ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিল। আগামীকাল, বৃহস্পতিবার বিকেল ঠিক ৩ টায় আগরতলার এনএসআরসিসি-র বক্সিং হলে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হবে। উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত থাকবেন মাননীয়া বিধায়িকা শ্রীমতি অন্তরা দেব সরকার। এই মহতী উদ্যোগে মণিপুর থেকে আগত ফেডারেশনের খ্যাতনামা কোচ চিত্তরঞ্জন সিং ক্রীড়াবিদদের বিশেষ প্রশিক্ষণ দেবেন। আগামী ২৩ জুলাই পর্যন্ত টানা এক মাস ধরে চলবে এই উচ্চমানের আবাসিক প্রশিক্ষণ শিবির।আগামীকালের এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথিদের এক চাঁদের হাট বসতে চলেছে। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা এল ডার্লং, ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের সচিব সুকান্ত ঘোষ ও কোষাধ্যক্ষ তপন ভট্টাচার্য। এছাড়াও উপস্থিত থাকবেন ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান রতন সাহা ও সচিব সুজিত রায়, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের উপ-অধিকর্তা বিপ্লব দত্ত এবং বিশিষ্ট সমাজসেবক কমল দে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন ত্রিপুরা অ্যামেচার বক্সিং অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি অভিজিৎ দত্ত ভৌমিক। এই ক্রীড়া যজ্ঞকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলতে রাজ্যের সমস্ত ক্রীড়াপ্রেমী জনগণকে উপস্থিত থাকার জন্য বিনীত আহ্বান জানিয়েছেন ত্রিপুরা অ্যামেচার বক্সিং অ্যাসোসিয়েশনের সচিব সমীর সাহা।

মদরিচের 'ডাবল সেঞ্চুরি'র ম্যাচে টিকে রইল ক্রোয়েশিয়া, বিদায় পানামার

টরন্টো স্টেডিয়ামে ম্যাচটি জিততে তেমন একটা কষ্ট হওয়ার কথা ছিল না ক্রোয়েশিয়ার। কিন্তু লুকা মদরিচরা মাঠে নেমে দেখলেন অন্য বাস্তবতা। ফিফা র্যাঙ্কিংয়ে ক্রোয়েশিয়ার সঙ্গে ২৯ ধাপ পিছিয়ে থাকা পানামার বিপক্ষে প্রথমার্ধ শেষে মদরিচরা গোলশূন্য। পানামাও গোল করতে পারেনি, তবে বলকান অঞ্চলের দেশটির বক্সে চোখ রাঙিয়েছে কয়েকবার।ক্রোয়েশিয়া কোচ জাতকো দালিচ তাই দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে দুটি বদলি নামান মাঠে। ডিফেন্ডার ইওস্কো গাভার্দিওল এবং ফরোয়ার্ড পেতার মুসাকে তুলে মাঠে নামান দুই ফরোয়ার্ড আন্তে বুদিমির ও আন্দ্রে ক্রামারিচকে। ব্যস, তাতেই কাজটা হয়ে গেল ৮ মিনিট পর। মধ্য আমেরিকার দেশটির বক্সের ভেতর ডিফেন্ডার ইয়োসিপ স্তানিসিচের ক্রসে পা ছুঁইয়ে ৫৪ মিনিটে গোল করেন বুদিমির। শেষ পর্যন্ত এই গোলেই ক্রোয়েশিয়ার কাছে ১-০ ব্যবধানের হারে নিশ্চিত হয় পানামার বিদায়।'এল' গ্রুপে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে প্রথম জয় পেল ক্রোয়েশিয়া। প্রথম ম্যাচে ইংল্যান্ডের কাছে হেরেছিল ৪-২ গোলে। ২ ম্যাচে ৪ পয়েন্ট করে পেয়ে এ গ্রুপের শীর্ষে যথাক্রমে ইংল্যান্ড ও ঘানা। ইংল্যান্ডের সঙ্গে গোল ব্যবধানে পিছিয়ে দুইয়ে ঘানা। সমান ম্যাচে ৩ পয়েন্ট নিয়ে তিনে ক্রোয়েশিয়া। ২ ম্যাচে কোনো পয়েন্ট না পাওয়া পানামা গ্রুপের তলানিতে। সব দলই গ্রুপে আর একটি করে ম্যাচ খেলবে। আগামী শনিবার নিজেদের শেষ ম্যাচে ঘানাকে হারাতে পারলেই বিশ্বকাপের নকআউটে উঠবে ক্রোয়েশিয়া।ক্রোয়েশিয়ার চিরসবুজ ৪০ বছর বয়সী মিডফিল্ডার মদরিচের জাতীয় দলের হয়ে এটা ছিল ২০০তম ম্যাচ। ৮১ মিনিটে তাঁকে তুলে নিয়ে বদলি নামান ক্রোয়েশিয়া কোচ।জয়ের পর দেশটির ফুটবল ফেডারেশনের পক্ষ থেকে মদরিচকে ২০০তম ম্যাচের স্মারক জার্সি উপহার দেওয়া হয়। তবে মদরিচের মাইলফলকের এই রাতে ইতিহাস গড়েন গোলদাতা বুদিমির। ইভিকা ওলিচকে পেছনে ফেলে ৩৪ বছর ৩৩৭ দিন বয়সী ওসাসুনা ফরোয়ার্ড এখন বিশ্বকাপে ক্রোয়েশিয়ার সবচেয়ে বেশি বয়সী গোলদাতা।বেশ ভালো খেলেও বিদায়ের টিকিট পেয়ে যাওয়ায় পানামার খেলোয়াড়েরা আসলে হতাশ হবেন। ক্রোয়েশিয়ার (১) চেয়ে তারা পোস্টে বেশি শট (২) রেখেছে। দ্বিতীয়ার্ধে তো দুবার গোলের খুব কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল। ক্রোয়াট গোলকিপার দমিনিক লিভাকোভিচ দেয়াল হয়ে দাঁড়ানোয় রক্ষা। ৬২ মিনিটে পানামার দুটি দারুণ শট ঠেকান লিভাকোভিচ।মরিয়া চেষ্টা করেও ম্যাচটা হেরে চলতি বিশ্বকাপে পঞ্চম দল হিসেবে গ্রুপ পর্ব থেকেই বিদায় নিশ্চিত হলো পানামার। ২০১৮ বিশ্বকাপেও গ্রুপ পর্বে দ্বিতীয় ম্যাচ খেলার পর বিদায় নিশ্চিত হয়েছিল মধ্য আমেরিকার দেশটির।

Cancellation Notice

Short Notice Quotation vide No.F.6-1/TWLS/Tender/Dev/For-2026-27/1334-73 dated 14.05.2026 issued by Wildlife Warden Trishna Wildlife Sanctuary is hereby cancelled due to unavoidable circumstances

**(BimaNDas,
Wildlife Warden
Trishna Wildlife Sanctuary
Joychandpur
ICA/C-921/26**

এফিডেভিট

আমি শ্রীমতি সুচিত্রা চক্রবর্তী ভূষন(Suchitra Chakraborty Bhusan) স্বামীঃ শ্রী অভয় কান্ত ভূষণ (Sri Avoy Kanta Bhusan) বাড়িঃ মনসা বাড়ি,অফিসটিলা,পো + থানাঃ বিশালগড়, জেলাঃ সিপাহীজলা, ত্রিপুরা, ৭৯৯১০২। আমি হিন্দু পরিবারের একজন গৃহীনি। বয়স চৌষট্টি। আমার পরিবারের জায়গার পর্চা নাম্বার ৪৩০৮ তহশিল কাচারি এবং মৌজা বিশালগড় এমনকি দলিল (Sale deed No.I-2669 dt.24/06/1992) দুটোতেই আমার নাম অজ্ঞাত কারণে সুচিত্রা ভূষন (চক্রবর্তী) (Suchitra Bhusan Chakraborty)স্বামীঃ অভয়ভূষণ (Avoybhusan)রয়েছে। গত ২৩/০৬/২০২৬ ইং সালে এফিডেভিট নাম্বার ৬৭৪ নোটারি এভিডেভিড মুলে আমার সঠিক নাম হবে সুচিত্রা চক্রবর্তী ভুষণ ও স্বামীঃ অভয় কান্ত ভূষণ একই বলিয়া গণ্য করা হোক।

কিংবদন্তী দাবাড়ু বিশ্বনাথন আনন্দকে এসজেএফআই মেডেল প্রদান

চেন্নাই, ২৪ জুন।। ভারতের প্রথম গ্র্যান্ড মাস্টার তথা পাঁচ বারের ওয়ার্ল চেস চ্যাম্পিয়ন কিংবদন্তী দাবাড়ু বিশ্বনাথন আনন্দকে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বুধবার "এসজেএফআই মেডেল" তুলে দেয়া হয়। চেন্নাইয়ের ঐতিহ্যবাহী মাদ্রাজ ক্রিকেট ক্লাবের হল ঘরে বিশ্বনাথন আনন্দকে ২২ ক্যারেটের ১৪ গ্রাম এসজেএফআই স্বর্ণ পদক গলায় পড়িয়ে দেন ১৯৮৩-র প্রুডেনসিয়াল ক্রিকেট বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন দলের সদস্য তথা প্রাক্তন ভারতীয় অধিনায়ক কৃষ্ণমাচারি শ্রীকান্ত। অনুষ্ঠানে ছিলেন ১৯৮০ মস্কো অলিম্পিকে স্বর্ণ জয়ী ভারতীয় হকি দলের অধিনায়ক বাসুদেবন ভাস্করন।বিশ্বনাথন আনন্দকে উত্তরীয় পড়িয়ে বরণ করে নেন এসজেএফআই-র সভাপতি সরযূ চক্রবর্তী। স্বাগত ভাষনে ফেডারেশনের কর্মকাণ্ড তুলে ধরেন তিনি। সুবর্ণ জয়ন্তী বছরে বিশ্বনাথন আনন্দকে স্বর্ণ পদক তুলে দিতে পারে এসজেএফআই গর্বিত বলে তিনি জানান। এছাড়া এসজেএফআই-র স্বর্ণ পদক সহ মানপত্রও তুলে দেয়া হয় কিংবদন্তী দাবাড়ুকে। পরে বক্তব্যে বিশ্বনাথন এই সম্মান প্রদানের জন্য এসজেএফআই ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, "ক্রীড়া সাংবাদিকরা যে ভাবে খেলোয়াড়দের উৎসাহ দিয়ে থাকে, এর ফলেই জন্ম নেয় তারকা। সুবর্ণ জয়ন্তী বছরে বিশ্বনাথন আনন্দকে স্বর্ণ পদক তুলে দিতে পারে এসজেএফআই গর্বিত বলে তিনি জানান। এছাড়া এসজেএফআই-র স্বর্ণ পদক সহ মানপত্রও তুলে দেয়া হয় কিংবদন্তী দাবাড়ুকে।

বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ আগামীকাল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুন।।ত্রিপুরা স্পোর্টস জার্নালিস্টস ক্লাবের (টি এস জে সি) বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান আগামী ২৬ জুন হবে। এবছর লাইফ টাইম এচিভমেন্ট এওয়ার্ড দেয়া হবে রাজ্যের প্রাক্তন ও প্রবীণ বডি বিল্ডিং খেলোয়াড় তথা ভারোত্তোলন ও জিমন্যাস্টিক সংস্থার দীর্ঘ দিনের সম্পাদক ক্রীড়া সংগঠক দিলীপ ভট্টাচার্যকে।এছাড়া ছয়টি ইভেন্টে বর্ষ সেরা খেলোয়াড়দের পুরস্কার তুলে দেয়া হবে। টি এস জে সি-র বিচারে এবারের নির্বাচিতরা হলো - জিমন্যাস্টিক্স-এ শ্রেয়াংশী রায়, ফুটবলে পারভেজ ভূঁইয়া, ক্রিকেটে ঋজু সাহা, জুডোতে রিকসন দেববর্মা, দাবায় শাক্য সিংহ মোদক ও বডি বিল্ডিং-এ ডা. বিশাল সিনহা।আগামী ২৬ জুন বিকাল তিনটায় হবে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। এতে বিশিষ্ট অতিথিরা সহ রাজ্যের ক্রীড়া জগতের বিশিষ্ট জনের উপস্থিত থাকবেন।

জোড়া গোল রোনাল্ডোর, পাল্টা জবাব মেসিকে, ক্রিশ্চিয়ানোর বিশ্বরেকর্ডের ম্যাচে উজবেকদের ৫ গোলে ওড়াল পর্তুগাল

লিয়োনেল মেসি, কিলিয়ান এমবাপে, আর্লিং হালান্ড বিশ্বকাপে দাপট দেখানোর প্রতিযোগিতায় কেউ বাকি ছিলেন না। পড়ে ছিলেন শুধু তিনিই। ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। প্রথম ম্যাচে হতশ্রী পারফরম্যান্সের জন্য সমালোচিত হয়েছিলেন। দ্বিতীয় ম্যাচে জোড়া গোল করে রোনাল্ডো বুঝিয়ে দিলেন, 'ফর্ম ইজ টেম্পোরারি, ক্লাস ইজ পার্মানেন্ট'। এই দুই গোল হয়তো মেসিকেও পাল্টা জবাব। বার্তা দিতে পারেন যে, তিনি ৪১ হলেও ফুরিয়ে যাননি। এখনও বিশ্বকাপে গোল করার ক্ষমতা রাখেন।

মঙ্গলবার হিউস্টনে উজবেকিস্তানকে ৫-০ গোলে উড়িয়ে নকআউটের দৌড়ে ভাল ভাবে টিকে থাকল পর্তুগাল। জোড়া গোল করলেন রোনাল্ডো। শেষ ম্যাচে কলম্বিয়ার বিরুদ্ধে ড্র করলেই নকআউট নিশ্চিত হয়ে যাবে।

কঙ্গোর বিরুদ্ধে খারাপ খেলার পর কেন তাঁকে পর্তুগালের প্রথম একাদশে রাখা হবে, সেটা নিয়েই প্রশ্ন উঠেছিল। তবে কোচ থেকে ফুটবলার, সকলেই ছিলেন রোনাল্ডোর পাশে। কোচ রবার্তো মার্তিনেজ উজবেকিস্তান ম্যাচেও প্রথম একাদশে রেখেছিলেন রোনাল্ডোকে। আলোচনা, সমালোচনা শুরু হয়ে গিয়েছিল তখনই। তা বিপুল বেগে বাড়ল, যখন চার মিনিটের মাথায় রোনাল্ডো সহজ একটি সুযোগ নষ্ট করলেন।

বাঁ দিক থেকে নুনো মেন্দেসের ভাসানো বলে স্রেফ পা ছোঁয়ালেই চলত। তিন-চার বছর আগের রোনাল্ডো হলে মার্কারকে টপকে অনায়াসে হেড করে দিতেন। এ দিন পৌঁছতেই পারলেন না। এক ইঞ্চির জন্য পা এবং বলের দূরত্ব রয়ে গেল। গোল মিস্ করে হতাশ মুখে মাথা নাড়তে নাড়তে রোনাল্ডো সেই এক ইঞ্চির পার্থক্যই দেখালেন।

কে জানত তাঁর কয়েক মিনিট পরেই চিত্রনাট্য পুরোপুরি বদলে যাবে। ডান প্রান্তে বল পেদ্রো নেতো যখন বল পেয়ে পাস দেওয়ার লোক খুঁজছেন, তখনই জটলার মধ্যে থেকে বেরিয়ে এলেন তিনি। নেতোর ক্রসে চলতি বলেই শট নিয়ে দুরূহ কোণ দিয়ে বল জালে জড়িয়ে দিলেন রোনাল্ডো। সঙ্গে সঙ্গে দৌড় লাগালেন ডাগআউটের দিকে। সেখানেই অপেক্ষা করছিলেন রিজার্ভ বেঞ্চের সতীর্থেরা। তাঁদেরই একজনের কোলে উঠে পড়লেন। মুহূর্তের মধ্যে রোনাল্ডোকে ঘিরে সতীর্থদের উচ্ছ্বাস শুরু হয়ে গেল।

প্রথম দু'টি ম্যাচে মেসির পারফরম্যান্স দেখার পর অনেকেরই মনে হয়েছিল, মেসি থাকলে যতটা আর্জেন্টিনার উপকার হয়, রোনাল্ডো থাকলে পর্তুগালের ততটাই অসুবিধা হয়। উজবেকিস্তান ম্যাচ বোঝাল, ব্যাপারটা হয়তো তেমন নয়। রোনাল্ডোর প্রতি সতীর্থদেরও সেই আবেগ রয়েছে। এবং সেই কারণেই মাঠে সতীর্থেরা বল পেলে এখনও রোনাল্ডোকে খোঁজেন। জানেন ওই এক জনের পায়ে বল খেলা খেলা বদলে যাওয়া সম্ভব।

দ্বিতীয় গোলটার কথাই ধরা যাক। বক্সের যে জায়গায় ফ্রিকিক পেয়েছিল পর্তুগাল, ওখান থেকে বহু গোল করেছেন রোনাল্ডো। কিন্তু এ দিনের সেট-পিসে সেই কোণটা ছিল না। ফলে নিখুঁত জায়গায় বল রাখতে সমস্যা হতে পারত। রোনাল্ডো এবং মেন্দেস পাশাপাশি দাঁড়িয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত মেন্দেস শট নিয়ে বল জালে জড়ান। তার পরেই রোনাল্ডো হাত তুলে যে ভাবে উচ্ছ্বাস করলেন, তাতে বোঝাই গেল বুদ্ধিটা তাঁরই ছিল।

তৃতীয় গোলের ক্ষেত্রেও রোনাল্ডোর সেই বুদ্ধিমত্তার ছাপ দেখা গেল। ব্রুনো ফের্নান্দেজ পাস পাওয়া মাত্রই দৌড় শুরু করেছিলেন। রোনাল্ডো ছুটছিলেন কোণাকুণি। ব্রুনোর পাস পেয়ে বল ধরার চেষ্টাই করেননি। তা হলে উজবেক ডিফেন্ডার আটকে দিতে পারতেন। রোনাল্ডো চলতি বলেই নিখুঁত জায়গায় শট রাখলেন।

দ্বিতীয়ার্ধেও ব্রুনোর বুদ্ধিদীপ্ত ফ্রিকিক থেকে যে শটটি নিয়েছিলেন, তা আর একটু নিখুঁত হলেই হ্যাটট্রিক হয়ে যেত। এ ছাড়া উজবেকিস্তানের গোলকিপার রোনাল্ডোর দু'টি নিশ্চিত গোল বাঁচিয়েছেন।

সব মিলিয়ে, এ দিন যে রোনাল্ডোকে দেখা গিয়েছে তার সঙ্গে কঙ্গো ম্যাচের রোনাল্ডোর অনেক তফাত। এই রোনাল্ডো পরিশ্রম করেছেন, বল দখলের জন্য লড়েছেন, নীচে নেমে ডিফেন্ড করেছেন, সতীর্থের জন্য বল ছেড়ে দিয়েছেন। আদ্যন্ত টিমম্যান বলতে যা বোঝায়, তার সব ক'টি বৈশিষ্ট্যই দেখা গিয়েছে তাঁর খেলায়। বয়সের কারণে খেলার শ্লথতা আসা বা গতি মন্থরতা রয়েছে ঠিকই। কিন্তু রোনাল্ডো বোঝালেন, নিজের দিনে তিনি এখনও সেরা।

অবশেষে বিশ্বকাপে আগমন হল ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর। প্রথম ম্যাচে খারাপ পারফর্ম করে সমালোচিত হওয়ার পর উজবেকিস্তানের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ম্যাচে বিশ্বরেকর্ড গড়লেন তিনি। বিশ্বের প্রথম ফুটবলার হিসাবে টানা ছ'টি বিশ্বকাপে গোল করলেন পর্তুগালের ফুটবলার।এ বার লিয়োনেল মেসিও ষষ্ঠ বিশ্বকাপ খেলছেন। তবে ২০১০-এ তিনি গোল করতে পারেননি। সোমবার রাতেই বিশ্বকাপের ইতিহাসে সর্বোচ্চ গোলদাতা হয়েছেন মেসি। তার পর দিন বিশ্বরেকর্ড করলেন রোনাল্ডোও।

২০০৬-এ বিশ্বকাপে অভিষেক হয় রোনাল্ডোর। ১৭ নম্বর জার্সি পরে অ্যাঙ্গোলার বিরুদ্ধে প্রথম মাঠে নামেন তিনি। ৬০ মিনিট পর তুলে নেওয়া হয়। পরের ম্যাচে ইরানের বিরুদ্ধে গোল করেন, যা বিশ্বকাপে তাঁর প্রথম গোল। মেক্সিকোর বিরুদ্ধে গ্রুপের শেষ ম্যাচে তাঁকে নামানো হয়নি। প্রি-কোয়ার্টারে নেদারল্যান্ডস ম্যাচে তাঁকে কিছু ক্ষণ পর তুলে নেওয়া হয়। কোয়ার্টার ফাইনালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ম্যাচ ০-০ ড্র থাকার পর শুটআউটে রোনাল্ডোর গোলে সেমিফাইনালে ওঠে পর্তুগাল। তবে ফ্রান্সের কাছে হেরে বিশ্বকাপ শেষ হয়ে যায়।

২০১০-এ রোনাল্ডো অনেক পরিণত হয়ে নেমেছিলেন। বালঁ দ্যর এবং চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতে ফেলেছিলেন। লুই ফিগোর থেকে সাত নম্বর জার্সিও পেয়েছিলেন। উত্তর কোরিয়া ম্যাচে রোনাল্ডো একটি গোল করেন। পরের রাউন্ডেই ছিটকে যায় পর্তুগাল।

২০১৪-য় রোনাল্ডোর হ্যাটট্রিকে বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন করে পর্তুগাল। তবে বিশ্বকাপের আগেই চোট পান রোনাল্ডো। তাই সেরা ছন্দে পাওয়া যায়নি তাঁকে। ফলে প্রথম ম্যাচে জার্মানির কাছে ০-৪ হারে পর্তুগাল। ঘানার বিরুদ্ধে গ্রুপের শেষ ম্যাচে গোল করেন রোনাল্ডো। তবে দেশ গ্রুপ পর্ব পেরোতে পারেনি। ২০১৮ রোনাল্ডোর কাছে স্মরণীয়। স্পেনের বিরুদ্ধে গ্রুপের ম্যাচে হ্যাটট্রিক করেন তিনি। মরক্কোর বিরুদ্ধে একটি গোল করেন। ২০২২-এ মাত্র একটি গোল করেন রোনাল্ডো। সেটি আসে ঘানার বিরুদ্ধে গ্রুপের ম্যাচে।

'ভেবেছিলাম ফুটবল থেকে অবসরই নিয়ে ফেলেছি'

প্রথম ম্যাচে তাঁর খেলা দেখে প্রশ্ন উঠে গিয়েছিল যে প্রথম একাদশে রাখা হবে কি না। দ্বিতীয় ম্যাচে সব প্রশ্নের জবাব দিয়ে দিলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। উজবেকিস্তানের বিরুদ্ধে জোড়া গোলকরলেন পর্তুগালের হয়ে। তার পরেই তাঁর বার্তা, 'আমি ফিরে এসেছি'। সাংবাদিক বৈঠকে লিয়োনেল মেসিকে নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই এড়ালেন রোনাল্ডো।

কঙ্গো ম্যাচে খারাপ খেলার পর তাঁকে কতটা কঠিন সময় কাটাতে হয়েছে তা উঠে এসেছে রোনাল্ডোর কথায়। তিনি বলেছেন, "খুব কঠিন, অন্ধকার একটা সপ্তাহ ছিল। মনে হচ্ছিল আমি যেন ফুটবল থেকে অবসর নিয়ে ফেলেছি। কিন্তু আমি নিজেকে শক্ত রেখেছিলাম। কারণ আমি সব কিছুর থেকে কঠোর পরিশ্রমে বিশ্বাস করি। আমি জানতাম সতীর্থেরা আমাকে অনেক সাহায্য করবে। কঠিন সময় ছিল, স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু আমরা ফিরে এসেছি। আমি খুব খুশি।"

ছ'টি বিশ্বকাপে গোল করে বিশ্বরেকর্ড করেছেন রোনাল্ডো। তাঁর কেরিয়ারে আরও একটি মাইলফলক। তবে সে সব নিয়ে ভাবছেনই না রোনাল্ডো। বলেছেন, "রেকর্ড ভাঙতে সব সময়েই ভাল লাগে। কিন্তু আমার গোলে দল নিজের লক্ষ্য ছুঁতে পেরেছে। দলের কঠোর পরিশ্রম এবং নিজেদের আত্মবিশ্বাস ফিরে পাওয়াই আসল লক্ষ্য ছিল।" কোয়ার্টার ফাইনালে পর্তুগালের মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে মেসির আর্জেন্টিনার। সেই প্রসঙ্গ উঠতেই রোনাল্ডো বলেন, "জানি না এর কী উত্তর দেব। এই ধরনের প্রশ্নের কোনও অর্থ নেই। তবে সেরা মানের খেলা হতে চলেছে।" আরও একটি প্রশ্ন আসতে রোনাল্ডো বলেন, "পরের প্রশ্ন করুন।" এর পর মেসির হ্যাটট্রিক এবং কিলিয়ান এমবাপেকে নিয়েও প্রশ্ন করা হয়। রোনাল্ডো উত্তর দেননি।

পর্তুগালের কোচ রবার্তো মার্তিনেজ জানিয়েছেন, গোটা দলের আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন রোনাল্ডোই। তিনি বলেন, "সপ্তাহটা কঠিন ছিল আমাদের কাছে। যে ফলাফল প্রথম ম্যাচে চেয়েছিলাম তা পাইনি। অনেক সমালোচনা, অনেক আওয়াজ শুনেছি যা সঠিক ছিল না। ভেতরে ভেতরে আমরা রেগে গিয়েছিলাম। তবু সব আবেগ দূরে সরিয়ে রেখে আমরা নিজেদের সেরাটা দিতে পেরেছি। রোনাল্ডো নিখুঁত একজন অধিনায়ক। সব সময় নিজের কাজে মনোযোগ দেয়। নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলে বাকিদের চাঙ্গা করে। আমাদের অধিনায়ক একজন আদর্শ। ষষ্ঠ বিশ্বকাপ খেলছে। পর্তুগালের বাকিদের কাছে ও অনুপ্রেরণা। প্রতিটা অনুশীলনে রোনাল্ডো নিজেকে উন্নত করার চেষ্টা করে।"

হকিতে ৭ গোলের ম্যাচে পাকিস্তানকে হারাল ভারত, টানা ১৮ ম্যাচ অপরাজিত হরমনপ্রীতেরা, হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে ৪-৩ ব্যবধানে জয়

হকিতে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আবার জয় ভারতের। এফআইএইচ প্রো লিগের হাড্ডাহাড্ডি ম্যাচে ৪-৩ গোলে জিতলেন হরমনপ্রীত সিংহেরা। এই নিয়ে গত ১০ বছরে টানা ১৮টি ম্যাচে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অপরাজিত রইল ভারতীয় দল। ১৮টি ম্যাচের মধ্যে ১৬টি জিতেছে ভারত। ড্র দু'টি। মঙ্গলবার লন্ডনে মুখোমুখি হয়েছিল দু'দল। ম্যাচের প্রথম থেকেই দাপট ছিল গত দু'টি অলিম্পিক্সে ব্রোঞ্জজয়ীদের। যদিও প্রথম কোয়ার্টারে পেনাল্টি কর্নার থেকে গোল করে এগিয়ে যায় পাকিস্তান। খেলার গতির বিপরীতে ৭ মিনিটে পাকিস্তানের হয়ে গোল করেন আহমেদ নাদিম। গোল শোধের সুযোগ ছিল ভারতের কাছেও। প্রথম কোয়ার্টারের শেষে পেনাল্টি কর্নার পায় ভারতও। কিন্তু হরমনপ্রীতের শট আটকে দেন পাক গোলরক্ষক আলি রাজা।

পিছিয়ে পড়ার পর আক্রমণের ঝাঁজ অনেকটা বাড়িয়ে দেয় ভারতীয় দল। সুফলও পান হরমনপ্রীতেরা। পর পর ৪ গোল করেন ভারতীয় খেলোয়াড়েরা। তবে প্রথম সাতটি পেনাল্টি কর্নার কাজে লাগাতে পারেনি ভারতীয় দল। লড়াই হয়েছে মূলত পাকিস্তানের রক্ষণের সঙ্গে ভারতের ফরোয়ার্ডদের। দ্বিতীয় কোয়ার্টারে ম্যাচের ২২ মিনিটে সমতায় ফেরায় ভারত। দিলপ্রীত সিংহের শট পাকিস্তানের এক ডিফেন্ডার ক্লিয়ার করলেও বল পেয়ে যান অভিষেক নায়ার। তাঁর শট চেষ্টা করেও আটকাতে পারেননি রাজা। ঠিক ২ মিনিট পরই ভারতকে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে দেন নীলকান্ত শর্মা। 'ডি'-র বাইরে থেকে নেওয়া তাঁর শট এক পাক ডিফেন্ডারের স্টিকে লেগে গোলে ঢুকে যায়। এই গোলে এগিয়ে থেকেই বিরতিতে যায় ভারত।

তৃতীয় কোয়ার্টারে ম্যাচেক ৩৪ মিনিটে গোলের সহজ সুযোগ নষ্ট করে পাকিস্তান। ওয়াহিদ আশরফ রানা মাঝ মাঠ থেকে বল নিয়ে দ্রুত গতিতে ঢুকে পড়েন ভারতের 'ডি'-র মধ্যে। আটকে দেন ভারতের গোলরক্ষক। ৪১ মিনিটে ৩-১ ব্যবধানে এগিয়ে যায় ভারত। গোলের দিকে পিছন করে বল পান সুখজিৎ সিংহ। চকিতে ঘুরে দুর্দান্ত ফ্লিকে গোল করেন তিনি। ৩-১ ব্যবধানে এগিয়ে যাওয়ার পরও আগ্রাসী হকি থেকে সরেনি ভারতীয় দল। ব্যবধান কমাতে মরিয়া পাকিস্তান পেনাল্টি কর্নার পেলেও লাভ হয়নি। চতুর্থ কোয়ার্টারে ম্যাচের ৫২ মিনিটে ভারতের চতুর্থ গোলটি করেন রাজিন্দর সিংহ। পেনাল্টি কর্নার থেকে গোল করেন।৪-১ ব্যবধানে এগিয়ে যাওয়ার পর ভারতীয় দলের খেলায় কিছুটা শিথিলতা তৈরি হয়। সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে ব্যবধান কমাতে শুরু করে পাকিস্তান। ৫৪ মিনিটে পেনাল্টি কর্নার থেকে পাকিস্তানের দ্বিতীয় গোল করেন আবু বাকের। খেলা শেষ হওয়ার পর ১০ সেকেন্ড আগে তৃতীয় গোল পাকিস্তানের। ভারতীয় ডিফেন্ডারেরা পেনাল্টি কর্নার বাঁচিয়ে দিলেও ফিরতি বল ধরে গোল করেন পাকিস্তানের মইন শাকিল।

জাগরণ 25 June, 2026, Thursday আগরতলা ২৫ জুন, ২০২৬ ইং, ■ ৯ আষাঢ় ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার
■Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023

নববিবাহিত সহধর্মিনীকে নিয়ে মাতাবাড়ীতে পূজা দিলেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব

নববধূকে সাথে নিয়ে মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে পুজো দিচ্ছেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। বুধবার উদয়পুরে।

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুন: ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং বর্তমান সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব তাঁর নববিবাহিত সহধর্মিনী ত্রিবেণী রাউ ও পরিবারের সদস্যদের নিয়ে বুধবার উদয়পুরের ঐতিহাসিক মাতাবাড়ি তথা মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দিরে উপস্থিত হয়ে আশীর্বাদ গ্রহণ করেন।

দ্বিতীয়বার বিবাহ সম্পন্ন করার পর নবদম্পতি এই প্রসিদ্ধ সতীপীঠে এসে তাঁদের নতুন জীবনের শুভ সূচনা করেন। মন্দির প্রাঙ্গণে পৌঁছাতেই বিজেপি দলের কর্মী ও সমর্থকরা অভ্যর্থনা জানান সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব ও তাঁর সহধর্মিনীকে।

প্রথমে মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী দেবীর পূজা অর্চনা করে নবদম্পতি তাঁদের দাম্পত্য জীবনের মঙ্গল কামনা করেন। এরপর মন্দির চত্বরে অবস্থিত শিব মন্দিরে গিয়ে শিবঠাকুরের পূজাও সম্পন্ন করেন তারা। পূজা পর্ব শেষে বিপ্লব কুমার দেব ও তাঁর সহধর্মিনী কল্যাণ সাগর দিঘিতে কচ্ছপদের খাদ্য প্রদান করেন এবং ঐতিহ্য অনুযায়ী আশীর্বাদ গ্রহণ করেন। পরে মন্দিরের ভোগঘরের সামনে উপস্থিত দর্শনার্থীদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করেন নবদম্পতি।

এছাড়াও নতুন জীবনের শুভ সূচনা উপলক্ষে সাধু-সন্তদের মধ্যে বিশেষ উপহার প্রদান করেন বিপ্লব কুমার দেব ও তাঁর সহধর্মিনী।

তাঁদের এই আগমনকে কেন্দ্র করে মাতাবাড়ি মন্দির চত্বরে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় এবং মন্দির প্রাঙ্গণকে বিশেষভাবে সজ্জিত করা হয়। গোটা পরিবেশে উৎসবের আবহ বিরাজ করছিল এবং সাধারণ দর্শনার্থীদের মধ্যেও ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়। এই ধর্মীয় সফর নবদম্পতির জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে বলে মত প্রকাশ করেছেন উপস্থিত ভক্ত ও স্থানীয়রা।

ত্রিপুরায় ৯৬ টি সড়ক নির্মাণে কেন্দ্রের বরাদ্দ ২১১.৭১ কোটি

নয়াদিল্লি : ২৪ জুন, গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের জন্য প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা (পিএমজিএসওয়াই)-৪, ব্যাচ-১ এর অধীনে ত্রিপুরায় আনুমানিক ২১১.৭১ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৬৩.৮৭২ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের ৯৬টি সড়ক নির্মাণের অনুমোদন দিয়েছে। অনুমোদিত প্রকল্পগুলোর মাধ্যমে রাজ্যের ৯৬টি জনপদে প্রথমবারের মতো সারাবছর ব্যবহারযোগ্য সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে উঠবে। এই উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার ফলে স্কুল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং গ্রামীণ বাজারের মতো অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবাগুলোতে সহজে পৌঁছানো যাবে, যা এই এলাকাগুলোতে বসবাসকারী মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে। সারাবছর ব্যবহারযোগ্য সড়ক যোগাযোগের ব্যবস্থা গ্রামীণ এলাকার জীবনযাত্রার মান উন্নত করবে এবং রাজ্যের গ্রামীণ পরিকাঠামোকে আরও শক্তিশালী করবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই প্রকল্পগুলো সরকারের 'বিকশিত ভারত' স্বপ্ন বাস্তবায়নেও অবদান রাখবে। এই অনুমোদন ছাড়াও, গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক আজ পর্যন্ত পি.এম.জি.এস.ওয়াই প্রকল্পের অধীনে ত্রিপুরায় ৬,২৮৪ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের ১,৫৯৪টি সড়ক নির্মাণ কাজ এবং ৬৬টি সেতুর অনুমোদন দিয়েছে, যার জন্য মোট ৪,৪৭৯ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা গ্রামীণ সংযোগের ব্যবধান পূরণে এবং সমগ্র গ্রামীণ ভারতে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সুসায়ী উন্নয়ন প্রসারে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

সাধারণ মানুষের সমস্যা সমাধান করা এবং তাঁদের পাশে দাঁড়ানো সরকারের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুন: সমস্যা পীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়ানো এবং তাঁদের সমস্যার দ্রুত সমাধান করার লক্ষ্য নিয়ে আজও মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু কর্মসূচিতে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা। মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে অনুষ্ঠিত এই কর্মসূচিতে চিকিৎসা সহ মানুষের বিভিন্ন সমস্যার কথা শুনে মুখ্যমন্ত্রী সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের তাদের সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন। জনকল্যাণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সরকারের মানবিক ও জনমুখী দৃষ্টিভঙ্গিরই প্রতিফলন ঘটে চলছে মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু কর্মসূচির মাধ্যমে।

আজকের কর্মসূচিতে মূলত বিভিন্ন জটিল ও ব্যয়বহুল রোগে আক্রান্ত রোগীদের পরিবার চিকিৎসা সহায়তার আবেদন নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন খোয়াই জেলার দুর্গানগরের বাসিন্দা বিশ্বজিৎ বণিক, যার কন্যা হৃদরোগে আক্রান্ত, আমতলির নরেশ দেববর্মার কন্যা বি-সেল অ্যাকিউট লিম্ফোব্লাস্টিক লিউকেমিয়ায় আক্রান্ত, আগরতলার জয়শ্রী দে চন্দ স্বামীর ক্যান্সারের চিকিৎসার জন্য, প্রতিমা ঋষিদাস আসেন স্বামীর পক্ষাঘাতগ্রস্ত চিকিৎসা সহায়তার আবেদন নিয়ে। এছাড়াও দক্ষিণ ত্রিপুরার জোলাইবাড়ির প্রিয়তোষ দেবনাথের পক্ষে তাঁর ছেলে বাপি দেবনাথ, শান্তিরবাজারের উত্তম দাস, লঙ্কামুড়ার কালীমোহন দাস, হাপানিয়ার ধ্রুব চৌধুরী সহ রাজ্যের বিভিন্ন এলাকার মানুষ চিকিৎসা ও অন্যান্য সমস্যা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। মুখ্যমন্ত্রী সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন।

আজকের মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু কর্মসূচিতে সম্প্রতি নদীতে ডুবে মৃত ঈশানচন্দ্রনগরের রাকেশ শীল এবং কাটাখালে ডুবে মৃত আড়াই বছরের শিশু সাত্বিকা শো-এর পরিবারের সদস্যদের হাতে মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিল থেকে পরিবারপিছু ৩ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তার চেক তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা। রাজ্য সরকার তাঁদের পাশে রয়েছে বলেও আশ্বাস দেন মুখ্যমন্ত্রী।

উল্লেখ্য, মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু কর্মসূচির মাধ্যমে সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ানোর এক মানবিক দৃষ্টান্তের কথাও আজ উঠে আসে। কিছুদিন আগে বিরল অটোইমিউন রোগে আক্রান্ত ২২ বছর বয়সী দীপ্তনু পালের পরিবারের সদস্যরা চিকিৎসা সহায়তার আবেদন নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ হয়েছিলেন। বিষয়টি জানার পর মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা উন্নত ও আধুনিক চিকিৎসার জন্য দ্রুত উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন। মুখ্যমন্ত্রীর তৎপরতা ও সেবামূলক উদ্যোগে বর্তমানে দীপ্তনু ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছে। একসময় যে যুবক হাঁটাচলা, হাত পা নাড়ানো এমনকি কথাও বলতে পারতেন না, বর্তমানে তাঁর শারীরিক অবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে। এজন্য দীপ্তনুর পরিবারের সদস্যরা মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

একইরকম ভাবে আজ দক্ষিণ ত্রিপুরার জোলাইবাড়ির প্রিয়তোষ দেবনাথের ছেলে বাপি দেবনাথ তাঁর বাবার গুরুতর লিভারজনিত সমস্যার চিকিৎসার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এসময় তিনি মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, এক বছর আগে তাঁর মা স্তন ক্যান্সারে আক্রান্ত হলে মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু কর্মসূচির মাধ্যমে চিকিৎসা সহায়তার আবেদন জানানো হয়েছিল। সেই সময় মুখ্যমন্ত্রী মানবিকতার পরিচয় দিয়ে তাঁদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তার ব্যবস্থা করেছিলেন। আজ বাবার চিকিৎসার ক্ষেত্রেও মুখ্যমন্ত্রীর সহযোগিতা ও আন্তরিকতা তাঁদের নতুন করে আশার আলো দেখিয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা বলেন, সাধারণ মানুষের সমস্যা সমাধান করা এবং তাঁদের পাশে দাঁড়ানো সরকারের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। মানুষের আস্থা ও বিশ্বাসই সরকারের কাজ করার শক্তি এবং অনুপ্রেরণা বলে তিনি উল্লেখ করেন।

আজকের মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রীর সচিব ড. পি. কে. চক্রবর্তী, স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্তে, স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডা. দেবাশ্রী দেববর্মা, জিবিপি হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপারিনটেনডেন্ট ডা. বিধান গোস্বামী, আইজিএম হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপারিনটেনডেন্ট ডা. নির্মল বিশ্বাস, অটল বিহারী বাজপেয়ী রিজিওনাল ক্যান্সার হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপারিনটেনডেন্ট ডা. শিরোমণি দেববর্মা প্রমুখ।

জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনার কবলে যাত্রীবাহী বাস, অল্পেতে রক্ষা পেলেন যাত্রীরা

আগরতলা, ২৪ জুন : আজ সকালে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বীরেন্দ্রনগর বাজার সংলগ্ন জাতীয় সড়কে একটি যাত্রীবাহী বাস দুর্ঘটনার কবলে পড়লেও অল্পের জন্য বড়সড় বিপদ এড়ানো সম্ভব হয়েছে। তবে সৌভাগ্যবশত এই ঘটনায় কোনো যাত্রী গুরুতর আহত হননি।

জানা গেছে, বুধবার সকাল আনুমানিক ১০টা ৫৫ মিনিট নাগাদ সাব্রুম থেকে আগরতলাগামী একটি যাত্রীবাহী বাস বীরেন্দ্রনগর বাজার অতিক্রম করার সময় হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে জাতীয় সড়কের পাশে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। ঘটনাটি ঘটতেই এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় শান্তিরবাজার অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা। তারা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনে প্রয়োজনীয় উদ্ধারকাজে হাত দেন। অগ্নিনির্বাপক দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, দুর্ঘটনার সময় বাসটিতে যাত্রী থাকলেও কেউ গুরুতরভাবে আহত হননি। ফলে চালক ও যাত্রীরা অল্পের জন্য বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পান। দুর্ঘটনার কারণ এখনও স্পষ্ট নয়।

রাজ্য সরকারের আশ্বাসে অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘট প্রত্যাহার, স্বাভাবিক হচ্ছে জনজীবন

আগরতলা, ২৪ জুন : নাটকীয় অবরোধ প্রত্যাহার করল আত্মসমর্পণকারী বৈরীরা। সাত দফা দাবিতে জয়েন্ট অ্যাকশন রিহ্যাবিলিটেশন কমিটি (জেএআরসি) এবং জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটি (জেএসি) অনির্দিষ্টকালের জন্য জাতীয় সড়ক এবং রেলপথ অবরোধের ডাক দিয়েছিল। অবশেষে প্রশাসনের আশ্বাস পেয়ে বুধবার সকালেই অবরোধ প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে দুই সংগঠনের নেতৃত্ব।

সূত্রের খবর, সংগঠনগুলির উত্থাপিত বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছে রাজ্য সরকার। এর প্রেক্ষিতেই চলমান ধর্মঘট প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আন্দোলন প্রত্যাহারের ঘোষণার পর থেকেই ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হতে শুরু করেছে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকার জনজীবন। বড়মুড়া-সহ একাধিক স্থানে সড়ক ও রেল যোগাযোগ স্বাভাবিক হয়েছে। যানবাহন চলাচল পুনরায় শুরু হওয়ায় সাধারণ যাত্রী ও পরিবহণ পরিষেবা অনেকটাই স্বস্তি ফিরে পেয়েছে।

ধর্মঘটের জেরে বিগত কয়েকদিন ধরে সাধারণ মানুষকে নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। আন্দোলন প্রত্যাহারের পর বাজার, দোকানপাট এবং অন্যান্য ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান খুলতে শুরু করেছে। ধীরে ধীরে স্বাভাবিক ছন্দে ফিরছে দৈনন্দিন জীবনযাত্রা।

জেএআরসি এবং জেএসি নেতৃত্ব জানিয়েছে, সরকারের ইতিবাচক মনোভাব এবং দেওয়া আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতেই আন্দোলন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে তারা আশা প্রকাশ করেছে, সরকার দ্রুত প্রতিশ্রুত পদক্ষেপগুলি বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেবে। স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফিরে আসায় সাধারণ মানুষের মধ্যেও স্বস্তি নেমে এসেছে। আলোচনার মাধ্যমেই বাকি সমস্যাগুলির শান্তিপূর্ণ সমাধান হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন রাজ্যবাসী।

ধর্মনগর সেন্ট্রাল রোডে দোকান উচ্ছেদের নির্দেশ, প্রায় ৯৬ হাজার টাকা আদায়ের পরোয়ানা জারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৪ জুন : ধর্মনগর শহরের ব্যস্ততম সেন্ট্রাল রোডে অবস্থিত একটি দীর্ঘদিনের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে উচ্ছেদ এবং বকেয়া অর্থ আদায়ের নির্দেশ দিয়েছে ধর্মনগর সিভিল আদালত। আদালতের জারি করা চূড়ান্ত পরোয়ানায় দোকানঘর খালি করার পাশাপাশি প্রায় ৯৬ হাজার টাকা পরিশোধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আদালত সূত্রে জানা গেছে, ধর্মনগরের সিভিল জজ (জুনিয়র ডিভিশন) আদালত একটি টাইটেল স্যুট মামলার রায়ে এই নির্দেশ জারি করে। সেন্ট্রাল রোডের বাসিন্দা কোহিনূর রায়ের দায়ের করা মামলার ভিত্তিতে 'ওয়ারেন্ট ফর পজিশন' বা দখল পুনরুদ্ধারের পরোয়ানা জারি করা হয়।

পরোয়ানার আওতায় সেন্ট্রাল রোডে অবস্থিত 'মেসার্স নিউ পাদুকালয়' নামের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটি খালি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আদালতের নথি অনুযায়ী, বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটির সত্ত্বাধিকারী হিসেবে সুকুমার দেবনাথের নাম উল্লেখ রয়েছে। আদালতের নির্দেশ অনুসারে, প্রায় ০.০২১ একর জমির ওপর নির্মিত দোকানঘরটি খালি করে প্রকৃত মালিক তথা ডিক্রিদারের কাছে দখল বুঝিয়ে দিতে হবে। একই সঙ্গে বকেয়া ভাড়া, সুদ এবং মামলার খরচ বাবদ মোট ৯৫ হাজার ৫৬৩ টাকা আদায়ের নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।

আদালতের হিসাব অনুযায়ী, বকেয়া ভাড়া বাবদ ৭৮ হাজার ৫০০ টাকা, অর্জিত সুদ ৪ হাজার ৭১০ টাকা এবং মামলার খরচ ১২ হাজার ৩৫৩ টাকা। সব মিলিয়ে মোট প্রদেয় অর্থের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৯৫ হাজার ৫৬৩ টাকা। বুধবার আদালতের নির্দেশ কার্যকর করতে নিযুক্ত কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে দোকানঘরটি তালাবদ্ধ করে দেন এবং আদালতের নোটিশ ঝুলিয়ে দেন। এ সময় ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় কৌতূহল ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

জায়গার মালিক কোহিনূর রায় বলেন, "আইনের প্রতি আমার পূর্ণ বিশ্বাস ছিল। দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ের পর সত্যের জয় হয়েছে। এজন্য আমি আদালতের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। পাশাপাশি যাঁরা

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সংরক্ষিত শূন্যপদ পূরণে বিশেষ নিয়োগের দাবিতে টিএসএফের বিক্ষোভ

আগরতলা, ২৪ জুন : তফসিলি জাতি (এসসি) ও তফসিলি উপজাতি (এসটি) সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত দীর্ঘদিনের শূন্যপদগুলি অবিলম্বে পূরণের দাবিতে বুধবার বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করল ত্রিপুরা ট্রাইবাল স্টুডেন্টস ফেডারেশন (টিএসএফ)।

সংগঠনের অভিযোগ, বিভিন্ন সরকারি দফতরে এসসি ও এসটি সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত বিপুল সংখ্যক পদ বহু বছর ধরে খালি পড়ে রয়েছে। এর ফলে যোগ্য প্রার্থীরা চাকরির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন এবং সরকারি পরিষেবায় তাঁদের প্রতিনিধিত্বও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

বিক্ষোভস্থলে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে টিএসএফের সহ-সভাপতি জন দেববর্মা বলেন, আমাদের প্রধান দাবি হল, এসসি ও এসটি সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত ব্যাকলগ শূন্যপদ পূরণের লক্ষ্যে বিশেষ নিয়োগ অভিযান শুরু করতে হবে। এটি কোনও নতুন নীতির দাবি নয়, বরং সংবিধান প্রদত্ত অধিকার বাস্তবায়নের দাবি। আমরা আশা করি সরকার দ্রুত এ বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

টিএসএফ নেতৃত্বের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে বিষয়টি নিয়ে বারবার সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলেও এখনও পর্যন্ত

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

টাকারজলা নির্যাতনকাণ্ডে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার ও ওসি-র বিরুদ্ধে ব্যবস্থার দাবি প্রদেশ মহিলা কংগ্রেসের

আগরতলা, ২৪ জুন,: বিশালগড় মহকুমার টাকারজলা এলাকায় এক গ্রামীণ মহিলার ওপর সংঘটিত নৃশংস নির্যাতনের ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ ও উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ত্রিপুরা প্রদেশ মহিল কংগ্রেস। এক সাংবাদিক সম্মেলনে সংগঠনের পক্ষ থেকে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির পাশাপাশি নারী নিরাপত্তা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। সংগঠনের অভিযোগ, টাকারজলায় সংঘটিত এই বর্বরোচিত ঘটনা অতীতের বহু নৃশংস ঘটনাকেও হার মানিয়েছে এবং প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তা অপরাধীদের উৎসাহিত করছে।

মহিলা কংগ্রেসের দাবি, গত ১৮ জুন টাকারজলা থানা এলাকার এক গ্রামীণ মহিলাকে চরিত্রহননের অভিযোগ তুলে স্থানীয় একটি সালিশি সভার মাধ্যমে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে মাঠের মধ্যে মারধর করা হয়। পরে একদল দুষ্কৃতী তাঁর বাড়িতে ঢুকে শারীরিক নির্যাতন চালায়। অভিযোগ, এই হামলায় কয়েকজন মহিলা-সহ একাধিক ব্যক্তি জড়িত ছিল। গুরুতর আহত অবস্থায় ওই মহিলাকে জিবিপি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়, যেখানে তাঁর শরীরে জটিল অস্ত্রোপচার সম্পন্ন হয়েছে বলে দাবি করেছে সংগঠন।

মহিলা কংগ্রেস অভিযোগ করে, এত বড় ঘটনার পরও টাকারজলা থানার পুলিশ যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। নির্যাতিতার পরিবারের অভিযোগকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি এবং মূল অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণেও গড়িমসি করা হচ্ছে। সংগঠনের আরও অভিযোগ, শাসকদল ও স্থানীয় রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে অভিযুক্তরা সাহস পাচ্ছে এবং নির্যাতিতার পরিবারকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে।

ত্রিপুরা প্রদেশ মহিলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়, ঘটনার কয়েকদিন পেরিয়ে গেলেও রাজ্য মহিলা কমিশন, প্রশাসন কিংবা শাসক দলের পক্ষ থেকে নির্যাতিতা পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর মতো কোনো দৃশ্যমান উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। এর ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে। সংগঠনের সভাপতি শর্বাণী ঘোষ চক্রবর্তী একাধিক দাবি তুলে ধরেন। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী,

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কাঠালিয়া হত্যাকাণ্ডের অভিযুক্তকে আদালতে পেশ

আগরতলা, ২৪ জুন: আমতলী থানার অন্তর্গত কাঠালিয়া এলাকায় ক্লাব সম্পাদক সমীর দাস হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় গ্রেপ্তার এক অভিযুক্তকে বুধবার আদালতে পেশ করা হয়। এদিন অভিযুক্তকে আদালতে আনা হলে তাকে দেখতে এবং ঘটনার প্রতিবাদ জানাতে বিপুল সংখ্যক মানুষ আদালত চত্বরে উপস্থিত হন। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, আদালত প্রাঙ্গণে উপস্থিত জনতার একাংশ অভিযুক্তের কঠোর শাস্তির দাবিতে স্লোগান দিতে শুরু করলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি এড়াতে পুলিশ দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে আদালত চত্বরে অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়। পরে আদালত প্রাঙ্গণে জড়ো হওয়া লোকজনকে সেখান থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। আদালত চত্বরের বাইরে গিয়েও বিক্ষোভকারীরা স্লোগান দিতে থাকেন এবং অভিযুক্তের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে উত্তেজিত জনতার মধ্যে কয়েকজনকে ঘটনাস্থল থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে সামগ্রিকভাবে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। উল্লেখ্য, কাঠালিয়া এলাকায় ক্লাব সম্পাদক সমীর দাস হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে এলাকাজুড়ে তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনার তদন্ত অব্যাহত রয়েছে এবং মামলার পরবর্তী শুনানির দিকে নজর রয়েছে সংশ্লিষ্ট মহল ও স্থানীয় বাসিন্দাদের।

সরকারি জমি দখলমুক্ত করতে গিয়ে বিক্ষোভের মুখে প্রশাসন ১১৫টি দোকান উচ্ছেদে সাত দিনের আলটিমেটাম

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২৪ জুন : দীর্ঘদিন ধরে সরকারি জমি দখল করে ব্যবসা চালানোর অভিযোগে বুধবার বিশালগড়ের মধুপুর বাজারে উচ্ছেদ অভিযানে নামে প্রশাসন। অভিযানে নেতৃত্ব দেন ডেপুটি কালেক্টর ও ম্যাজিস্ট্রেট (ডিসিএম) সহ অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকরা। তবে উচ্ছেদ প্রক্রিয়া শুরু হতেই দখলদার ব্যবসায়ীদের বাধার মুখে পড়তে হয় প্রশাসনকে। এক সময় পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, প্রশাসনের পক্ষ থেকে পূর্বে কোনও ধরনের নোটিশ দেওয়া হয়নি। যদিও এ অভিযোগ খারিজ করে ডিসিএম জানান, ইতিমধ্যেই দুই দফায় নোটিশ প্রদান করা হয়েছে। তারপরও কেন ১১৫টি দোকান সরকারি জমি দখল করে রাখা হয়েছে এবং কেন তা সরানো হয়নি, সে প্রশ্নও তোলেন তিনি।

পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে ব্যবসায়ীরা দোকান সরানোর জন্য সাত দিনের সময় দেওয়ার দাবি জানান। পরে উচ্চ পর্যায়ে আলোচনা করে প্রশাসনের পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত জানানো হয়, যেসব দোকান ফুটপাতের উপর রয়েছে সেগুলি তিন দিনের মধ্যে সরিয়ে ফেলতে হবে এবং যাদের স্থায়ী বিল্ডিং রয়েছে তাদের সাত দিনের সময় দেওয়া হয়েছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে স্বেচ্ছায় দোকান না সরানো হলে প্রশাসন নিজ উদ্যোগে ব্যবস্থা নেবে।

উল্লেখ্য, দীর্ঘদিন ধরে মধুপুর বাজার এলাকায় ১১৫টি দোকান সরকারি জমি দখল করে ব্যবসা চালিয়ে আসছিল। বাজারের পরিসর ছোট হয়ে যাওয়ায় যানবাহন চলাচলে চরম সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছিল। সেই কারণেই প্রশাসন উচ্ছেদ অভিযানে নামে।

ডিসিএম স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন, আগামী সাত দিনের মধ্যে দখলমুক্ত না করা হলে প্রশাসন বুলডোজার ব্যবহার করে সমস্ত অবৈধ নির্মাণ ভেঙে দেবে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 2 25-06-2026, 00:57